প্রথম পরিচ্ছেদ।

আহা, সোণার ছেলে! হাজার-চাঁদ-নিঙ্‌ড়ান সুধা-মাখান ছেলে! থস্‌থসে, চল্‌চলে দেহ; যেন রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে, যেন লাবণ্য গলিয়া গড়াইতেছে। এক মাথা ভ্রমরকৃষ্ণ চুল; সম্মুখের গুটি কয়েক জড়াইয়া একটি ক্ষুদ্রবেণী হইয়াছে, তাহাতে সোণার একটি ক্ষুদ্র পুঁটে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই পার্শ্বের অযত্ন-সংন্যস্ত ঘুরান-ঘুরান চুলগুলি দুই কর্ণের উপর উল্‌টিয়া পড়িয়া আছে, চক্ষের কোণে এলাইয়া আছে, আর স্বেদ-বিন্দুবিজড়িত হইয়া কপালে মিশিয়া শুইয়া আছে। খাঁদা-খাঁদা, টেপা-টেপা নাকটির দুই দিকে দুইটি বড় বড় ডব্‌-ডবে চক্ষু; যখন ফুটিয়া থাকে, তখন খঞ্জনের চাঞ্চল্য, হরিণের মাধুর্য্য এবং চপলার প্রাখর্য্যকেও পরাজয় করে। সেই হাসি-ভরা হাসিতে ভাসা নয়ন-যুগল, বীচি-বিক্ষোভিতা নলিনীর ন্যায়, যেন দুলিয়া-দুলিয়া টলিয়া পড়িতেছে। পাত্‌লা ঠোঁট দুইটি ত আব্দারে সদাই ফুলিয়া আছে, দুষ্টামিতে সদাই রসিয়া আছে। অত দুষ্ট, অত আদুরে ত আর কেহ নাই!

স্বর্গের এই সুধাভাণ্ড যে মনোমোহিনীর ক্রোড়ে, তিনিই বা কেমন? কচি মেয়ে, জীবনের প্রভাত ভালরূপে না ফুটিতে ফুটিতেই, ছেলের মা হইয়াছে। চপলা বালিকার সারল্যের সহিত নবপ্রসূতির প্রগাঢ় মাধুর্য্য আসিয়া মিশিয়াছে। তাহার সেই চম্পককলির মত কোমল শান্ত শীতল বর্ণ; সেই আকর্ণবিশ্রান্ত সদা জিজ্ঞাসু স্নেহ-মাখা নেত্রযুগল; সেই স্থির নাসিকা—যেন তাহার মধ্য দিয়া কাহারও প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কখনও শ্বাস-প্রশ্বাস বহে না; সেই সদা-রাগরঞ্জিত অথচ নব-প্রসূতির পাণ্ডুর-পরিবৃত সুগোল কপোলযুগল—একটু হাসিলে দুই দিকে দুইটি টোল্‌ খাইয়া যায়—অমনি কপোলের অপূর্ব্ব কোমলত্ব ও মাধুর্য্য যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; সেই ঈষৎ বঙ্কিম নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব গ্রীবা,—সে গ্রীবায় ধনুরাকৃতি ক্ষুদ্র তিনটি রেখা—একটু

রাগভরে কুঞ্চিত করিলে কোমল তরুণ কণ্ঠচর্ম্ম রেখায় রেখায় ফুলিয়া উঠিয়া কেমন একটা সোহাগের ভাব ফুটাইয়া দেয়; আর সেই সরস সজীব সদাকম্পিত ওষ্ঠাধর—তাহাতে যেন হাসি-খুসি কেবল খেলিতেছে—কন্যার আব্দার, পুত্রবতীর স্নেহ ও স্পর্দ্ধা যেন পাশাপাশি শুইয়া আছে, অবসর পাইলেই জাগিয়া উঠিবে;——নবপ্রসূতি কিশোরীর প্রত্যঙ্গের এই রূপ-মাধুর্য্য বুঝি এমন কন্যার পিতা না হইলে বুঝা যায় না!

"ও মা! উঠ মা, বেলা যে গেল।" এই কথা বলিতে বলিতে কক্ষান্তর হইতে একটী বর্ষীয়সী আসিয়া উমার প্রকোষ্ঠের দ্বার ঠেলিলেন। দরজা ভেজান ছিল, খুলিয়া গেল। মেজের উপর চাঁদের কোলে চাঁদ শুইয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ও আমার কপাল্! এই মেজের ধূলোতে ছেলেটাকে শোয়াইয়া, নিজের চুলগুলা ধূলোয় লুটি-লুটি করিয়া শুয়ে আছো! পাগ্‌লি! একটা পাটী পেতে শুতে পার নাই? এস, দাদা এস, তোমার গা সোণা ক'রে দিই। বাঁদরি, এখনও কিছু শিখ্‌লে না!"

এই বলিয়া বর্ষীয়সী, শিশুকে কোলে লইলেন এবং কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। দুষ্ট ছেলে, পিতামহীর কোলে উঠিয়া, মুখ ভেঙাইয়া মায়ের সহিত পুরাতন বাদটা সাধিয়া লইল। মাতাও, মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে, একটু যেন অপ্রস্তুত ও লজ্জিতভাবে, শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরাতন পরিচয়।

যোগেশ্বর চক্রবর্ত্তী, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতা রুদ্র-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, এক-প্রকার উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া পৈতৃক ব্রহ্মোত্তরের আড়াই বিঘা তাঁহার অংশে পড়িয়াছিল। রুদ্রনারায়ণের জীবিকার জন্য এই আড়াই বিঘা উষর ক্ষেত্র এবং অগ্নিহোত্রীর অগ্নিকুণ্ডের ভস্মরাশি-মাত্র সম্বল ছিল; আর ছিল, তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য।

রুদ্রনারায়ণের জন্মস্থান, পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধাম। তথায় আজন্ম বাস করায় এবং তথাকার বৈদিক ব্রাহ্মণপুত্রগণের সহিত ব্যবহার করায় বাঙ্গালী হইলেও, তাঁহাকে দেখিলে হিন্দুস্থানী বলিয়া ভ্রম হইত। বৃদ্ধ পিতার উপদেশ-ক্রমে এবং গুরুদেব জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর শিক্ষাগুণে, উপনয়নের পরেই, তিনি অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীতে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া, পিতামাতার কাশীলাভের পর, রুদ্রনারায়ণ মাতুলাশ্রয় দেবগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথাকার শিবরাম বাচস্পতির একমাত্র কন্যা নবদুর্গার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি সংসারী হন। এই নবদুর্গার গর্ত্তজাত একমাত্র পুত্র যোগেশ্বর। নবম বর্ষে যোগেশ্বরের উপনয়ন দিয়া, শ্বশুর শিবরামের হস্তে বালকটিকে সমর্পণ করিয়া, রুদ্রনারায়ণ নিরুদ্দেশ হন।

রাগভাবেনা নবদুর্গা, স্বামিসঙ্গ-বঞ্চিত হইয়াও, অতি-যত্নে যোগেশ্বরকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। অপোগণ্ড এক পুত্রের মাতা হইয়া, নবদুর্গার অন্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছিল না; পিতৃ-গৃহে থাকিয়া স্নেহময়ী কেবল পুত্রকে যত্ন করিতেন এবং সুশিক্ষা দিতেন। বাচস্পতির আদরের কন্যা জানিয়া গ্রামস্থ সকলেই নবদুর্গাকে "দুগ্‌গা ঠাক্‌রুণ" বলিয়া ডাকিত। দুর্গা ঠাকুরাণীর অশেষ গুণ; পাকশালায় তিনি স্বয়ং অন্নপূর্ণা, সেবায় রুক্মিণী, গৃহিণীপণায় কুন্তী, পরিশ্রমে দময়ন্তী, সহিষ্ণুতায় সীতা এবং পাতিব্রত্যে সাবিত্রী ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থাগুণে বাচস্পতির সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না।

মাতামহের আশ্রয়ে থাকিয়া, যোগেশ্বর, ব্যাকরণ অলঙ্কার এবং কাব্য অধ্যয়ন করিলেন। তখন ইংরেজের নূতন আমল; ইংরেজী শিখিলে ভাল চাকুরী হয়, শীঘ্র দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচিয়া যায়;—এই বিবেচনায়, বাচস্পতি, যোগেশ্বরকে ডফ সাহেবের স্কুলে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। যোগেশ্বর বেশ ইংরেজী শিখিল, হুগলী কলেজে আসিয়া সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিল। এইবার বুড়া বাচস্পতি, নাতির বিবাহের জন্য কোমরে চাদর জড়াইলেন, আর গ্রামে গ্রামে ঘটক পাঠাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা, কন্যা নবদুর্গার যোগ্যা বধূ আনয়ন করেন। দুগ্‌গা ঠাক্‌রুণও বেজায় আব্দার করিয়া বসিলেন। তিনি কথকের মুখে দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা শুনিয়াছিলেন, সকলটি খুঁটাইয়া মুখস্থ রাখিয়াছিলেন; এইবার সেই চির-চিত্রিত বাক্য-আলেখ্য বুড়া বাপের সম্মুখে ধরিলেন। বুড়ারও একটু সাধ হইল, নাত্‌-বৌ হয় যদি, তবে এইরূপই হওয়া চাই।

বহু অনুসন্ধান করিয়া উমাকে পাইলেন। উমা, বড়ঘরের মেয়ে, বড় আদুরে, বড়ই মুখচাওয়া। তাঁহার পিতা গিরীশচন্দ্র, অতি সুচতুর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি দেখিলেন—যোগেশ্বর সুপণ্ডিত ও

ইংরেজীনবীশ, সুতরাং সে সময়ে তাহার পক্ষে উচ্চপদ অনায়াসলভ্য; আবার যোগেশ্বর—সুপুরুষ, সদ্বংশজাত, অতি দরিদ্র ও পিতৃহীন। যদি সাহেব-সুবাকে বলিয়া গিরীশচন্দ্র সহজে তাহার একটা বড় চাকুরী জুটাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে, জামাতা হাতে থাকিবে, মেয়েও সোহাগী হইয়া ঘরে থাকিবে। এইরূপ ঠাওরাইয়া, গিরীশ বাবু কন্যাদান করিলেন। বাচস্পতি, আত্মীয়-স্বজনকে আনিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিলেন এবং যথাসাধ্য খরচ-পত্র করিলেন। যোগেশ্বর, বিবাহের অনতিকাল পরেই, ডিপুটী মাজিষ্টর ও কলেক্টার হইলেন। সরকার বাহাদুর, বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে ঘুরাইয়া, নানা দেশের জল খাওয়াইয়া, শেষে অনেক সহি-সুপারিষের পর, তাঁহাকে মুঙ্গেরে বদলী করিলেন। এইবার যোগেশ্বর একটু ইংরেজী চাল চালিলেন। শ্বশুর গিরীশচন্দ্র, কন্যা উমাকে ও তাঁহার নবজাত দৌহিত্রকে জামাতার সহিত দূরদেশে পাঠাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হাকিম জামাতা, তাহা শুনিলেন না; স্ত্রী পুত্র এবং প্রৌঢ়া মাতাকে সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে চলিয়া গেলেন।

তিনি মুঙ্গেরের কেল্লার মধ্যে এক সুরম্য বাটী ভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই বাটীর এক প্রকোষ্ঠে মায়ে-পোয়ে নাচ-গান হইতেছিল। ননদ না থাকিলে, ভ্রাতৃজায়ার গঞ্জনা হয় না, বধূরা বশ থাকে না। যোগেশ্বর এক পুত্র, তাঁহারও যেমন আদর, তাঁহার স্ত্রীরও তেমনি আদর। সুতরাং উমাকে কনে-বৌয়ের মত জড়-সড় হইয়া থাকিতে হইত না; বাপের বাটীর আদুরে মেয়ে, শ্বশুর-গৃহে আসিয়াও, আমোদ-আহ্লাদ করিতে পাইত; খেলা-ঘরের পুঁতুল খেলার মত নিজের শিশুপুত্রকে লইয়া নাচ-গান করিতে পাইত। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী কোন আপত্তি করিতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শাশুড়ী-বৌ।

উমা, আদর পাইয়া, আদর খাইয়া, একটু দুষ্ট হইয়াছিল, একটু আব্দারে হইয়াছিল। আব্দারের ঝোঁক্‌টা অনেক সময়ে শ্রীমান্ যোগেশ্বরের উপরেই অধিক পড়িত। উমার রূপ আছে, গুণ আছে, আদর আছে, আব্দার আছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী ইহার উপর রসান চড়াইয়া বলিতেন যে, উমা গৃহে আসিয়া অবধি তাঁহাদের লক্ষী-শ্রী দেখা দিয়াছে—সুতরাং উমার স্পর্দ্ধা ও দর্পও হইয়াছে। ফলে, নিরীহ যোগেশ্বরকে সে চাবির থোলোর মত আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া তর্জ্জনীর উপর কেবল ঘুরাইত, জড়াইত এবং ফিরাইত।

—সেই টিপি-টিপি হাসিতে-হাসিতে, পুত্রকে ছোট কীল তুলিয়া মারিবার ভয় দেখাইতে দেখাইতে উমা দুর্গা-ঠাকুরাণীর পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন। মাথায় একটু আধ্-ঘোম্‌টা দেওয়া আছে, আর সেই ঘোম্‌টা ঠেলিয়া গোল-গোল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সকল কপালে, কাণে ও কপোলে আসিয়া ভ্রমর-পংক্তির ন্যায় [illegible]ড়িয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। সদ্যোনিদ্রোত্থিতা,—তাই চক্ষু দুইটি ভারি-ভারি, মুখ্‌খানি থস্‌থসে—চিন্তাশূন্য, অথচ সোহাগপূর্ণ।

শাশুড়ী-বৌ উভয়ে কূপের ধারে যাইলেন। উমা দুই অঞ্জলি জল মুখে দিল, আর মুখ্‌খানি বর্ষা-বারি-সংস্পৃষ্ট কমলের ন্যায় ঢল্ ঢল করিতে

লাগিল; অমনি নীলোৎপলের কেশরের ন্যায় ছোট-ছোট চুলগুলি চারি-ধারে জড়াইয়া গেল। সোণা বাঁধান ছোট-ছোট হাত দুইখানি দিয়া উমা অঞ্জলি করিয়া কতবার চোখে-মুখে জল আছড়াইল, ভ্রমর-ঝঙ্কারের ন্যায় সোণার আটগাছি চুড়ীর শব্দ করিয়া কতবার চুলগুলি সরাইল। কিন্তু তাহারা সরে না, আবার ঘুরিয়া আসিয়া মুখে পড়িতে লাগিল।

মুখ আর ধোওয়া হয় না! শাশুড়ী থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, —"পেত্নি, যুৎ আর শিখ্‌লেন না, নিজের মুখ নিজে ধোবেন, তার আর শেষ হয় না!"

খোকাও এই সময়ে এক মজা করিল; সে হুম্‌ড়ি খাইয়া পিতামহীর কোল হইতে মায়ের গলায় ঝুলিয়া পড়িল, আর ছোট অমিয়মাখা মুখ্‌খানি মায়ের জলবিন্দু-খচিত প্রবালখণ্ডের ন্যায় অধরের উপর ঢালিয়া দিল। উমা একটু বিপদে পড়িলেন; একমুখ জল শুদ্ধ, ছেলে লইয়া, ভিজে হাতে সাম্‌লাইতে পারিলেন না; তাড়াতাড়িতে মাথার কাপড়ও খসিয়া পড়িল। শাশুড়ী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া; এমন অবস্থায় ছেলেকে ধম্‌কাইবার, কি চড়টা-চাপড়টা দিবার অধিকার উমার নাই। শাশুড়ী, উমার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করেন; ছেলে-মারা তাঁহার সহ্য হয় না। কি করে? তখন উমা, গণেশ-জননীর ন্যায় শিশু-পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, প্রাঙ্গনে কূপপার্শ্বে অস্তগমনোন্মুখ আরক্ত ভাস্কর-প্রভায় অনুরঞ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময়ে, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে বহির্দ্বার-পার্শ্বে শ্রীমান্ যোগেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একবার ক্ষণেকের জন্য যোগেশ, সেই দেবী মূর্ত্তি দেখিল—স্বপ্নের ছায়ার মত সেই রূপের প্রকাশ দেখিল। যাই চারিচক্ষে মিশিল, অমনই এক হাত জিভ্ বাহির করিয়া, একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া, ধপ্ করিয়া ছেলেটাকে কূয়োর পাশে

জল-কাদার উপর বসাইয়া, একেবারে ঘরের দিকে ছুট—ছুট—ছুট!—প্রাঙ্গন পার হইয়া, রোয়াক পার হইয়া, উমা একেবারে ঘরে গিয়া দরজা দিল। দুর্গা-ঠাক্রুণ, "আবাগী" "বাঁদ্রী" ইত্যাদি মিষ্ট কথায় পলায়িত বধূকে আপ্যায়িত করিয়া, রোরুদ্যমান বালককে কোলে উঠাইলেন, তাহার গায়ের জল-কাদা মুছাইলেন। যোগেশ্বরও, এই অবসরে "মা" বলিয়া বাড়ী ঢুকিলেন।

যোগেশ্বর ধীরে ধীরে মায়ের পিছু পিছু দালানে গিয়া একটা পৃথক আল্নায় ধড়া-চূড়া রাখিলেন, মায়ের কাছে ঘড়ী-চেইন রাখিলেন, বেতনের টাকা কয়টি মায়ের হাতে দিলেন এবং হাত-মুখ ধুইয়া আসনের উপর মায়ের কাছে বসিলেন। মাতা থালা করিয়া জল-খাবার আনিয়া দিলেন, খোকাকে তাঁহার কাছে ছাড়িয়া দিলেন, পাখা লইয়া বাতাস করিলেন এবং পুত্রের মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন। এই অবসরে সংসারের কত বিষয় মাতাপুত্রে পরামর্শ হইল। শেষে, পানের ডিবা এক হাতে লইয়া, ছেলে কোলে করিয়া, আল্গা কোমরের কাপড় অন্য হাতে ধরিয়া, যোগেশ্বর নিজের শয়নমন্দিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিলেন; দেখেন, দরজা বন্ধ। একবার টোকা মারিলেন, একবার হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ঘুরাইলেন,—সাড়া-শব্দ নাই! খোকা, 'মা-মা' বলিয়া ডাকিল; উত্তর নাই! শেষে ছেলে কাঁদিয়া উঠিল; এইবার দরজা হড়াৎ করিয়া খুলিল। কারণ, ঠাকুরাণীর কাণে খোকার কান্না পঁহুছিলে, উমার সকল আদর ক্ষণেকের মধ্যে উড়িয়া যাইবে।

এখন উমার অপরূপ রূপ!—উপরের ঠোঁটের উপর গোঁফের মতন খোঁপার ফিতা বাঁধা, ঘাড়ের তিনদিকে তিনটী বেণী ঢুলিতেছে, মুখে-চোখে ঘাম আর তেল, কাপড়খানা সুটি-সুটি। উমা কথা কহিল

না; আর্ষি, চিরুণী, সিন্দূরের কৌটা, ফিতা ও দড়ি লইয়া পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া একেবারে শাশুড়ীর কাছে গিয়া হাজির হইল। শাশুড়ীর কাছে খোঁপা বাঁধিয়া, টিপ্ পরিয়া, পরে কূপের জলে গা-ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া, স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট মিষ্টান্নাদি খাইয়া, থালাখানি কূপের পার্শ্বে রাখিয়া, এঁটো মুক্ত করিয়া, একগাল পান চিবাইতে চিবাইতে, একমুঠা পান হাতে করিয়া, টিপি টিপি হাসিতে হাসিতে উমা-সুন্দরী ঘরে আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বামী-স্ত্রী।

উমা কক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার ফিরোজা রঙ্গের শাটীখানি পাতিয়া খোকা জম্‌কাইয়া বসিয়া আছে এবং যোগেশ্বরের দক্ষিণ-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিতেছে। যোগেশ্বর গুড়্‌গুড়ি টানিতেছেন, তামাকের ধূমে তাঁহার মুখখানি নবজলধরে আচ্ছন্ন-প্রায় ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে ধূমপান করিতেছেন, স্বর্ণের মুখনলটি অধরের উপর ঝুলিতেছে। খোকা এক-একবার মুখ-নলটি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া পিতার দেহের উপর হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে এবং মায়ের রঙ্‌করা শাটীখানি মাথায় জড়াইয়া বৌ সাজিতেছে।

উমা তখন বিজ্ঞ সেনাপতির ন্যায় গুড়্‌গুড়ির তাওয়া-চড়ান কলি-কাটি পীকদানির উপর ঢালিয়া ফেলিল, কক্ষের পূর্ব্বদিকের জানালার শার্ষী খুলিয়া দিল এবং খোকার মাথা হইতে শাটীখানি তুলিয়া লইয়া ঝাড়িয়া আলনায় ঝুলাইয়া রাখিল। পরে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

স্বামী যোগেশ্বরের একই ভাব; সেই অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র, সেই স্মেরানন, সেই শিবের ন্যায় সরল-সোজা-ভাবে শয়ান অবস্থা। উমার ন্যায় সুন্দরী যুবতী পার্শ্বে আসিয়া বসিল, তবুও সেই অসাড়, নিস্পন্দ, নির্ব্বিকার ভাব। তখন উমা বে-গতিক বুঝিয়া মুখ ফুটিয়া কথা কহিল।

উমা।—এই জন্যে ঘরে আস্‌তে ইচ্ছে করে না। এলুম্, তা কথা নেই ;—যেন বোবা!

যোগে।—বোবার শত্রু নাই ; আমি অজাতশত্রুভাবে সংসারে থাকিব।

উমা।—তাই থাকো ; আমি মায়ের কাছে যাই, সন্ধ্যার জলখাবা-রের উদ্যোগ করিগে যাই। ওহো!—আজ আবার দশমী।

যোগে।—পালা না আরম্ভ হইতেই মান ধরিলে কি গান জমে, না লোক মজে! একটু ঠায়ে চল!

উমা।—যে আজ্ঞে বৃন্দে!

যোগে।—আর বৃন্দের দূতিয়ালী খাটিল না। বৃন্দাদেবীকে মথুরায় যাইতে হইবে ; পাটনায় বদলী ;—হুকুম—কোম্পানী বাহাদুর!

উমা।—সে কি কথা? আবার বদলী? আমি যাব না।

যোগে।—বেস্ থাকো ; মুঙ্গেরে মীরকাসিমের কেল্লায় ঝান্সীর রাণীর মত আবদ্ধ থাকো।

উমা।—না, না,—ঠাট্টা নয় ; বদলীর কথা মা'কে বল নাই কেন? ক'বে যেতে হ'বে?

যোগে।—যবে দিন ফুরাইবে। মহারাণীর রাজত্ব, মহারাণীই জানেন। মা'র জল-খাওয়া হইলে মা'কে এ সংবাদ দিব। মা-আমার ভাবিয়া আকুল হইবেন। তবে পাটনা গঙ্গার তীরে। মা সঙ্গে যাইতে অসম্মত হইবেন না!

উমা কতকক্ষণ ভাবিতে লাগিল। কাপড়ের খুঁট্‌টি তর্জ্জনীতে জড়াইয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রগড়াইতে লাগিল। শেষে কি-যেন মনে করিয়া বলিয়া উঠিল,—"একটা কথা শুন্‌বে?"

অমনই যোগেশ্বর, মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত দেহাংশটাকে কিঞ্চিৎ

উত্তোলিত করিয়া, করজোড়ে, অবনত মস্তকে, ধীর ভাবে বলিল,—“গোলাম হাজির! কি আজ্ঞা হয় হুজুর!”

উমা, একটু হাসিয়া, সোহাগে অধরযুগল একটু বাহির করিয়া, অথচ যেন বিরক্তির ভাবে বলিল,—“যাও, রঙ্গ রাখ; আসল কথা শুন।”

যোগেশ্বর, দক্ষিণ কর্ণের পার্শ্বে দক্ষিণ হস্তের করটি উত্তোলিত রাখিয়া, শ্রবণপুটকে কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া, মনোযোগের ভাবে বসিয়া রহিল। উমা, স্বামীর গুম্ফের একদিক টানিয়া, তাঁহার গণ্ডে একটি টোকা মারিয়া, নিজের বক্তব্যের উপক্রমণিকা শেষ করিল। পরে স্পষ্ট কথা কহিয়া বলিল,—“দেখ, মা একা; খোকা হোয়ে অবধি তিনি আর সংসার দেখেন না। আমাকেও হয় ত আবার আঁতুড়-ঘরে যাইতে হইবে; তোমার ত বৎসরে বৎসরে বদলী আছে। এতদিন যেমন ভাবে আমরা দিন কাটাইয়াছি, এখন আর তাহা চলিবে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া আমাদের ছেলে হইয়াছে, এখন রাখিয়া ঢাকিয়া সংসার করিতে হইবে। আমি বলি কি, আমার বিনোদ দিদিকে আনিতে পাঠাই না কেন? তুমি ত বামুনের রাঁধা ভাত খাবে না, মাও ত চির-কাল হাঁড়ি ঠেলিতে পারেন না, আর আমারও কিছু বারো বাস হেঁসেলে থাকা চলিবে না! কি বল?”

যোগে।—ইস্, এ যে ডাহা এঁচোড়ে পাকা! বলি এমন পাকা গৃহিণীর বুলি শিখ্‌লে কখন, শিখ্‌লে কা'র কাছে? দেখ, আমি অত-শত বুঝি না—জানি না। আমি চাকুরী করিব, বেতন আনিয়া দিব, আর ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ পাইব; মধ্যে মধ্যে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিব। যদি ঘরের ও বাহিরের সকল ভাবনা আমাকেই ভাবিতে হয়, তবে সংসারী থাকা অপেক্ষা সন্ন্যাসী হওয়া ভাল।

উমা।—যাও না, সন্ন্যাসীই হও না! তামাক সেজে দেবে কে

ঠাকুর! কি বল্লুম, তার উত্তর হলো কি? দেখ, চিরকাল ছেলেমি ভাল দেখায় না!

যোগে।—যা'র সাজে, তা'রই ভাল দেখায়। আমার সাজে, আমার ভাল দেখায়, আমি করিবও! তুমি হিংসে কর কেন?

এমন সময়ে মাতা দুর্গাঠাকুরাণী, সেই কক্ষের দ্বারে আসিয়া "খোকন্‌মণি" বলিয়া ডাকিলেন। খোকাও অমনি "মা যাবো" বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ্বর ডাকিলেন,—"মা, শুন।"

মা ঘরে আসিলেন; উমা তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিয়া খাটের পায়ার আড়ালে গিয়া বসিল। মা বলিলেন,—"কি, বাবা যোগু।"

যোগে।—মা, আমাকে আবার পাটনায় বদলী ক'রে দেবে। আজ কলিকাতা হইতে খবর পাইয়াছি। তবে এখনও গেজেট হয় নাই। ও বল্‌ছিলো যে, তা'র কে বিনোদ দিদি আছে, তা'কে নিয়ে আস্‌তে। তুমি কি বল?

মা।—সে মন্দ পরামর্শ নয়। বিনোদ মেয়ে ভাল, গতর আছে, হিসেবও আছে; আর চোপা নেই। আর বাবা, আমার দ্বারা বেশি দিন চল্‌বে না। আমি এখন খোকাকে নিয়ে থাকৃতে পাল্লে বোত্তে যাই। তবে পরের মেয়ে বিনোদ কি আমার বাড়ি দাসীপণা করিবে? যদি সে নিজে আসিতে চায় ত আনাইও;—এ বুঝি পাগলী বৌয়ের পরামর্শ!

এই বলিয়া মাতা, পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেলেন। যোগেশ্বর হাসিলেন, আর উমার আঁচল ধরিয়া টানিলেন। উমা ঘোম্‌টা খুলিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। স্বামীর কাছে আসিয়া মাদুরের উপর বসিল। যোগেশ্বর, উমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"আমার কি কপাল, এইবার ডাহিনে ও বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য হইবে।"

উমা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—"সে কি রকম"।

যোগে।—কেন, একদিকে তুমি—আমার বিলাতী ধব্‌ধবে চিনির নৈবেদ্য; অন্যদিকে হ'বে বিনোদিনী, কাশীর চিনির নৈবেদ্য। উমা, সাবধান! তোমার বিনু-দিদি পূর্ণযুবতী, সুন্দরী, সুশীলা ও চতুরা। তোমার ফুটো কলসীর তলা চোঁয়াইয়া যদি জল উঠে, তবে কলসী অগাধ জলে ডুবিয়া যাইবে। তোমাকে কেবল দড়িটি হাতে করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, আর কলসীর অভাবে নয়নজলে তোমার বুকের কাপড় ভিজিয়া যাইবে।

যোগেশ্বরের এই ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ কথা শুনিয়া, উমা যেন একবার চমকিয়া উঠিল; শেষে হাসিয়া বলিল,—"আমার কলসী ফুটো নয়। যদি ডোবে ত সে ভাবনা আমার।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী।

বিনোদিনী, উমার দূরসম্পর্কে মামাত-ভগিনী। বিনোদিনী বিধবা;—চিরকালই বিধবা। পাড়ার প্রতিবেশী কেহ কখনই বিনোদিনীকে সধবা দেখে নাই, অথচ বিনোদিনীর বয়স এখনও আঠার বছরের অধিক হয় নাই। বিনোদিনীর পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল; সেই বিবাহের কথা বিনোদিনীর মনে নাই। পরে সে বিধবা হয়,—কবে হয়, কখন হয়, তাহাও সে জানে না। বিনোদ এইমাত্র জানে—সে বিধবা; তাহার মাছ খাইতে নাই, সিন্দূর পরিতে নাই, পাড়দার কাপড় পরিতে নাই, অলঙ্কার পরিতে নাই,—তাহাকে একাদশী করিতে হয়, নিশাকালে ফলমূল আহার করিয়া থাকিতে হয়, অধিকক্ষণ বসিয়া পূজা করিতে হয়, ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে হয়।

তথাপি বিনোদিনী রূপসী। বিনোদের যৌবনসুলভ মুখ আছে, কপোল আছে, ভ্রূ আছে, চোখ্ আছে। বিনোদের ভরা-যৌবনও আছে,—স্থির, ধীর, গম্ভীর, যমুনা-প্রবাহের ন্যায় যৌবন টল্‌টল্ করিতেছে; তাহাতে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গি নাই, বীচিবল্লরী-প্রতিফলিত কোটীন্দু-কিরণ-চ্ছটা নাই। হয় ত বা, যমুনা-প্রবাহের মত সে যৌবন-প্রবাহে মকর-কচ্ছপও আছে। আকাশ যেমন নীল—কেবলই স্বচ্ছ, নির্ম্মল নীল; কিন্তু যত তাকাইয়া দেখ, ততই সে নীলিমা অগাধ, অস্পর্শ, অসীম বলিয়া বোধ হইবে,—

যেন এক কোথাকার প্রভা-বিজড়িত বলিয়া মনে হইবে; বিনো-দিনীর চক্ষের দৃষ্টিও তেমনি স্থির, ধীর, নীল ও গভীর। কিন্তু সে নয়ন-যুগলের প্রতি যত অধিকক্ষণ তাকাইয়া দেখিবে, ততই বুঝিবে, উহা যেন অতলস্পর্শ, অসীম ও অজ্ঞেয়! দর্শক, সে নয়নের অজ্ঞেয়ত্বে এবং অপূর্ব্বত্বে, ডুবিয়া যাইবে—দিশাহারা হইয়া পড়িবে।

লোকের বিশ্বাস, রমণী-লাবণ্য সদাপরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু লাবণ্যময়ী বিনোদিনী কদাপি লাবণ্য-চাপল্য-ব্যাকুলা নহেন—যেন স্থিরা দামিনী-দীপ্তি। আগরার তাজমহল—লাবণ্যের স্থিরবিকাশ; হঠাৎ দেখিলে মনে হয় না যে, উহা প্রাকৃত। কিন্তু চিরকাল আছে,—একই ভাবে, একই রকমে চিরকাল আছে; তাই বলিতে হয়, উহা যেন প্রণয়-স্বপ্ন-ঘোরে মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত। বিনোদিনীকেও হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, উহা যেন কেবল একটা লাবণ্যচ্ছটা। কিন্তু সে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়, গৃহকর্ম্ম করে, কথা শুনে, কথা কহে, তথাপি সেই একই ভাবে থাকে; কাজেই বলিতে হয়, বিনোদিনী কেবল লাবণ্যচ্ছটা নহে, রমণীরূপে লাবণ্যের প্রতিমা। তাজমহলের ক্রোড়ে প্রণয়-শোকের কঙ্কাল লুক্কায়িত আছে, বিনোদিনীর হৃদয়ে হয় ত মনুষ্যত্বের চিতাভস্ম লুক্কায়িত আছে। নহিলে, তাজমহলের রূপের সহিত বিনোদিনীর রূপলাবণ্যের এমন সৌসাদৃশ্য থাকিবে কেন?

দেখিলে বোধ হয়, বিনোদিনীর অধরপ্রান্তে সুখ নাই, ভালবাসা নাই, বাসনা নাই, অনুরাগ নাই। যে সকল লক্ষণ দেখিয়া, সংসারের সুখদুঃখ-বিড়ম্বিত ব্যক্তি, মানুষের পরিচয় পাইয়া থাকে, রমণীর দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া থাকে, বিনোদিনীর দেহে সে সকল কোন লক্ষণই সুস্পষ্ট ছিল না।

যোগেশ্বর পাটনায় বদলী হইলেন, সব্‌জীবাগে বাসা করিলেন।

উমার সহিত বিনোদিনীও তথায় যাইলেন। বিনোদিনী, প্রাতঃকালে রন্ধনশালায় আবদ্ধ থাকেন, বেলা দ্বিপ্রহরে খোকাকে লইয়া খেলা করেন, সন্ধ্যার সময়ে আবার পাককার্য্য সমাধা করেন, আর দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত দুর্গা ঠাকুরাণীর পদসেবা করেন।

উমা কিন্তু কেবল খেলা করে, কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া ব্যর্থ পরিশ্রম করে, পান সাজে, আর স্বামীর সহিত ঝগড়া করে। উমা এখন যেন সোহাগে আট্‌খানা হইয়া বেড়াইতেছে।

উমা! চিরদিন কি এমনই যাইবে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরাণী।

নবদুর্গা ঠাকুরাণী, বিধবা না হইলেও, বৈধব্যব্রতচারিণী ; কারণ তাঁহার স্বামী প্রায় অষ্টাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ। দেশাচার ও শাস্ত্র মানিয়া চলিলে, যোগেশ্বরকে এতদিন পিতার কুশপুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ-কার্য্য সমাধা করিতে হইত। কিন্তু যোগেশ্বরের এখনও আশা ছিল যে, পিতাকে আবার দেখিতে পাইবেন ; বিশেষতঃ মাকে তিনি বিধবার বেশে দেখিতে চাহেন না। মাতা ঠাকুরাণী তথাপি বিধবার ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন ;—একাদশী করিতেন, একসন্ধ্যা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন, আর কেবল জপতপ করিতেন। তবে তিনি সীমন্তের সিন্দূর মুছিতে এবং মণিবন্ধের শাঁখা ও নোয়া খুলিতে এখনও পারেন নাই।

দুর্গাঠাকুরাণীর সকল গুণ ছিল,—কেবল এক দোষ, তিনি বড় কাণপাত্লা ছিলেন। সকলের কথাই শুনিতেন, সকলের কথাই বিশ্বাস করিতেন। কারণ, ঠাকুরাণী কখনও দশ জন আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া ঘর-সংসার করেন নাই। স্বামীর সহিত দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন বটে,—কিন্তু সে বাসই মাত্র। স্বামী কেবল হোম করিতেন, জপ করিতেন, আর বেদান্তদর্শন পাঠ করিতেন ; দুর্গা তখন সেই সকল কেবল হা করিয়া দেখিতেন ও শুনিতেন। দুর্গা ভাবিতেন, তাঁহার স্বামী মানুষ নহেন—দেবতা।

পরে পুত্রের সংসারে গৃহিণী হইয়াও দুর্গা ঠাকুরাণী একলা ছিলেন। তিনি, তাঁহার পুত্র যোগেশ্বর এবং বধূ উমা,—এই তিন জন লইয়াই তাঁহার সংসার। পুত্র যোগেশ্বর সংসারে মাতা ব্যতীত অন্য কাহাকেও পরমাত্মীয় বলিয়া জানিতেন না। উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া মায়ের হস্তে সর্ব্বস্ব দিতে হয়, মায়ের পাক-করা অন্নব্যঞ্জন খাইতে হয়, আর মা যাহা বলিবেন তাহাই শুনিতে হয়;—যোগেশ্বর সংসারের এই তিনটি কর্ত্তব্যই জানিতেন। বধূ উমা আনন্দময়ী, তাহার ননন্দা ছিল না; শাশুড়ীর সকল আদর, সে একাই ভোগ-দখল করিত। সুতরাং দুর্গা ঠাকুরাণী গৃহিণীপনার উৎপাত কখনও সহ্য করেন নাই। তাই তিনি অল্পে তুষ্ট, অল্পে রুষ্ট হইতেন। সামান্য দুইটা স্তুতি-কথা শুনিলেই তিনি পরিতোষ-লাভ করিতেন, কেহ একটু সেবা করিলেই—না বলিতেই তাঁহার ইচ্ছা-মত কার্য্য করিলেই—তিনি গলিয়া যাইতেন,—একেবারেই তাহার বশ হইয়া পড়িতেন।

দুর্গা ঠাকুরাণী আদর করিয়াও গালি দিতেন, ক্রোধপরবশ হইয়াও গালি দিতেন। তবে আদরের সুর একরকম ছিল, ক্রোধের সুর অন্য রকম ছিল। ভাষার পার্থক্য কিছুই ছিল না। যোগেশ্বরের ইচ্ছা-শক্তির বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিলে, ঠাকুরাণী ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। যোগেশ্বরের পত্নী বলিয়া—তাঁহার পুত্রবধূ বলিয়া, উমাও যোগেশ্বরের সমান আদর পাইত। যোগেশ্বরের তৃপ্তি ও তুষ্টির পক্ষে উমাকে যত্নবতী থাকিতে দেখিলে, ঠাকুরাণী, উমার সাত খুন মাফ করিতেন, উমার কোন অপরাধই গ্রাহ্য করিতেন না। ফলে, যোগেশ্বর ও উমা, আমোদ-প্রমোদেই দিন কাটাইত, সংসারের অন্য সকল কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিত না।

এই ত সংসার,—হাসি-খুসির, রং-তামাসার, সোহাগ-বিলাসের,—

এই ত সংসার! বিনোদিনী এমন সংসারে আসিয়া স্থান পাইল। যেমন শ্বেতমর্ম্মর-প্রতিফলিত চন্দ্রকরবিস্তারে তাজমহলের অন্তর্নিহিত কঙ্কাল-স্তূপের কোন অনুভূতিই হয় না, তাজমহলের পাথরচাপা হৃদয়ের উপর কোন সুখেরই বিকাশ হয় না,—যে দেখে, যে দেখিতে জানে, তাহারই কেবল লাভ, তাহারই কেবল সুখ;—তেমনি বিনোদিনী, এত সুখের সংসারে আসিয়া, সুখী হইলেন, কি অসুখী হইলেন—কে জানে? কিন্তু যাহারা দেখার মত দেখিল, তাহারা বুঝিল যে, এই সুখের সংসারের আনন্দচন্দ্রিকাপ্রভায় বিনোদিনীর শান্তশীতল দেহ-কান্তির উপর লালসার চঞ্চলদীপ্তি যেন ফুটিয়া উঠিতেছে; সে রাগশূন্য কপোলে একটু যেন রক্তিম আভা দেখা দিয়াছে, শুষ্ক অধর-ওষ্ঠে এখন যেন সর্ব্বদাই শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তাফলের ন্যায় সজ্জিত থাকে; নয়নের সে স্থির, ধীর, অজ্ঞেয় দৃষ্টির পার্শ্বে যেন নিদাঘ-গগন-প্রান্তের বিদ্যুৎপ্রভা ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে বিনোদিনীর কি? সে গৃহকর্ম্ম করে, আর দুর্গা ঠাকুরাণীর সেবা করে। ভগিনীপতির সহিত কথাও কহে না, দেখাও করে না, তাঁহার কক্ষের ভিতরে কখনও প্রবেশও করে না।

দুর্গা ঠাকুরাণী অল্প দিনের মধ্যেই বিনোদের বড়ই বশ হইয়া পড়িলেন। বিনোদ দরিদ্রের কন্যা, তাই তাহার সকল কার্য্যেই ব্যবস্থা আছে, হিসাব আছে। পূর্ব্বে মাসে মাসে সংসার-খরচের জন্য যত ব্যয় হইত, বিনোদ আসিয়া অবধি তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে। আর বিনোদের সেবারও তুলনা নাই। দুর্গা ঠাকুরাণী বশ হইবেন না? এখন যোগেশ্বরের সংসারে বিনোদ যাহা করে, যাহা বলে, তাহাই হয়, তাহাই ঝি-চাকরে শুনে।

উমা সেই ছেলেমানুষটি এখনও আছে। সে বুঝে—"বিনোদ দিদি যখন মাকে বশ করিয়াছে, তখন আমার আবার ভাবনা কিসের?

আমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব।" বাস্তবিকই সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। উমা কখনও টাকার মূল্য জানিত না; ধনীর কন্যা, সুখে প্রতিপালিত; স্বামী-গৃহে আসিয়াও সে কখনও অর্থাভাব জানিতে পারে নাই। উমা রঙ্-করা কাপড় পরিতে বড় ভালবাসে। বাঁকীপুরে থাকিয়া সে এই সাধ খুব মিটাইত। নিত্য নূতন ধরণের রঙ্গীন কাপড় তাহার জন্য আসিত; উমা নিত্য সে সকল বস্ত্র ব্যবহার করিত এবং নিত্যই জলে কাচিয়া তাহার রঙ্ নষ্ট করিত। উমার খেয়ালের মধ্যে এইটুকুই ছিল।

বিনোদিনী এই খেয়ালের উপর আক্রমণ করিলেন—উমার এই সাধে বাদ সাধিলেন। হঠাৎ একদিন দুর্গা ঠাকুরাণী বলিলেন—"বৌমা, ছেলের মা হইলে, এখনও ছেলেমী ছাড়িলে না? কাপড়গুলা রঙ্ করিতে পয়সা খরচ হয়, বাছা; একবার পরিয়াই কাপড়গুলা জলকাচা করিও না।"

যে উমা নূতন কাপড় ছিঁড়িলে দুর্গা ঠাকুরাণী কেবল হাসিতেন,—হাসিয়া মিষ্ট মিষ্ট গালি দিতেন; যে উমা কাচের গ্লাস ভাঙ্গিলে দুর্গা ঠাকুরাণী আধঘণ্টা বসিয়া মেজের উপর কাচের টুকরা খুঁজিতেন,—পাছে উমার পায়ে ফোটে; যে উমা পাথরের বাটি হাতে করিলে দুর্গা ঠাকুরাণী ছুটিয়া গিয়া কাড়িয়া লইতেন, আর বলিতেন—"ক্ষেপী, এখনই পায়ের উপর বাটী ফেলে দিবি;" যে উমা যোগেশ্বরের সহিত ঝগড়া করিয়া ঠাকুরাণীর কাছে আসিয়া বসিলে, নবদুর্গা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বধূকে চুপি চুপি বলিয়া দিতেন যে - "দ্যাখ উমী এইবার যোগু তোকে গাল্ দিলে, তুই তা'র সোণার চস্‌মার খাপ্ ভেঙ্গে ফেলিস্"; যে উমাকে ঠাকুরাণী কখনও 'বৌমা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন না, - 'বাছা' —বলিয়াও ব্যথিত করিতেন না,—"উমী" "হুমী" "পাগলী" "বোঙা"

প্রভৃতি মিষ্ট ব্যঙ্গবচনে সম্বোধন করিতেন ; সেই উমা, এখন প্রতিদিন একখানা রঙ্‌করা কাপড় পরে, আর জলে কাচে বলিয়া স্নেহময়ী দুর্গা ঠাকুরাণী তাহাকে তিরস্কারের ভাষায় মানা করিলেন। দুর্গা ঠাকুরাণীর এইটুকুই বিশেষত্ব।

পাগ্‌লী উমা কিন্তু অত-শত বুঝিল না ; ঠাকুরাণী তিরস্কার করিলেন, সে চুপ্‌ করিয়া শুনিল—এই পর্য্যন্ত। তবে সে ভাবিল,—"ঠিক কথা! আমি এখন ছেলের মা, আমার আর বাবুয়ানী ভাল দেখায় না, অপব্যয় শোভা পায় না।"

বিনোদ এইভাবে অপব্যয়ের মুখ বন্ধ করিতেছে, বাজে খরচ উঠাইয়া দিতেছে ; অথচ যোগেশ্বরের মনের মত সামগ্রী যোগাইয়া দিতেছে। উমার অজ্ঞাতে, যোগেশ্বরের অজ্ঞাতে, যোগেশ্বরের সেবা করিতেছে। তাই বিনোদিনী, দুর্গা ঠাকুরাণীর এখন নয়ন-অঞ্জন। সে যেমন দেখায়, তিনি তেমনি দেখিয়া থাকেন। তথাপি বিনোদিনীর ডাক-হাঁক নাই, তেজ-গর্ব্ব নাই। সেই পূর্ব্ববৎ এখনও সে সচল, সজীব, সুন্দর প্রস্তর-প্রতিমা।

দুর্গা ঠাকুরাণী এই প্রতিমার আশ্রয়ক্ষেত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

খোকা-বাবু।

খোকা বাবু এখন পাঁচ বৎসরের ছেলে। কাপড় পরে, জামা গায়ে দেয়, জুতা পায়ে দেয়। খোকা বাবু এখন পিতামহীর কাছেই থাকে, আর বিনুমাসীর কাছে উপকথা শুনে। খোকা-বাবুর আব্দার-উপদ্রব অসহ্য; কিন্তু পিতামহী তাহা সহ্য করেন, বিনুমাসীও সহ্য করে। বিনোদিনী কেবল খোকার উপদ্রবই সহ্য করে না, খোকাকে শান্ত করিবারও নানা কলকৌশল প্রয়োগ করিয়া থাকে। খোকা, বিনু-মাসীর নিকট তালপাতার বাঁশী তৈয়ার করিয়া লয়, খেজুরপাতার "ঘুরনী" বাঁধিয়া লয় এবং কাগজের টুপী নৌকা জাহাজ দোয়াত প্রভৃতি খেল্‌নার সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য ফরমাইস্‌ করে। খোকা বিনোদিনীর কাছে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু পিতামহীর নিকট আব্দার করে, মায়ের নিকট উপদ্রব করে; এই কারণে, কি পিতামহী, কি গর্ভধারিণী—উভয়েই খোকাকে বিনোদিনীর নিকট বসিতে দেখিলে সুখী হইতেন।

একদিন অপরাহ্লে খোকা বিনোদিনীর কোলে বসিয়া দুলিতেছিল, আর কত কি বকিতেছিল;—হঠাৎ খোকা বলিল,—"বিনুমাসী, তুমি বাবার সঙ্গে কথা কও না কেন? বাবা বল্‌ছিল, তুমি নাকি বোবা?"

বিনোদ।—কৈ, আমি ত বোবা নই! তোর বাবাই কালা।

খোকা।—কেন, বাবা ত আমার কথা শুনে, মা'র কথা শুনে; তোমার কথা শুনে না কেন?

বিনোদ।—তোর বাবার কাণ বাঁকা, আমার কথা শুন্‌তে পায় না। তোর বাবার যখন সোজা কাণ হ'বে তখন আমার কথা শুন্‌তে পাবে।

খোকা।—আচ্ছা মাসী, তুমি বাবাকে ভাত বেড়ে দাওনা কেন?

বিনোদ।—তোর বাবার জাতি নাই; জানিস্‌নে—সে যে খৃষ্টান!

খোকা।—আমি বাবাকে ব'লে দেব, তুমি বাবাকে কাণবাঁকা কালা ব'লেছ, খৃষ্টান ব'লেছ। বাবা তোমায় ধম্‌কাবে!

বিনোদ।—তোর বাবাকে আমি বড্ড ভয় করি;—সে যে বাঘ, খেয়ে ফেল্‌বে। তুমি কোনও কথা কাহাকেও ব'লো না বাবা!

খোকা মাসীর কথায় কি বুঝিল, কে জানে? তবে সে ধীরে ধীরে উঠিয়া মায়ের ঘরের দিকে গেল। মা-উমা তখনও শয়ন করিয়া আছেন; গৃহকুট্টিমে অঞ্চলের উপর শয়ন করিয়া আছেন। খোকা যাইয়া শায়িত মাতৃদেহের উপর ঘোড়্‌সওয়ার হইল এবং মায়ের মাথার চুল লইয়া লাগাম করিল। মায়ের একটু চেতনা হইল। মা ঘুমঘোরে ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া পার্শ্বে শয়ান রাখিবার চেষ্টা করিলেন;—ছেলে দুষ্ট, শুইবে কেন? খোকা মায়ের স্তনপান করিবার ছলে স্তনমুখে সামান্য দংশন করিল। এইবার মা উঠিয়া বসিলেন; তখন খোকা মায়ের কোলে বসিল এবং দুলিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বলিল,—"মা তুমি অত ঘুমাও কেন? বিনুমাসী তোমায় তাড়িয়ে দেবে।"

মা।—দেয় দেবে, আমি বাবার বাড়ী চলে যাব; তুই মাসীর কাছে থাক্‌বি।—কেমন?

খোকা।—বাবা কা'র কাছে থাক্‌বে?

মা।—সে ভাবনা তোর কেন, তোর মাসী যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'র্‌বে।

খোকা।—দূর্‌, মাসী যে বাবাকে ভয় করে! বাবা যে বাঘ! মাসীর কথা বাবা যে শুন্‌তে পায় না, বাবার কাণ বাঁকা!—কি হবে মা?

মা।—হবে আর কি, বাঁকা কাণ সোজা হবে, ছোট কাণ লম্বা হবে; বাঘ শিকলে বাঁধা থাক্‌বে। তোকে এত কথা কে শিখিয়ে দিলে রে খোকন্‌!

খোকা।—বিনুমাসী ব'ল্‌ছিল। আমার ভয় ক'চ্ছে, আমি বাবার কাছে যাবো।

এই বলিয়া আব্দারে ছেলে আব্দার ধরিল,—"আমি বাবার কাছে যাবো।" সঙ্গীতের গ্রামে গ্রামে রোদনের আদুরে সুর উঠিতে লাগিল। পিতামহীর কর্ণে সে রব পঁহুছিল। তিনি তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া স্পষ্ট খোকার রোদন শব্দ শুনিতে পাইলেন,—ভাবিলেন উমা বুঝি খোকাকে মারিয়াছে, তাই পুত্রবধূকে বাছা বাছা ভাষায় গালি দিতে দিতে, বধূর পিতার ভোজন-বিশেষের সদ্‌ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে করিতে তিনি খোকার নিকটে আসিলেন। তাহাকে সাগ্রহে কোলে করিলেন, চাঁদমুখের শত চুম্বন লইলেন। কিন্তু খোকার রোদন তথাপি থামিল না;—সেই একই রব "বাবার কাছে যাবো।" পিতা যোগেশ্বর তখন কাছারীতে হাকিমী করিতেছিলেন; সরকারী কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, চাকুরীর কর্ত্তব্য সাধন করিতেছিলেন। দুর্গা ঠাকুরাণী অত ভাবিলেন না। গাড়ী আনাইয়া, চাকর সঙ্গে দিয়া, খোকাকে কাছারী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

খোকা তখন চোখের জল মুছিয়া, মুখের মিষ্ট হাসি ছড়াইয়া একে-

বারে বিনুমাসীর কাছে আসিল; নিজের যথাযোগ্য সাজসজ্জা করিল এবং যাইবার সময়ে বলিল—

"মাসী, বাবাকে দেখ্‌তে যাচ্চি। বাবার কাণ্‌ বাঁকা কিনা, দেখ্‌ব, বাবার চেহারা বাঘের মতন কিনা, দেখ্‌ব। আর তোমার কথা যদি মিথ্যে হয় ত তোমায় মার্‌ব।

বিনোদিনী।—কাছারীতে গেলেই তোর বাবার কাণ লম্বা হয়, তাই তোর বাবা তখন বাঘের ছাল প'রে ব'সে থাকে।"

খোকা বুঝিল না, কাছারী চলিয়া গেল। বিনোদিনী এইবার একটু হাসিলেন। বিনোদিনী খোকা ছাড়া আর কাহারও কাছে এত কথা কহেন না। ভগিনীপতির উদ্দেশ্যে এমন ঠাট্টা-বিদ্রূপও বিনোদিনী অন্য কাহারও সাক্ষাতে করেন না। খোকা তাঁহার পরামর্শদাতা, খোকাই তাঁহার কথোপকথনের সঙ্গী। তাই খোকা সঙ্গগুণে অনেক কথা শিখিয়াছিল।

খোকাকে কাছারী পাঠাইয়া দুর্গা ঠাকুরাণী ঘন ঘন দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন; উমা কিন্তু অবশ-অলস ভাবে দক্ষিণ জানুর উপর দক্ষিণ বাহু রাখিয়া, বামকরে দক্ষিণকর ধরিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বিনোদিনী এই অবসরে পাকশালায় প্রবেশ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যোগেশ্বর।

কতকক্ষণ পরে যোগেশ্বর বাটী আসিলেন। কোলে ছেলে, চাপ্‌কানের পার্শ্বের বোতাম খোলা, পাকান চাদরের একদিক্ ধূলায় লুটাইতেছে, দক্ষিণকরের তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ মসীরঞ্জিত, মাথার পাগড়ী খোকার মাথায় শোভা পাইতেছে, আর খোকা পিতার দাড়ির উপর হাত বুলাইতেছে—এই ভাবে পিতাপুত্রে গৃহ-প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যোগেশ্বর বিশ্রাম করিয়া, মায়ের কাছে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন; পরে উমার কক্ষে যাইলেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই যাহা দেখিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। উমা সেই একভাবেই বসিয়া আছে,—সেই আলুলায়িত কেশ, সেই স্রস্ত বস্ত্রাঞ্চল, সেই সম্মুখে স্থির দৃষ্টি, সেই রাগরঞ্জিত বদনমণ্ডল—সেই একই ভাব!—খোকাকে কাছারী পাঠাইবার সময়ে যে ভাব,—এখনও সেই ভাব। যোগেশ্বর ভঙ্গী দেখিয়া একটু হাসিলেন, একটি পান ছুড়িয়া উমার গণ্ডে আঘাত করিলেন। উমার তখন জ্ঞান হইল। সে তাড়াতাড়ি মাথায় অঞ্চল টানিয়া দিয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে ভাল করিয়া বসিল। এইবার যোগেশ্বর বলিলেন,—"ব্যাপার কি, আজ হুজুর কি সমাধিতে ব'সেছিলেন?"

উমা মাথার কাপড় আরও একটু টানিয়া বলিল,—"কতকটা

সমাধির চেষ্টাই হ'চ্ছিল। তবে দৈত্যদানবের উপদ্রবে তপস্যার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সমাধি হওয়াও কঠিন।"

যোগেশ্বর হাসিয়া বলিলেন,—"অহল্যার উদ্ধার না হ'লে, আর কিছু হ'চ্ছে না।"

উমা এইবার মাথার কাপড় কতকটা নামাইয়া স্বামীর কাছ, ঘেঁসিয়া বসিল এবং স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া উত্তর করিল, "দেখ, ঠাট্টা নয়। আমি জানতুম্ বিনুদিদি রসিকতা জানে না, গালাগালি দিতে জানে না। বাবা, ওকে 'পাষাণ-প্রতিমা' ব'লে ডাক্‌তেন। আমরাও তাই জান্‌তুম্। এখন দেখ্‌ছি, দিদি আমার সব জানে। কি হবে?"

যোগেশ্বর।—হবে আর কি, তোমার ফুটা কলসীতে জল চোয়াইয়া উঠিবে। তোমাকে দড়ি সার করিতে হইবে। কাণ্ডটা কি বল দেখি?

উমা।—খোকা বিনুদিদির কাছে থেকে অনেক কথা শিখেছে; সে দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসী, তুমি অমুক্‌কে দেখনা কেন, অমুকের কাছে যাওনা কেন, অমুককে ভাত দেওনা কেন?"—গুণের মাসী রসাল উত্তর দিয়েছিলেন, তাই ছেলে আব্দার ধ'রে কাছারী গিয়েছিল।

যোগে।—তাতে তোমার কি? তোমার গোলাম সর্ব্বদাই হাজির থাকে। তুমি বাজে কথা শুন কেন? হিংসে হ'য়েছে না কি?

উমা।—হিংসে কেন হ'বে; তবে দিদির জন্তে ভাবনা, সে যে একেবারে কোরা যুবতী। পুরুষ মানুষ, তুমি এসব বুঝ্‌বে কি? পুরুষ মানুষ বুঝেই বা কি?

যোগে।—কিছু না, কিছু না;—পুরুষ কিছুই বুঝে না; তবে হুজুর যা বুঝিয়ে রেখেছেন, আমি তাই সার বুঝে আছি। স্বামীর দলে বুদ্ধি-

মানের সংখ্যা অধিক হইলে, রাঙ্গাচরণের বাজারদর বড়ই নরম থাকিত।

উমা।—কি জান, যাহারা গোলামী করে, তাহারা গালাগালি বড়ই ভালবাসে; নিত্যনূতন গালাগালি শুনিতে তাহারা ইচ্ছা করে। আর গোলামে চিরদিন কখনই এক মনীবের সেবা করিতে চাহে না—পারেও না। নূতন পাইলে, পুরাতনকে নিশ্চয় দূরে ফেলে। বিন্নুদিদি গালাগালি করিতে জানে, মনীবী করিতেও অবশ্য জানে। আমার এখন ভাবনা বিন্নুদিদির জন্যে। সে যদি সামলাইতে না পারে, সে যদি লোভে পড়ে, তবে তা'রই সর্ব্বনাশ!

যোগে।—ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

উমা।—যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে। দেখ, আমি মেয়ে-মানুষ,—তোমার স্ত্রী। আমি তোমাকেও খুব চিনি, স্ত্রী-প্রকৃতিও খুব বুঝি। বিন্নুদিদি তোমার সম্মুখে বাহির হয় না কেন? বিন্নুদিদি তোমার সঙ্গে কথা কয় না কেন? বিন্নুদিদি লুকাইয়া লুকাইয়া তোমার এত সেবা করে কেন? বিন্নুদিদি নিজের মূল্য বাড়াইতেছে। বিন্নুদিদি তোমার কুতূহলীর মূলে আশার জল সেচন করিতেছে। বিন্নুদিদি নিজের পোড়া কপাল নিজেই পোড়াইবে। আমি শাশুড়ীর আদরে কেবল ছেলেমী করি বটে, কিন্তু আমি এখন যুবতী। আমি ছেলের মা, আমি ঘরের গৃহিণী। আমি এ সব চাতুরী বেশ বুঝিতে পারি।

যোগে।—একটী তিল ভাদ্রমাসের তাল হইবার উপক্রম করিতেছে ভাবিয়া, বুঝি নিজের পিঠ সাম্‌লাইতেছ? কিন্তু তোমায় বলিয়া রাখি,—যদিও এ তিল তাল হয় ত উহা আষাঢ়ে তাল হইবে, গোড়ায় পোকা ধরিয়া সে তাল অচিরাৎ পঙ্কে পড়িয়া যাইবে।

উমা।—পুরুষ বলিয়াই এমন ভাবে উত্তর করিলে, কিন্তু আমিও

তোমাকে বলিয়া রাখি যে, আমার ভাবনা পিঠের জন্য নহে—আমার ভাবনা আমারও জন্য নহে। তুমি আমার দেবতা, তোমার যাহাতে তুষ্টি, যাহাতে তৃপ্তি, তাহাই ভাল; সে সমাচারও আমায় রাখিতে নাই। তবে আমার ভাবনা তালটিরও জন্য, আমার ভাবনা—আমার পুণ্যময় সংসারেরও জন্য। বিন্নুদিদি মজিলে সে একেবারে অধঃপাতে যাইবে, আমার পবিত্র সংসারে এমন ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে আমার স্বামী-পুত্রের অমঙ্গল ঘটিতে পারে।

যতক্ষণ উমা কথা কহিল, ততক্ষণ যোগেশ্বর বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কোন উত্তর করিলেন না, কোন কথা কহিলেন না।

উমা কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। যোগেশ্বর গুড়্‌গুড়ির মুখনলটি মুখে দিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়াছিলেন; উমার চুড়ীর শব্দ শুনিয়া, উমার পদের চুটকির ঝঙ্কার শুনিয়াই যোগেশ্বর একটু চমকিয়া উঠিলেন—একটু যেন ভয় পাইলেন; কিন্তু তখনও কিছু বুঝিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুই ভগিনী।

“উর্মী, তুই শেষে পাগল হ'লি! আমি যে তোর বড় বোন্—বিধবা, আমাকে ও সব কথা ব'ল্‌তে নেই।” এই বলিয়া বিনোদ উমার গাল টিপিল।

উমা।—সত্যি দিদি, আমি ক্ষেপেছি। তুমি কিন্তু ভাই, তোমার ভগিনীপতির সহিত কথা কহিবে, তাহার সম্মুখে বাহির হইবে। আমি আর পরিবেষণ ক'র্‌বো না।

বিনোদ।—আমার বড় লজ্জা করে, ভয় করে।

উমা।—লজ্জা কি লো, ভয় কিসের লো? বোনাইয়ের সঙ্গে কথা কহিবেন, তার আবার লজ্জা! সাধে বলি, কপাল পুড়েছে।

বিনোদ।—তুমি মরো। বোনাই হ'লেও পুরুষ ত বটে। আর আমি চিরবিধবা, পুরুষমানুষকে চিনি না, বুঝি না। আমি চক্রবর্ত্তীর সম্মুখে বেরুবো না।

উমা।—তোমার মরণই ভাল। বড় শ্যালী বোনাইয়ের সঙ্গে কথা ক'বে না,—বিশ্ববাঙ্গালায় কে কবে এমন নূতন কথা শুনেছে? পাপ না থাক্‌লে ভয় হয় না, দিদি! সাধ না থাক্‌লে লজ্জা হয় না, বোন্! আমার কাছে মিথ্যা বলিস্ নে, বয়সে ছোট বটে, কিন্তু আমি ঢের বুঝি।

বিনোদ।—আমি পার্‌বো না। আমার এ যে সব নূতন! যে পল্লী-

গিরিতে ভাল মন্দ করে, নাই, 'সে শ্যালী সাজিতে পারে না। স্বামী কি পদার্থ, আমি তা' জানিনে। আমায় আর মজাস্‌নি ভাই।

উমা।—কেন, যা'র শ্যালীর বিবাহ হয় নাই, সে কুমারী শ্যালী লইয়া আমোদ করে কেমন ক'রে?

বিনোদ।—কুমারীর আশার জীবন,—আমার কি আছে? আমি বর্ত্তমান লইয়া সুখী। এমন সামগ্রী আমাকে দিও না—যাহা হইতে ভবিষ্যৎ সুখের আশা করিতে পারি। আমি বেশ আছি।

উমা।—পোড়া কপাল আর কি; তোমার মুখে আগুন! রাজাদের হাতী ঘোড়া থাকে বলিয়া লোকে কি হাতী-ঘোড়া দেখিয়া আমোদ করিবে না?

বিনোদ।—তেমন আমোদ ছেলেরা করে,—বুড়োর পারে না।

উমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; আর তাহার বড় বড় চোখের কোলে দুই ফোঁটা জল আসিয়া দাঁড়াইল। উমা তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে চলিয়া গেল। বিনোদ একটু হাসিল।

বিনোদ বাঁকা হাসি হাসিয়া মনে মনে একটা মতলব আঁটিল। সেই দিন রাত্রে সে যোগেশ্বরকে নিজে পরিবেষণ করিয়া আহার্য্য সামগ্রী যোগাইয়া দিল। যোগেশ্বরও ল্যাম্পের আলোতে বিনোদিনীকে দেখিয়া লইল। একটু রহস্য করিবার ইচ্ছায় উমার দিকে তাকাইয়া বলিল,—"ইস্‌, আজ যে ডুমুরের ফুল ফুটেছে!"

উমা।—সাপের পাঁচ পা বাহির হইলেই, ডুমুরের ফুল দেখা দেয়!

যোগে।—পঞ্চম পদটি দেখিল কে?—তুমি, না তোমার বোন্‌?

উমা।—আর চারিটার খবর দিলে, দর্শকের নাম করিব।

সে রাত্রে বেশ আমোদ-প্রমোদেই যোগেশ্বরের আহার-কার্য্যটি সমাধা হইল। কিন্তু যোগেশ্বর বিনোদকে যত দেখে, ততই আরও

দেখিতে চায়। সে শুভ্র, স্বচ্ছ, সজীব রূপ যত দেখে, ততই আরও দেখিতে চায়। এতদিন দেখিতে পায় নাই বলিয়া,—এখনও ইচ্ছামত দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, যোগেশ্বর বার বার দেখিতে চাহিল। চুরি করিয়া দেখিতে হয় বলিয়া, ভয়ে ভয়ে দেখিতে হয় বলিয়া, যোগেশ্বর বিনোদিনীকে কেবলই দেখিতে চাহিল।

যাহা পাওয়া যায় না,তাহাই সুন্দর,যাহা নিজের নহে, তাহাও সুন্দর। যোগেশ্বর বিনোদিনীকে দেখিতে পায় না বলিয়াই, সুন্দর দেখিয়াছিল; বিনোদিনী তাহার নহে বুঝিয়াই, যখন দেখিত, তখনই তাহাকে সুন্দর দেখিত। যোগেশ্বরের পার্শ্বে যে রমণীরত্ন বসিয়া থাকিতেন, তিনি ত সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি—সৌন্দর্য্যের প্রতিমা। কিন্তু তিনি যে যোগেশ্বরের নিজস্ব, তিনি যে যোগেশ্বরের অনায়াস-লব্ধ! কাজেই যোগেশ্বরের দৃষ্টিতে তিনি, এখন আর তেমন সুন্দরী নহেন। সুন্দরী কেবল বিনোদিনী।

যোগেশ্বরের ভালবাসায় একনিষ্ঠা ছিল না, তাই যোগেশ্বর নিজের সামগ্রীর আদর করিতে জানিত না। উমা কখনও দর-দস্তুর করে নাই,উমা বিনামূল্যে বিকাইয়াছিল। তাই উমা, রূপের ভাণ্ডার হইয়াও, দিবা দ্বি-প্রহরেই যৌবনের ভরা-হাটের মধ্যে দোকান বন্ধ করিতে বাধ্য হইল।

উমা আবার নিজের হাতে বিনোদিনীর দোকান খুলিয়া দিল, নিজে ডাকিয়া আনিয়া খরিদ্দার জুটাইয়া দিল। উমা ভাগ্য-দোষে উল্টা বুঝিয়াছিল। উমা জানিত না, বিনোদিনী মনোহারীর দোকান বসাইবে। উমা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার স্বামী মোহমদিরা পান করিবার জন্য এখন কাচপাত্র চাহেন। কাঁচা সোণার অমৃতপাত্রে তাঁহার আর মন উঠে না।

কখন কোন্ দেবতার কিসে পূজা করিতে হয়,উমা তাহা শিখে নাই!

দশম পরিচ্ছেদ।

স্থতিকাগারে।

উমাকে আবার স্থতিকাগার অধিকার করিতে হইয়াছিল। মুঙ্গেরেই উমার একটি কন্যা-সন্তান হইয়াছিল; স্থতিকাগারেই তাহাকে ফেলিয়া দিতে হয়। এবার আবার উমার প্রসববেদনা উপস্থিত। দুর্গা ঠাকুরাণী এখন খোকাকে ভুলিয়াছেন, সংসার ছাড়িয়াছেন, বিনোদিনীর অপূর্ব্ব সেবা ভুলিয়াছেন; জপতপে তাঁহার তেমন মন নাই, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উমাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। ভগবানের কৃপায় উমা একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। দুর্গা ঠাকুরাণী গালপোরা হাসি হাসিলেন,—হাসিতে হাসিতে তিনি একটু কাঁদিলেন,—সেই যে আঁতুড়ে মেয়েটা মরিয়াছিল, তাহার জন্য কাঁদিলেন,—আর, পাছে, তেমনই অবস্থায় নবকুমারকে পড়িতে হয়, এই ভাবনায় ভীত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া কাঁদিলেন। উনকোটি চোষট্টি দেবতার আরাধনা করিলেন। উমার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিয়া, তাহাকে ভাল বিছানায় শোয়াইলেন। বাহির হইতে বড় খোকা শাঁক বাজাইল। পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই আসিয়া নবজাতকে দেখিয়া গেল।

দুর্গা ঠাকুরাণী এখন উমার সকল দুষ্টামী ভুলিলেন, নিশিদিন স্থতিকাগারে থাকিয়া উমার সেবা করিতে লাগিলেন। প্রস্থতির সহিত তিনিও স্থতিকাগারের যাতনা সহ্য করিতে লাগিলেন। দুর্গা ঠাকুরাণী দশ হাতে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার 'যোগুর' পুত্র, তাঁহার

উমার ছেলে—ঠাকুরাণীর আর কিছু ভাবিবার কি অবসর আছে! তবে মধ্যে মধ্যে নিরুদ্দেশ-স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনে বলিতেন—"সন্ন্যাসী হ'য়েছেন—ছাই হ'য়েছেন! গৃহস্থ হ'য়ে যে পৌত্রমুখ দেখ্‌লে না, এমন সোণার প্রতিমা পুত্রবধূ দেখ্‌লে না, এমন দেশমান্য ছেলের রোজ্‌গার খেলে না—তার আবার সন্ন্যাসী হওয়া! পোড়া কপাল্!"

উমা পুত্রবতী হইয়া হৃদয়ে আরও একটু জোর পাইল। তাহার দুইটি ছেলে, এইবার স্বামীর উপর তাহার প্রবল অধিকার হইবার কথা। হিন্দুকুললক্ষ্মী আশায় জীবন যাপন করেন, আশাপথ চাহিয়া চিরদিন থাকিতে পারেন। উমার ত কোলে ছেলে, উমা সুখে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না? খুব পারিবে। আর স্বামি-সুখ?—সে ত দুইদিনের বিলাস-সুখ! সে সুখ উমা চূড়ান্ত উপভোগ করিয়াছে। এখন স্বামীর যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, যেমন ভাবে সুখে থাকেন, তেমনি ভাবেই সুখে থাকুন। উমা তাহাতেই সুখী থাকিবে। উমা যে যুগল কুমারের মা! এই দুইটি সোণার শৃঙ্খলে সে স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিবে, স্বামীর উপর প্রবল অধিকার বিস্তার করিয়া থাকিবে; ইহাই উমার আশা ও ভরসা। আপাতত যে যতই স্বামীর উপর জাল বিস্তার করুক না, যোগেশ্বর চিরকালই উমার হইয়া থাকিবেন। পরে ছেলে দুইটি মানুষ হইলে, তখন উমা স্বামীকে যথেষ্ট শাসনে রাখিতে পারিবে।

উমা সূতিকাগারে বসিয়া এই সকল মতলব আঁটিল। মন স্থির করিল, চিত্ত শান্ত করিল;—আর নবকুমার কোলে করিয়া গণেশ-জননীর ন্যায় এলোচুলে বসিয়া রহিল। এমন সময় স্বামী যোগেশ্বর সূতিকাগারের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বড় খোকা বাপের হাত ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া নূতন ভাইটিকে "কু" দিতে লাগিল; কিন্তু সে এখনই পিতার নিকট স্বর্ণালঙ্কার পাইল দেখিয়া একটু যেন দুঃখিত হইল।

সে এখন কথা কহিতে পারে না—তাহার আবার গহনা কেন? ইত্যবসরে যোগেশ্বর শারদশুক্লতটিনীবৎ পত্নীর পাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া পূর্ব্বানুরাগে আত্মহারা হইলেন। থাকিতে না পারিয়া সোহাগভরে অন্যের অগোচরে উমাকে মুখ ভেঙাইলেন।

উমার বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই পূর্ব্বেকার সাধ-সোহাগ, আদর-আব্দার, দুষ্টামী-হুড়াহুড়ি, মান-অভিমান, ঝগড়া-কলহ—সব মনে পড়িল। আর পতিপ্রেম, পতি-সোহাগ, পতিভক্তির ত্রিধারা, বন্যাপ্রবাহের মত উমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দিল। উমার চক্ষে জল আসিল। তাহার সকল প্রতিজ্ঞা, সকল মতলব, তৃণখণ্ডের ন্যায় এ বিষম বন্যার মুখে ভাসিয়া গেল। বর্ষার জলে কত দেশের কত কি ভাসিয়া আসে, কত বড় বড় পাহাড়ের সাপ ভাসিয়া আসে। উমার এ ভাবের বন্যায় একটি বড় সাপ ভাসিয়া আসিয়া তাহার বুদ্ধিকে জড়াইয়া ধরিল। সেটি বিদ্বেষ। উমা বিদ্বেষের বিষে ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। উমা দশদিক অন্ধকারময় দেখিল। উমা কাঁপিতে লাগিল।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উল্টা বুঝিলেন; তিনি ভাবিলেন, উমা অনেকক্ষণ বসিয়া আছে, ব্যথা পাইতেছে। তাই গালি দিয়া বলিলেন "পোড়াকপালী, শোওনা; অতক্ষণ ব'সে থাক্‌লে কন্‌কন্ ক'র্‌বেই ত! জ্যাঠা হ'য়েছেন, গিন্নি হ'য়েছেন, ছেলে কোলে ক'রে ব'সে আছেন; ব'ল্লে কথা শুনবেন না। শোও, পোড়ারমুখী!"

উমা বিষাদের হাসি হাসিয়া শয়ন করিল। চক্ষের জল মুছিয়া পুত্রকে স্তন্য পান করাইবার চেষ্টা করিল।

কিসের ভয়, কিসের ভাবনা, উমা? তোমারই যে সব!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সূচনা।

এখন যোগেশ্বরের সংসারে বিনোদিনী সর্ব্বে-সর্ব্বা। বিনোদিনী বড়-খোকার সেবা করে, দুই বেলা পাক করে, দুর্গা ঠাকুরাণীর আহারের যোগাড় করিয়া দেয়,আর অন্যের অজ্ঞাতে যোগেশ্বরের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করে। যোগেশ্বরকে সে-ই ভাত দেয়, সে-ই জলখাবার দেয়, সে-ই পান দেয়, সে-ই কাছারীর পোষাক যোগাইয়া দেয়,—আর যখন কেহ কোন খানে না থাকে,তখন এদিক ওদিক দেখিয়া,যোগেশ্বরকে দেখাইয়া একটু মুচ্‌কি-হাসি হাসিয়া যায়। যোগেশ্বর সে হাসির মর্ম্ম বুঝিয়াও বুঝেন না,—কেবল বিনোদিনীর সেই স্থির নীলচক্ষের ধীর জ্যোতীরেখা দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকেন।

একদিন সন্ধ্যার পর যোগেশ্বর নিজ কক্ষে বসিয়া আহার করিতে-ছেন, সম্মুখে বিনোদিনী দাঁড়াইয়া আছে। কক্ষে আর কেহ নাই। বিনোদিনী দাঁড়াইয়াই আছে, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় পূর্ণ যৌবনের রূপের শিখা জ্বালাইয়া দাঁড়াইয়াই আছে। পার্শ্বের বাতির আলো তাহার বামগণ্ডে পড়িয়াছে, আর গণ্ডপ্রতিফলিত একটি জ্যোতীরেখা যোগেশ্বরের চোখের উপর জ্বলিতেছে। যোগেশ্বর নির্নিমেষ নেত্রে তাহাই দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ দুইজনই দুইজনকে দেখিল, দুইজনই দুইজনের রূপের প্রভাব বুঝিল। দুইজনই কতকটা আত্মহারা হইল।

অনেকক্ষণ দেখিয়া, অনেকক্ষণ নয়নপথে বিনোদিনীর রূপহলাহল পান করিয়া, যোগেশ্বর বলিয়া উঠিলেন,—"বিনোদ, তুমি কি সুন্দর!"

বিনোদ।—ছিঃ! ও কথা বলিতে নাই।

যোগে।—কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে জানিলে পুরুষ পাগল হয়।—বিনোদ, তুমি কি সুন্দর!

বিনোদ।—আমি কখনও আর্শীতে মুখ দেখি নাই, আমাকে কখনও কোন সুন্দর পুরুষ চাটুবচনে তুষ্ট করে নাই। তুমি ভগিনীপতি হইয়া খোসামোদ কর কেন?

যোগে।—খোসামোদ নয়, সত্যি কথা। তুমি সুন্দর,—সুন্দর,—অতি সুন্দর!

বিনোদ।—ছিঃ! ও কথা বলিতে নাই।

বিনোদ, যোগেশ্বরকে এই বলিয়া তিরস্কার করিল বটে; কিন্তু তাহার তুহিন-ধবল মুখমণ্ডল প্রাতঃসূর্য্যানুরঞ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মতন লোহিত-রাগমণ্ডিত হইল। যোগেশ্বর সে রূপও দেখিলেন;—এমন দেখা তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। যোগেশ্বর অন্নত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিনোদিনীর কাছে গিয়াই দাঁড়াইলেন। পোড়ার-মুখী সরিয়া গেল না। যোগেশ্বর সোচ্ছিষ্টমুখে পরিপক্কযৌবনা, অনপচিত-লাবণ্যা শ্যালিকার গণ্ডে একটি চুম্বন করিলেন।—চুম্বন করিয়াই তাঁহার জ্ঞান হইল, তিনি ভয়বিহ্বলভাবে কক্ষ হইতে বাহিরে গেলেন। আর দুষ্টা বিনোদিনী, ধীরে ধীরে ভোজনের পাত্রটি উঠাইয়া বাহির করিল, উচ্ছিষ্টস্থান মুক্ত করিল। নিঃশব্দে নিজকক্ষে চলিয়া গেল।

কাঁচা চোর, চুরী করিয়া ধরা পড়িবার পূর্ব্বে মনের সহিত লুকাচুরী খেলিয়া থাকে; পাপ যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজের চিরকাল-সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাবকে চাপিয়া রাখিতে চাহে। যোগেশ্বর কাঁচা চোর,

পরশমণি আমার হৃদয়ে থাকিবে না ত উমার হৃদয়ে থাকিবে?—উমার ঢের হইয়াছে। সে যে দুইটি ছেলে পাইয়াছে, এই যথেষ্ট। এখন আমার পথের কণ্টক সে যেন না হয়। আমি আছি ত শীতল পর্ব্বত, কিন্তু যখন হৃদ্‌গত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইবে, তখন উমার ন্যায় তৃণখণ্ড পুড়িয়া মরিবে। উমার রূপে পুরুষ ভুলে না। উমা শীমূল ফুল, রস নাই, গন্ধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই;—উমা কি পুরুষ পাগল করিতে পারে? উমা সাবধান! আমার ছোট ভগিনী বলিয়া তোমায় এতদিন রাখিয়াছি। আর না—এক চুম্বনে আমার চিরদিনের বালির বাঁধ ভাসিয়া গিয়াছে। *প্রেমের সহস্র ধারা প্রাবৃট্‌প্লাবিত নদীর ন্যায় অতি বেগে ছুটিয়াছে;—আমি আর পারি না!"*

উন্মাদিনী এই ভাবে অনেক কথা বলিল। হাসিল—কাঁদিল— বকিল।

আর সোণার প্রতিমা উমা, সূতিকাগারে শয়ান থাকিয়া দুঃখের পূর্ব্বাভাসে ভীত ও ব্যথিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, সন্দেহের ও বিদ্বেষের প্রথম জ্বালায় জ্ঞানশূন্য হইল।

যে সংসারে সুখ ছিল, হাসি ছিল, সেই সংসারে দুঃখের সূচনা হইল; যে সংসারে সব খোলা-খুলি ছিল, সেই সংসারে পাপের অবগুণ্ঠন আসিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অধঃপতন।

বেশ রাত্রি হইয়াছে। আকাশে ঘন মেঘ, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘগর্জ্জন হইতেছে, টিপিটিপি বৃষ্টিও পড়িতেছে। ফুর্‌ফুর্ করিয়া একটু পূবে হাওয়া বহিতেছে, বেশ একটু শীত বোধ হইয়াছে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে।

যোগেশ্বরের বাসাবাটীর তিনটি মহল ছিল। বাহিরের মহলে চাকর-চাকরাণী বসিয়াছিল। ভিতরের মহলের একটা কক্ষে বড় খোকা নিদ্রিত ছিল, খাটের পার্শ্বে একজন হিন্দুস্থানী দাই (ঝী) মেজের উপর কম্বল পাতিয়া অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় শুইয়াছিল! রান্নাবাড়ীর পিছনদিকে সূতিকাগার; তথায় উমা, ধাত্রীর পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল। ধাত্রী উমার দেহে তাপ দিতেছিল। সূতিকাগারের কবাট বন্ধ, জানালা বন্ধ। রান্নাবাড়ির দরজা বন্ধ।

বিনোদিনী পাকশালার কার্য্য শেষ করিয়া যোগেশ্বরের খাবার তাহার শয়নকক্ষে রাখিয়াছে, এবং কক্ষের দরজার কোলে ধরাতলে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া আছে। বাটীর সব নিস্তব্ধ। যোগেশ্বর এখনও বাটীতে আসেন নাই; তাঁহার অপেক্ষায় বিনোদ এমনভাবে শুইয়াছিল। বাটীর আর সকলে ঘুমাইয়া ছিল।

রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে ধীরে

ধীরে যোগেশ্বর বাটীর ভিতরে আসিলেন। সোজা নিজের কক্ষের দিকে যাইলেন। পূর্ব্বে যোগেশ্বর যতবার বাড়ীর ভিতর আসিতেন, ততবার 'মা' বলিয়া সাড়া দিতেন, মায়ের সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়া তবে শয়নকক্ষে যাইতেন। আজ কয়েকদিন হইতে তিনি আর মাকে ডাকেন না, বাড়ী শুদ্ধ লোককে জাগাইয়া তুলেন না। চুপিচুপি ঘরে আসিয়া বসেন। তাই এখন যোগেশ্বর অতি সাবধানে শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দাঁড়াও যোগেশ্বর—দাঁড়াও! আর যাইও না,—ও কক্ষে আর প্রবেশ করিও না। *ঐ দেখ বিদ্যুৎ চমকাইয়া তোমাকে অন্যপথ দেখাইয়া দিতেছে; ঐ শুন দেবতা গর্জ্জন করিয়া তোমাকে তোমার জননীর নিকট যাইতে বলিতেছেন।—যাইও না যোগেশ্বর, ও ঘরে যাইও না!*

ভীষণ বিদ্যুতের আলো দেখিয়া যোগেশ্বর চমকিত ভাবে প্রাঙ্গণমধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ যে বিষম আলোর খেলা দেখা গেল!—ঐ সূতিকাগার; ঐখানে উমা যোগেশ্বরের ঔরসজাত পুত্রকে কোলে করিয়া নিদ্রিতা আছেন;—ঐ বাহিরের কক্ষ, ঐখানে বড় খোকা স্বপ্নঘোরে বাপের সহিত খেলা করিতেছে, আর হাসিতেছে;—ঐ পূজার প্রকোষ্ঠ, ঐখানে মাতা নবদুর্গা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, আর ক্ষণে ক্ষণে পুত্র যোগেশ্বরের মঙ্গলকামনা করিতেছেন, উমার সংসার-সুখের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন;—আর ঐ—ঐ যে শার্সি-আঁটা, কার্পেট-পাতা প্রকোষ্ঠ,—ঐ কক্ষ যোগেশ্বরের শয়ন-প্রকোষ্ঠ; ঐখানে উমার কত খেলনার সামগ্রী আছে—ঐ কক্ষের প্রাচীরে উমা কার্পেটে বুনিয়া বিড়াল-কুকুরের ছবি লট্‌কাইয়া রাখিয়াছে, ঐখানেই উমার ইহকালের সকল সুখের সর্ব্বস্ব সঞ্চিত আছে।—আর এখন সেইখানে সুখের কল্পনাঘোরে শুইয়া আছে—বিনোদিনী। যোগেশ্বর সব দেখিল,—চপলা

যেন বিকট হাসি হাসিয়া, সেই হাঁসির আলোতে তাহাকে সব দেখাইল। যোগেশ্বর তবুও শয়নকক্ষের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ঐ শুন যোগেশ্বর—ঐ উর্দ্ধে অনন্ত আকাশে, দেবতার গর্জ্জন শুন! মরুদ্ব্যোমকে কাঁপাইয়া, ধরিত্রীকে বিচলিত করিয়া ঐ যে ভয়ানক শব্দ হইল—শুন, শুন যোগেশ্বর, সে মহান্ শব্দ শুন! একবার শুনিয়া উহার মর্ম্মন্তুদ ভাষা বুঝিয়া লও, একবার শুনিয়া উহার অতলস্পর্শ ভাব বুঝিয়া লও, একবার শুনিয়া উহার দিগন্তপ্রসারিণী ভীষণ করুণা বুঝিয়া লও! —যোগেশ্বর শুন! যোগেশ্বর ভয় পাইল;—ভয়ে দৌড়িয়া গিয়া নিজ-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল!

দ্বারের উপরেই দেখে, বিনোদিনী শয়ন করিয়া আছে। যোগেশ্বর স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিনোদকে কেমন করিয়া জাগাইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার দেহে সিক্তবস্ত্র, অধিকক্ষণ তেমন ভাবে দাঁড়াইতেও পারে না। হঠাৎ স্কন্ধের চাদর বিনোদিনীর মুখের উপর পড়িয়া গেল; বিনোদ যেন অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। যোগেশ্বরকে গৃহপ্রবেশের পথ ছাড়িয়া দিল, যোগেশ্বর কক্ষের মধ্যে যাইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আরাম-চেয়ারে বসিল। আজ দুই দিন হইতে যোগেশ্বর চুরুট খাইতে ধরিয়াছে; সুতরাং তামাকের জন্য আর ঘনঘন খানসামাকে ডাকিতে হয় না। আরাম-চেয়ারে বসিয়া যোগেশ্বর একটি চুরুট ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

এতক্ষণ কি বিনোদ, কি যোগেশ্বর, কেহই কথা কহে নাই। এই-বার বিনোদ অগ্রসর হইয়া পানের ডিবে ভগিনীপতির হাতে দিল। এখনও কথা নাই!

বিনোদ আর থাকিতে পারিল না; একটু নিঃশব্দে হাসিয়া কথা কহিল, "একটু দুধ খাবে না?"

যোগে।—দয়া করিয়া দিলেই খাইবঁ! তুমি দাও কই?

বিনোদ।—আমি দিবার জন্যই দাঁড়াইয়া আছি। তুমি খাওনা!

যোগ।—বিনোদ তোমায় এত শুষ্ক দেখ্‌ছি কেন, তুমি কাঁদিতেছিলে?

বিনোদ।—আমি কাঁদ্‌ব কোন্ দুঃখে? যাহার সুখ থাকে, তাহারই দুঃখ বোধ হয়। আমি সুখও জানিনে, দুঃখও জানিনে। আমার চক্ষে কি কান্না আসে?

যোগ।—সুখ-দুঃখ নিজের হাতে; সুখী হইলেই সুখী হওয়া যায়, দুঃখী হইলেই দুঃখী সাজা যায়। তুমি সুখী হইলে না কেন?

বিনোদ।—পুরুষ মানুষের মত কথাটা বলেছ। সুখ-দুঃখ ঠিক নিজের হাতে নয়। পরে যোগাইয়া না দিলে, কেহ সুখী হইতেও পারে না, দুঃখী হইতেও পারে না। আমার আপনার লোক ছিল না, এখনও নাই, কাজেই আমার পরও নাই। সুখদুঃখ হইবে কিসে?

যোগ।—নিজের গুণে পর আপনার হয়, আপনার পর হয়। তোমার আপনার-পর কেহ না থাকিলেও তুমি একটা আপনার বস্তু সৃষ্টি করিয়া লওনা?

বিনোদ।—ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই সৃষ্টি করিতে পারেন। মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করিতে হইলে, যোগাড়ে চাই, মুটে মজুর চাই; আমার তাহা নাই।

যোগ।—তোমার সঙ্গে কথায় পারিব না, বিনোদ! কিন্তু ছিঃ, অমন করে দুঃখিনী সেজে থেকো না!

বিনোদ। বিধবার আবার অন্যসাজ সমাজের হাটে পাওয়া যায় না কি?

যোগ।—পাওয়া যায়; ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিতে পার।

বিনোদ।—সে সাজ আমায় পরাইয়া দিবে কে ?

যোগ—তা, আমি একটা লোক খুঁজিয়া দিব।

বিনোদ।—আমার যদি তার সাজ মনের মতন না হয়! সে যদি পাকা "সাজিয়ে" না হয়!

যোগ।—তোমার মনের মতন মানুষ খুঁজিয়া বাহির কর। পরে আমি অন্য সকল ব্যবস্থা করিব।

বিনোদ।—আমার মন আমার কাছে নাই। মনের মত মানুষ খুঁজিব কেমন করিয়া ?

যোগ।—তবে কি তোমার মন পরহস্তগত ? সে যে পাওয়া দুষ্কর! পরহস্তগত ধন আদায় করা যায় না।

বিনোদ।—উপায় নাই, বিধিলিপি!

বিনোদ এতক্ষণ এই সকল বাজে কথা কহিতে কহিতে যোগেশ্বরের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার পশ্চাৎ ভাগে কেরোসিনের বড় আলোটা জ্বলিতেছিল; যোগেশ্বরের সম্মুখে, একটু বামপার্শ্বে ছোট টয়লেট টেবিলে বাতিদানে একটা বাতিও জ্বলিতেছিল। পশ্চাতে বড় আলো, সম্মুখে দক্ষিণ দিকে বাতির আলো, আর মধ্যস্থলে বিনোদ দাঁড়াইয়া। তাহার পরিধানে চন্দ্রকোনার মিহি থান ধুতী। মাথার কাপড় একটু খসিয়া পড়িয়াছে, বামকণ্ঠের নিম্নভাগের বস্ত্রাবরণ স্থানচ্যুত হইয়াছে, দক্ষিণবক্ষের উপর কতকগুলা অবেণীবদ্ধ চুল আসিয়া ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। আর পাত্‌লা শাদা কাপড়ের ভিতর দিয়া পাটনার থাড়ি মসুরীর ডালের মতন দুধে-আল্‌তা রঙ্‌ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেহের সুঠাম সুন্দর গঠন শরতের শাদা-মেঘ-ঢাকা চাঁদের ছায়ার মতন সূক্ষ্মবস্ত্রের আচ্ছাদনের মধ্যে যেন লাবণ্যপ্রভায় কেবল ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে।

যোগেশ্বর অন্ধ নহে, সে অপরূপ রূপ দেখিতে লাগিল। চুরুটের ধোঁয়ায় দৃষ্টি রোধ হয় বুঝিয়া, চুরুট নামাইয়া রাখিল,—পলকশূন্য নয়নে দেখিতে লাগিল। কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু দিয়া কেবল সেই রূপ-মদিরা পান করিতে লাগিল।

বিনোদও দেখিতেছিল,—যোগেশ্বরকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছিল ;—তাহার কাঁচাসোণার মত বর্ণ, তাহার ডব্‌ডবে চক্ষু দুইটি, তাহার সুপুষ্ট ঠোঁট দুইটি, তাহার দৃঢ়পেশিবদ্ধ বাহুযুগল, তাহার মাংসল স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ, তাহার বিশাল বক্ষ,—বিনোদ সব ভুলিয়া এই সকল দেখিতেছিল। যোগেশ্বর যখন ঠোঁট দুইটি বাহির করিয়া চুরুট খাইতেছিল, তখন বিনোদ সেই লোলায়িত অধর ও ওষ্ঠের শোভা বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছিল। বিনোদের লজ্জা নাই, ভয় নাই ; বিনোদ আত্মহারা হইয়া দেখিতেছিল।

আর বাহিরে সেই ঘোরা রজনী, সেই ঘনঘটাসমাচ্ছন্না কদাচিৎ বিদ্যুদ্বিকাশ-বিহ্বলা সূচীভেদ্যতমিস্রপূর্ণা ভয়ঙ্করী নিশা ;—জন-মানবের শব্দ নাই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে বর্ষাবারিবিন্দু-পতন-শব্দ স্তব্ধ-প্রকৃতির সজীবতা জ্ঞাপন করিতেছিল। সেই অতিক্রান্ত-দ্বিপ্রহরা যামিনীতে এক কক্ষে নিস্পন্দভাবে এমন সুন্দর ও সুন্দরী, এমন যুবক ও যুবতী কতক্ষণ কেবল নিরীক্ষণ করিয়া স্থির থাকিতে পারে? যোগেশ্বর শুষ্ক কম্পিত কণ্ঠে ভাঙ্গা গলায় কথা কহিল,

"বিনু, তোমার এত রূপ! আমি জানিতাম না তোমার এত রূপ, এমন লাবণ্য?"

সান্ধ্য গগনের শুভ্র মেঘ যেমন গগনতল-নিমগ্ন-ভাস্কর-প্রভায় হঠাৎ লাল হইয়া উঠে,এই কথা শুনিয়া তেমনই বিনোদের [illegible] লজ্জারাগে কপোল গণ্ড কপাল কাণ,—সব লাল হইয়া উঠিল। এ রাগরঞ্জন

স্থির ছিল না; কখনও বা ঘন লাল হয়, কখনও বা গোলাপী আভা দেখা দেয়; কখনও বা শুষ্ক পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠে। ইন্দ্রধনুর বর্ণপরিবর্ত্তনের ন্যায় বিনোদের এই বদনরাগশোভা যোগেশ্বর কেবল দেখিতে লাগিল। শেষে আর থাকিতে পারিল না!—উঠিয়া দাঁড়াইল, বিনোদের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বামকরে তাহার বামকর ধরিল। আবার বিনোদের মুখে সেই বর্ণের খেলা। বিনোদ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল; এই কম্পনের সহিত সে বর্ণপরিবর্ত্তনের কতই শোভা বর্দ্ধিত হইল। যোগেশ্বর বিস্ফারিত নয়নে, কম্পিত হৃদয়ে তাহাও দেখিল।

বিনোদ ক্ষীণ কণ্ঠে, শুষ্ক মুখে অতি কষ্টে একবার বলিল, "ছিঃ! কি করো; কে দেখ্‌বে?"

উন্মত্ত যোগেশ্বর সে কথায় কাণ দিল না; বিনোদের আরও একটু নিকটে গিয়া দাঁড়াইল; দক্ষিণ হস্ত তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাহাকে আরও একটু কাছে টানিয়া লইল। বিনোদ যেন ভয়ে ঊর্দ্ধ-নয়ন হইয়া যোগেশ্বরের সে-এক কেমন-ভাবময় মুখখানি দেখিল; আর অমনি যোগেশ্বর বিনোদিনীর সেই পাকা তেলাকুচার মত টল্‌টলে অধরের উপর নিজের অধরোষ্ঠের সংযোগ করিয়া রমণীবদনসুলভ প্রমোদসুরাসার পান করিতে লাগিল।

* * * * * *

ধর,—ধর, উমা, তোমার বড় যত্নের ফুটা কল্‌সী জলভরা হইয়া পঙ্কিল সরসীগর্ভে ডুবিয়া গেল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দোষ কাহার ?

ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা হইবার, তাহাই হয়। তবে মন্দ হইলে, কাহার দোষে মন্দ হইল, এ আলোচনা মানুষমাত্রেই করিয়া থাকে। নহিলে মানুষ শান্তি পায় না। পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এক জনকে দোষী স্থির করিয়া মতামত প্রকাশ না করিলে, মানুষের পরিপাকশক্তি বুঝি কমিয়া যায়। সকল ঘটনা নিয়তির বিধানেই সঙ্ঘটিত হয়, কিন্তু দোষী হয় কেবল মানুষ।

বিনোদিনী যোগেশ্বরের প্রণয়ফাঁদে পড়িল, যোগেশ্বর বিনোদিনীর অঞ্চলে বাঁধা রহিল। ইহার ফলে উমার রোদনের পথ চিরজীবন উন্মুক্ত হইল। কাজেই এক ব্যক্তিকে দোষী করিতেই হইবে।

যোগেশ্বর যুবক, ইংরাজি-শিক্ষিত, পরন্তু অসংযত যুবক। তিনি কোন কালেই ধর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই, পদ্ধতিক্রমে ধর্ম্মাচরণও করেন নাই। লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তাঁহার হয় নাই। দুঃখে পড়িয়া মানুষের শিক্ষালাভ হয়, আর সৎসঙ্গে ও সাধু উপদেশে মানুষের সু-শিক্ষা হয়। যোগেশ্বরের ভাগ্যে এই দুইয়ের একটাও ঘটে নাই। যোগেশ্বর কেবলমাত্র ইংরাজি ভাষা শিখিয়াছে, যথাসময়ে বিবাহ করিয়াছে, এখন চাকুরী করিতেছে,—পদস্থ হইয়াছে। যোগেশ্বর স্বামি-বিরহিতা মাতার এক মাত্র পুত্র—অত্যন্ত আদরের, অত্যন্ত যত্নের। যোগেশ্বর যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিল, তিনিও পিতার আদরের

একমাত্র কন্যা। সুতরাং যোগেশ্বর শ্বশুরের একমাত্র জামাতা হইয়া, তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহের অধিকারীও ছিল। তাহার ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে কখনও কেহ কোন কথা বলিতও না, বলিতে পারিতও না। যোগেশ্বর কখনও সংসারের ভাবনা ভাবে নাই; উপার্জ্জন করিয়া টাকা আনিত, আর মায়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত। মাতা যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। আর যোগেশ্বর অনুপমা আদরিণী উমাসুন্দরীকে লইয়া বিলাসসুখে সুখী হইত। যৌবনের যত সাধ, সবই উমাকে লইয়া মিটাইত। উমা যোগেশ্বরের বিলাসলালসার ক্রীড়া-কন্দুক ছিল। মাতার প্রগাঢ় স্নেহের সুশীতল আশ্রয়ে থাকিয়া এবম্বিধভাবে শিক্ষিত, অথচ উদ্ধত ও কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য যোগেশ্বর, গৃহস্থের সকল ধর্ম্মে অবহেলা করিয়া, সুন্দরী-যুবতী-পত্নীকে লইয়া বালকের ন্যায় ধূলা-খেলা করিত। বালক কখনও একটা খেলনা লইয়া বহুক্ষণ খেলা করিতে পারে না; নূতন ক্রীড়নক পাইলেই ছুটিয়া গিয়া তাহাই লয়; পুরাতনকে তখন একেবারে ভুলিয়া যায়। বিনোদিনী অদ্ভুত ক্রীড়নক; যোগেশ্বরের দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব এবং অনুপম। কারণ, মূঢ় যোগেশ্বর বিনোদিনীকে চিনিতে পারে নাই, উন্মত্ত যোগেশ্বর বিনোদিনীর ভাব বুঝিতে পারে নাই। বিলাসমোহবশতই যোগেশ্বর বিনোদিনীকে অপূর্ব্ব দেখিয়াছিল; তাই, উমার ন্যায় অমূল্য নিধিকে ধূলায় লুটাইয়া, বিনোদিনীর রূপের স্বচ্ছ কাচপাত্রে কেবল মোহ-মদিরা পান করিতেছিল। যোগেশ্বরের দোষ কি? যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল, যেমন শিক্ষা পাইয়াছিল, সে তেমনি করিয়াছিল। যাহার একনিষ্ঠা নাই, যাহার পাপ-পুণ্যের বিচার-বোধ নাই, যাহার পাপ-পুণ্যের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার সামর্থ্য নাই, সে যদি একটা সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করে, তবে তাহাকে দোষী বলিব কেন?

আর—বিনোদিনী?—সে ত চিরদুঃখিনী। তাহার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল; কেবল সাধ মিটাইবার অবসর এতদিন সে পায় নাই। সে অতি শৈশবে বিধবা হইয়াছিল, পূর্ণযৌবন-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিধবার বাহ্যিক আচার যথানিয়মে প্রতিপালন করিত। কেহ তাহাকে সদুপদেশ দিত না, কেহ তাহাকে সৎকথা শুনাইত না, কেহ তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের অলৌকিক তত্ত্ব বুঝাইত না। কুলাঙ্গনার পক্ষে স্বামী যে কি সামগ্রী—সাধনার কেমন অতুলনীয় দেবতা—তাহাও কেহ তাহাকে বুঝাইত না। সে দশজন সখীর নিকটে তাহাদের স্বামিসোহাগের গল্প শুনিত, বিলাসবাসনের বর্ণনা শুনিত, সাজ-সজ্জা ও বেণী-বিন্যাস দেখিত; আর তাহারা যখন, সোহাগভরে আড়নয়নে একবার বিনোদিনীর প্রতি দয়া-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কক্ষস্থ স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রকোষ্ঠের প্রতি সাভিলাষ ইষারা করিয়া, একডিবা পান হাতে করিয়া, একমুখ পান চিবাইতে চিবাইতে, হাবভাবময় নবীন-নধর দেহলতাকে লালসা-সুখে প্রকম্পিত করিয়া চলিয়া যাইত, তখন বিনোদিনীর মনে কি-জানি কেমন-একটা কি রকম উদাস ভাব হইত। এতকাল বিনোদিনী সহিষ্ণুতার প্রভাবে সে ভাব চাপিয়া রাখিয়াছিল, এতকাল বিনোদিনী পাষাণের মত স্থির ছিল। কিন্তু যোগেশ্বরকে দেখিয়া সে আর সামলাইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার উনিশ বছরের লজ্জার বালির বাঁধ যোগেশ্বরের রূপের প্রবাহে ভাসিয়া গেল।

বিনোদিনী ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিত না, পাপ পুণ্যও বুঝিত না। এতদিন সে কেবল বৃহৎ সংসারে দশজনের দশ জোড়া চক্ষের উপর অহরহ বিচরণ করিত। মনে মনে বিলাস-বাসনা থাকিলেও লজ্জাভয়ে এবং নিন্দাভয়ে সে স্থির ছিল। কিন্তু যোগেশ্বরের সংসারে আসিয়া সে এক-প্রকার স্বেচ্ছাচারিণী হইল। নিশিদিন যোগেশ্বরকে দেখিতে লাগিল—

দেখিয়া দেখিয়া কেবল তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র সংসারের সকল কার্য্য করিয়াও তাহার যথেষ্ট অবসর থাকিত;—অবসরমত একান্ত মনে রূপ ধ্যান করিতে করিতে তাহার রূপ-তৃষ্ণা জন্মিল। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সে যোগেশ্বরকে কতদিন নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় দেখিতে পাইল। সাপুড়ের হাঁড়ির মুখের সরা তুলিয়া লইলেই যেমন বিষধর গর্জ্জিয়া ফণা ধরিয়া উঠে, তেমনই বিনোদিনী যখন যোগেশ্বরের মনের দৌর্ব্বল্য বুঝিল, তখন তাহার লজ্জার আবরণ একেবারে খসিয়া পড়িল, আর চিরদিনের পিপাসিত-প্রবৃত্তি করাল ব্যালের মত গর্জ্জিয়া শত ফণা বিস্তার করিয়া হৃৎকোটর হইতে বাহির হইল। বিনোদিনী উমাকে ভুলিয়া, সমাজকে ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, তাহার পরকালের সম্বল এবং ইহকালের সর্ব্বস্ব যোগেশ্বরকে দিল। বিনোদিনী আত্মহারা হইয়াছিল। সে যে তাহার মৃত স্বামীর স্মৃতিসুখেও বঞ্চিত ছিল!—তাহার ক'বে বিবাহ হইয়াছিল, সে ক'বে বিধবা হইয়াছিল, স্ত্রী-জীবনের এই দুইটা বড় ঘটনাই বিনোদিনী জানিত না। তাই বিনোদিনী আত্মহারা হইয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় যোগেশ্বরের কাছে বিনামূল্যে বিকাইল। বিনোদিনীর কিসের দোষ? সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়াই কি তাহার অপরাধ? তবে তাহার রূপ রহিল কেন, যৌবন রহিল কেন? প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী হইবার পক্ষে আত্মীয়-স্বজন তাহার সহায়তা করিল না কেন?

তবে কি যত দোষ গৃহিনী নবদুর্গার?—বটেই ত!

তিনি যে গৃহিণী; তিনি যে যোগেশ্বরের মাতা, তাহার সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! তিনি ঘৃত ও অগ্নির এমন বিষম সংযোগ হইতে দিলেন কেন? তিনি বিনোদিনীকে যোগেশ্বরের কাছে ছাড়িয়া দিলেন কেন? তিনি বিনোদিনীকে তাঁহার সংসারে আনিলেন কেন? তিনি

প্রসূতিকা পুত্রবধূর এবং নবজাত পৌত্রের সেবায় ব্যস্ত থাকিয়া সংসারের অপর কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলেন কেন? বিনোদিনীকেই পুত্রবধূর সূতিকাগারের ভার দিলে হইত না কি? নিজে মধ্যে মধ্যে দেখিয়া আসিলে সেবার ত্রুটি হইত কি? বোধ হয় কোন ত্রুটিই হইত না, বোধ হয় উমার কোন কষ্টই হইত না। উমা ত আর ছেলেমানুষটি নাই! সে যে এখন তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে; তাহাকে এখন নিজের সকল অভাব বুঝিতে দেওয়া উচিত ছিল। চিরকাল পুত্র এবং পুত্রবধূ লইয়া কি পুতুলখেলা চলে! বিশেষত, দুর্গাঠাকুরাণীর এই কথাটি জানা উচিত ছিল যে, তিনি কিছু চিরকাল যোগেশ্বরের সংসারে পর্ব্বতের আড়াল হইয়া থাকিতে পারিবেন না;—তাঁহার জরা উপস্থিত হইবে, দেহ চূর্ণ হইবে,—তাঁহাকে যাইতে হইবে। তখন ত একলা যোগেশ্বরকে সংসারের সকল ভার লইতে হইবে! তখন ত উমাকে গৃহিণীপনা করিতে হইবে! এখন হইতে যদি শিক্ষা না পায়, এখন হইতে যদি গৃহস্থের এবং গৃহিণীর কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারে, তবে তাহারা কবে শিখিবে, কবে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিবে? যোগেশ্বর বড় হাকিম,—সমাজে মান্য-গণ্য পদস্থ ব্যক্তি; উমা তাঁহার সহধর্ম্মিণী গৃহিণী। এ কথাটা দুর্গাঠাকুরাণী কখনও ভাবিতেন না,—ভাবিতে জানিতেনও না। স্নেহাধিক্যবশত তিনি যোগেশ্বরকে চিরকালই বালক দেখিতেন—সেই যোগেশ্বরের বধূ উমা আবার গিন্নী-গৃহিণী হইবে! ওমা, আমার কপাল! উহারা যে কেবল ছুটাছুটী করিবে, খেলা করিবে! ওরা একরত্তি ছেলে মেয়ে, ওরা সংসারের ভাবনা ভাব্‌বে কেন? উমা পুত্র প্রসব করিয়া দিয়াছে,—এই যথেষ্ট; ইহাতেই দুর্গাঠাকুরাণী আমোদে আট্‌খানা হইয়াছিলেন। তাই, উমাকে মাতৃত্বের কোন মর্ম্মই বুঝিতে দিতেন না, সাধ্যমত উমাকে প্রসূতির বহু কষ্টই

ভোগ করিতে দিতেন না। উমার ছেলে তিনি মানুষ করিতেন, উমার সূতিকাগারে তিনি সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন। উমাকে দিয়া তাঁহার কোন কিছুরই বিশ্বাস হইত না। আর যোগেশ্বর সে-দিনকার ছেলে, সে যে চাকুরী করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, ইহাই দুর্গাঠাকুরাণীর পিতৃপুরুষের মহাভাগ্য। তাহার উপর কি সংসারের ভাবনা দুধের ছেলের ঘাড়ে দিতে আছে? সে খাইবে পরিবে, যখন যেমন খেয়াল হইবে, তেমনই আমোদ করিয়া বেড়াইবে। সংসারধর্ম্ম-পালনবিষয়ে দুর্গাঠাকুরাণীর এই হিসাব, এই ব্যবস্থা!

হায় মা! এই ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় সংসারে তোমার অসীম হৃদয়ের অপার স্নেহ রাখিবার যোগ্য স্থান যে নাই! তুমি যাহাকে তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিতে, সেই ত ডুবিয়া ডুবিয়া হলাহল পান করিল! তুমি যাহার জন্য পরকাল ভুলিয়া সূতিকাগারের দুর্গন্ধকেও সুখের মনে করিয়া আসিতেছ,—সে যে তোমার এইবার কাঙ্গালিনী হইল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

উমার পিতা গিরীশ বাবু কন্যার সন্তানপ্রসবের সমাচার পাইয়া স্বয়ং বাঁকীপুরে আসিয়াছেন।—ইচ্ছা, এইবার কন্যা এবং দৌহিত্রদিগকে কিছুদিনের জন্য স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। একে ত উমা বহুদিন পিত্রালয়ে যায় নাই, তাহার উপর বেহাইন ঠাকুরাণী একলা দুইটি পৌত্র লইয়া সংসার সামলাইতে পারিবেন কেন? আর তিনিই বা নাতিদের প্রতি-পালনটা একচেটিয়া করিয়া রাখেন কোন্ হিসাবে? গিরীশবাবুরও ত সে বিষয়ে অধিকার আছে! সুতরাং উমাকে এবার পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইবে।

দুর্গাঠাকুরাণী, বেহাই মহাশয়ের এইরকমের প্রস্তাবের কথা শুনিয়া দুই চক্ষু জলভরা করিয়া বলিলেন "ওমা—ওমা—আমি উমাকে ফেলে থাক্‌বো কেমন ক'রে? ছোট খোকা ও বড় খোকা যে আমার দুই চক্ষু; আমি তাদের চক্ষের আড়াল কর্‌লে, পাগল হ'য়ে যাবো।" গিরীশ বাবু একটু মুখ টিপিয়া হাঁসিয়া বলিলেন "বেহান্ ঠাক্‌রুণ! এক কাজ করুন, আপনিও, আমার সঙ্গে চলুন।" ঠাকুরাণী চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "বড় ঠাট্টা নয়, আমাকে হয় ত শেষে বেহাই-বাড়ী যেতেই হবে। আমি এখানে থাক্‌বো কেমন করে? তবে আমি গেলে আমার যোগুর কষ্ট হ'বে। তাও ত আমি সইতে পার্‌বো না। এখন আমি কি করি!"

স্বয়ং যোগেশ্বরের এখন আর আহ্বানও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। মা

যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। বিশেষ, বর্ত্তমান অবস্থায় উমা পিত্রালয়ে যাইলেই যোগেশ্বরের পক্ষে সুবিধা। ভ্রষ্ট যোগেশ্বর সেই ভরসায় স্থির হইয়া মনে মনে অনেক সুখের চিত্র আঁকিতেছিল। শ্বশুর গিরীশবাবু উপযুক্ত জামাতার মনের ভাবটা জানিবার জন্য, উমাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাবটা একবার যোগেশ্বরের কাছেও করিয়াছিলেন। যোগেশ্বর দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মতি দিয়াছিলেন। কাজেই দুর্গাঠাকুরাণীকেও সেই রায়ে রায় দিতে হইয়াছিল। তবে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "কাঁচা পোয়াতি, পাঠাব কেমন করে? আজকাল সবঢঙ্‌ নতুন দেখ্‌ছি।" যাহা হউক, শেষে উমার পিত্রালয়ে গমনই স্থির হইল।

উমা সূতিকাগার হইতে বাহিরে আসিয়া সব বুঝিতে পারিয়াছিল। দুর্গাঠাকুরাণী এক পক্ষে বড়ই পাকা গৃহিণী ছিলেন; ছয়মাসের ছেলেটি না হইলে, উমাকে কিছুতেই স্বামীর কক্ষে যাইতে দিতেন না। তাহাকে নিজের কাছেই শোয়াইতেন। দুর্গাঠাকুরাণীর এই নিয়ম ছিল যে, কি উমা, কি যোগেশ্বর, কাহারও একটু অসুখ বোধ হইলে, অমনি স্বামী ও স্ত্রীকে পৃথক্‌ রাখিতেন। উমা সূতিকাগার হইতে বাহিরে আসিয়াও, ষষ্ঠীপূজা শেষ করিয়াও, এই কারণে এখনও স্বামিসন্দর্শন পায় নাই। তবে সে বাহিরে বসিয়া যাহা দেখিত, তাহাতেই বুঝিত যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

উমার যাত্রার দিন স্থির হইল। সন্ধ্যার গাড়িতে তাহাদের যাইবার ব্যবস্থা হইল। আরও ব্যবস্থা হইল যে, বড়খোকা পিতামহী দুর্গাঠাকুরাণীর কাছেই থাকিবে, উমা কোলের শিশুটিকে লইয়া বাপের বাড়ী যাইবে।

যোগেশ্বর সকাল সকাল কাছারীর কাজ সারিয়া আসিয়াছে। বেলা চারিটা বাজিয়াছে, সে নিজকক্ষে বসিয়া আছে। উমা চুপীচুপী, ধীরে

ধীরে, ভয়ে ভয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। গলায় অঞ্চলের বস্ত্র জড়াইয়া, স্বামীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। যে যোগেশ্বর উমাকে দেখিলেই তাহার খোঁপা খুলিয়া দিত, তাহাকে চিম্‌টি কাটিত, তাহাকে মুখ ভেঙ্গাইত, তাহার হাত ধরিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত,—সেই যোগেশ্বর আজ উমাকে দেখিয়া স্থিরভাবে চুরুট টানিতে লাগিল। তবে নিতান্ত কথা না কহিলে নহে, তাই মুখ বাঁকাইয়া বলিল "ইস্, বড় ভক্তি যে! এ কতদিন?"

উমা।—যতদিন হারাইয়াছি, ততদিন। দাঁত থাকিতে ত দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না। যতদিন দাঁত ছিল, ততদিন তাহার মর্ম্ম বুঝি নাই। এখন হারাইয়া সব বুঝিয়াছি।

যোগ।—আমি ত আর মুক্তার দানা নই যে, হারাইয়া যাইব?

উমা।—তুমি মোতীর দানা বৈ কি? তুমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, তুমি মহান্ হইতেও মহত্তর। তোমাকে আমার মত ক্ষুদ্র ভাবিয়া আমি তোমাকে লইয়া এতকাল কেবল খেলা করিয়াছি; তাই মোতীর দানার মত হেলায় তোমাকে হারাইয়াছি। হারাইয়াই বুঝিয়াছি, তুমি মহান্ হইতেও মহত্তর। এখন তুমি আমার ইষ্টদেবতা, আমার আরাধনার ধন।

এই কথা বলিতে বলিতে পাগ্‌লী উমা কাঁদিয়া ফেলিল—মুখে অঞ্চলের কাপড় দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর যোগেশ্বর পাথরের মূর্ত্তির মত অচল অটল ভাবে এই রোরুদ্যমানা দেবীপ্রতিমার প্রতি কেবল চাহিয়া রহিল।

উমা চক্ষের জল মুছিয়া আর একবার গলবস্ত্র হইয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল; আর একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া, কক্ষ হইতে বিদায় হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পিত্রালয়ে।

প্রায় ছয়মাস উমা পিত্রালয়ে আছে। এই ছয়মাসের মধ্যে যোগেশ্বর উমাকে একখানিও পত্র লিখে নাই। শ্বশুর গিরীশচন্দ্রকে মাসে মাসে একখানি পত্র লিখিত, সেই পত্রের সঙ্গে পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইয়া দিত। পত্র অতি ক্ষুদ্র,—অতি সামান্য ও সাধারণ কথায় পূর্ণ থাকিত। বড় খোকা এখন লিখিতে শিখিয়াছে, দুর্গাঠাকুরাণীর আদেশমত সে তাহার মাকে বড় বড় অক্ষরে সপ্তাহে সপ্তাহে একখানি করিয়া পত্র পাঠাইত। পত্রে লেখা থাকিত, "মা ভাল আছো, খোকা ভাল আছে, আমি ভাল আছি।" বস্, এই পর্য্যন্ত; উমার বড় সাধের শ্বশুরবাড়ীর সহিত এখন এই টুকুই সম্বন্ধ ছিল।

উমা প্রথমে বিনোদিনীর উপর বিদ্বেষভাবাপন্না হইয়াছিল। সূতিকাগারে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া পরে স্থির বুঝিল যে, বিনোদিনীকে হিংসা করা তাঁহার অন্যায়। উমা ভাবিত, "বিনু দিদিকে ত আমিই আনাইয়াছি। আমি ত জানিতাম, বিনু দিদি খু সুন্দরী। আমি ত জানিতাম, বিনু দিদি পূর্ণযুবতী, বিনু দিদি বাল-বিধবা। আমি এমন আগুনের মাল্‌সা ঘরে রাখিয়াছি,—আমার ঘরে আগুন লাগিবে না? তবে আমি জানিতাম না যে, আমি ছিটে-বেড়ার ঘরে বাস করি। না জানিয়া, না বুঝিয়া, কাজ করিয়াছি,—এখন আমার ঘরে আগুন লাগিয়াছে। অবোধ শিশু আগুনে হাত দেয়, তাহার হাত পুড়িয়া যায়,

হাতে ফোস্কা পড়ে। সে ত জানে না যে আগুনের দাহিকা শক্তি আছে, তবুও তার হাত পোড়ে। আমি জানিতাম না আমার বেড়ার ঘর, ঘরে আগুন রাখিয়াছিলাম, সুবাতাস পাইয়া বেড়ায় আগুন ধরিয়া গিয়াছে; কি করিব, আমার কপাল! তবে সুখের বিষয় এই, আমি দুই ছেলের মা। সোণার বাছারা চিরজীবী হউক, আমি ইহা-দের হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইয়াও সুখী হইব।" উমা কখনও আবার ভাবিত, "পুরুষ মানুষের মন পদ্মপত্রের জল, কেবল টল্‌ছে, কেবল কাঁপ্‌ছে। আমার এমনই দিন কি চিরকাল থাকিবে! ভালমন্দ নিয়েই ত সংসার; যখন যেমন, তখন তেমন ত থাকিতেই হইবে। দেখি এই ভাবেই বা কতদিন যায়! আমি ত কোন্ ছার্; স্বয়ং-লক্ষ্মী সীতা, রামের মত স্বামী পেয়েও কত কষ্টই না পেয়েছেন। আমি আর এই সামান্য কষ্টটা সহ্য ক'রে থাক্‌তে পার্‌ব না? আমার লবকুশ দুই ছেলে বেঁচে থাকুক, আমার ভাবনা কিসের?"

উমা ভাবিতে ভাবিতে শেষে সেই এক কথা বলিত,—"আমার দুই পুত্র চিরজীবী হউক, আমার আবার দুঃখ কিসের?" উমা মনে মনে ভাব-নাকে বিনাইয়া বিনাইয়া দুঃখের সৃষ্টি করিতে পারিত না। একান্তে বসিয়া ভাবিত এবং কাঁদিত,—অঞ্চল ভিজাইয়া, চক্ষু লাল করিয়া, কাঁদিত; কিন্তু শেষে পুত্রমুখে চুম্বন করিয়া সকল দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিত। মনে মনে উমা প্রায়ই বলিত "ষাট্‌, আমি চোখের জল ফেল্‌ব কেন, আমার সোণার বাছাদের অমঙ্গল হ'বে যে?" ইহাই উমার পক্ষে সঞ্জীবন মন্ত্র-স্বরূপ ছিল।

উমা, এই ছয়মাসে স্বামিভক্তির মর্ম্ম বুঝিয়াছিল। যাহার সঙ্গে এতদিন কেবল ছেলেমি করিয়াছে, কেবল আব্দার করিয়াছে, তাহাকে হারাইয়া এখন উমা পতিভক্তির মর্ম্ম বুঝিয়াছে। উমা কখনও যোগে-

শুরের সেবা করে নাই; কখনও তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দেয় নাই। স্বামিসেবা করিবার অবসর সে পাইত না। যোগেশ্বরের অসুখ করিলে তাহাকে মাতা [illegible] কক্ষে থাকিতে হইত। মাতাই সেবার একচেটিয়া করিয়া লইতেন। উমা তখন কেবল বাহিরের ফরমাইস্ খাটিত, স্বামীর নিকটে পর্য্যন্ত যাইতে পাইত না। আর সুস্থ শরীরে যোগেশ্বর যদি কখনও উমাকে মাথায় হাত বুলাইতে বলিত ত, উমার সে সেবা অচিরে হুড়াহুড়িতে পরিণত হইত। তাই এতকাল উমার স্বামিসেবা করা হয় নাই। এখন সেই আকাঙ্ক্ষা উমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

যাহাকে প্রেম বলে, উমার বোধ হয়,এতকাল সেই প্রেমের বিকাশ হৃদয়ে হয় নাই। বালিকাবয়সেই উমা দুর্গাঠাকুরাণীর ন্যায় শ্বশ্রূর অসীম বাৎসল্যের অধিকারিণী হইয়াছিল। শ্বশুরালয়ের শাসনভয় ও শ্বশুরালয়ের সঙ্কোচভাব তাহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। যেন পিত্রালয়ের আদরে আদরিণী হইয়া উমা শ্বশুরগৃহে হাসিয়া বেড়াইত, আর যোগেশ্বরের সঙ্গে দুষ্টামি করিত। স্বামীর প্রতি কৈশোর-সুলভ প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষার ভাব তাহার মনে কখনও ফুটিয়া উঠে নাই। কারণ দশবৎসরের ক'নেটি হইতে ষোল বৎসরের যুবতী পর্য্যন্ত তাহাকে স্বামী ছাড়া অধিকদিন অন্যত্র থাকিতে হয় নাই;—স্বামীর অভাবও কখনও বুঝিতে হয় নাই, স্বামীর মর্ম্মও কখনও জানিতে হয় নাই। সুতরাং সে প্রেম বিরহ ও মিলনের কোন ধারই ধারিত না। এখন এই ছয়মাস-কাল স্বামি-ছাড়া থাকিয়া, স্বামীকে অন্যানুরাগী জানিয়া, উমা স্বামি-ভক্তি বুঝিয়াছে। উমা বুঝিয়াছে,—"স্বামী দেবতা; দেবতার সঙ্গে কোন ধূলা-খেলা করিলে, দেবতাকে খেলুড়ীর মত অবহেলা করিলে, দেবতা আর একজনের কাছে পলাইয়া যায়। দেবতার সবই লীলা, দেবতার

পক্ষে পাপপুণ্য নাই। তবে দেবতার দেবত্ব ভুলিয়া দেবতার লীলায় মাতিলে, মানুষকে পাপপুণ্যের ভাগী হইতে হয়।” উমা এতকাল দেবতার সহিত ছেলেমি করিয়াছে, সেই ছেলেমির ভোগ এখন তাহাকে ভুগিতেই হইবে। ইহাই উমার স্বামিভক্তি।

উমাকে কেহ ছলনা শিখায় নাই। স্বামীকে বশে রাখিবার যে সকল ছলনা আমাদের দেশের স্ত্রীসমাজে অনাদিকাল হইতে প্রচলিত আছে, উমাকে সে গুপ্তবিদ্যা কেহই শিখায় নাই। উমা মান করিতে জানিত না, পায়ে ধরাইতে জানিত না, উমা হাসিতে জানিত না, উমা কাঁদিতে জানিত না, শোক করিতেও জানিত না। উমা, মোহিনী স্ত্রীবিদ্যার কিছুই জানিত না। যোগেশ্বরের সহিত হুড়াহুড়ি করিতে করিতে, যদি কদাচিৎ যোগেশ্বর রাগ করিত, তাহা হইলে উমা নিজেই যোগেশ্বরের গলা ধরিয়া “আর কখনও কোর্‌বো না” বলিয়া স্বামীর অভিমান ভাঙ্গিত। আর উমা খেলায় হারিয়া যদি কখনও স্বামীর উপর রাগ করিত, তাহা হইলে যোগেশ্বর ধীরে ধীরে উমার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহাকে মুখ ভেঙ্গাইত—উমা সব ভুলিয়া একে-বারেই হাসিয়া ফেলিত। উমা কখনও স্বামীর কাছে কোন সখের সামগ্রী চাহে নাই, স্বামীও তাহাকে কখনও কিছু দেয় নাই। উমার কখনও অভাববোধ ছিল না; তাহার শাশুড়ী উমাকে সর্ব্বস্ব দিতেন। তথাপি সোহাগ দেখাইবার ছলে স্বামীর কাছে উমা কখনও কোন হুকুমই করে নাই। এমন মেয়ে কি কখনও চিরকাল শিক্ষিত স্বামী বশে রাখিতে পারে?

পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রকৃত গুণে সহজে বশ হয় না, স্ত্রীলোকের ছলনা-তেই ভুলিয়া থাকে। রূপ বলিয়া একটা কিছু সামগ্রী জগতে পাওয়া যায় কি না, জানি না; তবে মনে হয়, উহাও স্ত্রীজাতির ছলনার একটা

বিকাশমাত্র। ছলনার প্রভাবে যে রমণী স্বামীকে বশ করিতে পারে, সেই স্বামীর বিহ্বল দৃষ্টিতে রূপবতী। উমার তেমন রূপ ছিল না, উমার তেমন বিদ্যা ছিল না। তাই যোগেশ্বরের ন্যায় স্বামীও উমার হাতছাড়া হইল।

ছয়মাস পরে দুর্গাঠাকুরাণী উমাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন; গিরীশবাবু উমাকে পাঠাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু উমার গর্ভধারিণী ঘোরতর আপত্তি করিলেন।

সন্ধ্যার পরে গিরীশবাবু আহারে বসিয়াছেন, উমা পিতাকে মাছের কাঁটা বাছিয়া মাছ দিতেছে, গৃহিণী উমার ছেলেটিকে কোলে করিয়া একটু দূরে বসিয়া আছেন, তালপাখাখানি নাড়িয়া নাতিকে হাওয়া দিবার ছলে স্বামীকেও বেশ বেমালুম বাতাস দিতেছেন। আহার করিতে করিতে গিরীশবাবু বলিলেন, "তা যাক্, উমী বাঁকীপুরে আবার যাক্। বেহানঠাকরুণ যে ওকে আমাদের চেয়ে ভালবাসেন। উমী, কবে যাবি ?"

উমা উত্তর করিলেন, "ন্যাও, দেখে খাও, এখনি কাঁটা গলায় বাধ্‌বে, অমনই বিষম লাগ্‌বে।"

গিরী।—তোর শাশুড়ীর নাম কর্‌লেই আমার বিষম লাগ্‌বে। কি মজা, বেহান আমাদের বিধবা আর হলেন না। তিনি যেন কলিকালের কুন্তী।

গিন্নী।—রস রাখ—একটু থাম। কখন কি বলেন, তার হুঁস থাকে না। বাহাত্তুরে পেলে বুঝি। বলি, শুন্‌চ, আমি উমাকে এখন পাঠাব না। তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর।

গিরী।—একেবারেই "কালবৈশাখী" তুল্লে যে গিন্নি! মতলবখানা কি, বল দেখি!

গিন্নি।—মুখ ধুয়ে ঘরে চলো, বল্‌ছি। উমি, তোর ছেলে নে।

উমা অবাক্ হইয়া মায়ের মুখের পানে ক্ষণেককাল তাকাইয়া রহিল, পরে অন্যমনস্কভাবে মায়ের কোল হইতে নিদ্রিত সন্তানকে কোলে লইয়া স্বকক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

উমা ঘরে গিয়া চক্ষের জল মুছিল। উমার বড় সাধ, এখন এক-বার স্বামি-সন্দর্শন করিবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা ও গৃহিণী।

কর্ত্তা গিরীশচন্দ্র আচমন করিয়া, হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী কর্ত্তার পাতে বসিয়া প্রসাদ পাইলেন, নিশার ভোজনকার্য্য শেষ করিলেন। পরে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, একটু দোক্তা তামাক কষে গুঁজিয়া, কস্তাপেড়ে মিহি ধুতি পরিধান করিয়া কর্ত্তার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তা।—ইষ্, গিন্নী যে আজ "পাঁচ হাতিয়ার" নিয়ে হাজির হয়েছ।

গিন্নি।—পাঁচ হাতিয়ার কি ?

কর্ত্তা।—কেন, পঞ্চবাণ। গিন্নি ! বার্দ্ধক্যে শস্ত্রপাণি হইলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, ইহাই চাণক্যমত।

গিন্নী।—আমি চাণকে যাই নাই, চাণকের মতও জানি না। আর পঞ্চবাণ,—তোমার মত অসহায় বুড়ার উপর প্রয়োগ করতে দয়া হয়।

কর্ত্তা।—বটে, বীরের কথা বলেছ। তবে কি জান, বুড়া বয়সে বাণ ছাড়লেও হাতের কাঁপুনির দায়ে বাণ ঠিক জায়গায় গিয়ে লাগে না। রক্ষা এইটুকুই।

গিন্নী।—রস রাখ, ঢের হয়েছে। এখন আসল কথাটা বল্‌ব, উর্ম্মীকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে না। আমার কেমন কেমন ঠেক্‌ছে। বিনোদিনী সেখানে রইল কেন ? উমার সঙ্গে তার আসা উচিত ছিল।

কর্ত্তা।—তা'কে আন্‌তে পাঠালে, সে আস্‌বে এখন। আমিই সঙ্গে

করে আনি নাই। উমীর আঁতুড়ে থেকে বেহানের দেহ আধখানা হয়েছিল। তার উপর সংসারের হাঁড়ি ঠেল্‌তে হলে বেহানের বাঁচা ভার হত। তাই সাত পাঁচ ভেবে, বিনোদিনীকে আনি নাই। তা হয়েছে কি ?

গিন্নী।—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। বেহানের জন্যে দয়া করে, আমার মেয়েকে জলে ভাসালে। পুরুষগুলোর কি ছাই একটুও বুদ্ধি নেই !

কর্ত্তা।—থাক্‌লে কি আর তোমাদের কাছে পোষ্ মান্‌ত ! দেখ গিন্নি, তোমার মনটা অত সন্দেহভরা কেন ? যোগেশ্বর আমার ছেলে ! ভাল।

গিন্নী।—ছেলে ভাল হলে, উমীকে এই ছয়মাস একখানিও পত্র লেখে না ? বিয়ের পরে যে জামাই উমীকে সকাল-সন্ধ্যে পত্র লিখে আমাদের পাগল ক'রে তুলেছিল, সেই জামাই ছয়মাস চুপ্। এর মধ্যে একটু গূঢ় আছে। কৈ বিনীও ত আমাকে পত্র দেয় না ?

কর্ত্তা।—সে কি ? যোগু উমাকে পত্র দেয় না ? বিনীও কোন খোঁজ-খবর লয় না ? এ কথা আমায় এতদিন বল নাই কেন ?—না—যোগু ছেলে ভাল ; বিনীও কি একেবারে ক্ষেপ্‌বে ? না—না,—এও কি সম্ভব ! বেহান যে আমার পাকা গিন্নী !

গিন্নী।—জামাই ভাল ছেলে বটে, কিন্তু আজকালকার বাবু ছেলে ; খায় দায়, রোজগার করে। তার উপর পুরুষমানুষ, সমর্থ ছেলে। পুরুষের জাত আর কাকের জাত এক। এঁটো পাত দেখ্‌লেই ঠোক্‌রাবে। আর বেহান যে পাকা গিন্নী, তা এক আঁচড়েই বুঝেছি, পরে উমীর কাছে সব শুনে ভয়ও পেয়েছি।

কর্ত্তা।—তোমরা এঁটো পাত পথের ধারে ফ্যালো কেন ? বিনোদ

-ত কিছু এঁটো পাত নয়! বেহানের গৃহিণীপনায় দোষ দেখ্‌লে কিসে? বেহানের সুখ্যাতি করি বলে, অমনি হিংসে হয়েছে।

গিন্নী।—বল কি গো! বিনোদ বিধবা, যুবতী,—রং ঢঙ্‌ না থাক্‌লেও, ভাব আছে, নজর আছে। বেহানের গুণ দশমুখে গান কর; তাতে আমার আপত্তি কি, নুণ খেয়েছ, কর্‌বে না? তবে কি জান, সেও ত মেয়েমানুষ, পুরুষের জাতকে চেনে অবিশ্যিই! কিন্তু বিনোদকে পাঠিয়ে দিলে না কেন? উমার সুবাদে ত বিনোদের সেখানে থাকা; যখন উমা চলে এলো, তখন বিনোদ থাকে কেন? তুমি না আন্‌লেও বিনোদকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তার পর, মাগী, একুশদিন উমার আঁতুড়ে জুজুটির মত বসে থাক্‌ত; সংসার উড়ে পুড়ে গেলেও তাকিয়ে দেখ্‌ত না। সব ভার ছিল বিনোদের উপর। বিনী যা কর্‌ত, তাই হ'ত। রাত্রে যোগেশ্বরের খাবারের কাছে সে ব'সে থাক্‌ত, সে-ই তা'র কাছারীর পোশাক এগিয়ে দিত; সে-ই মেনী বেড়ালটির মতন তা'র পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াত। যোগেশ্বর আমার জামাই বটে, কিন্তু তা বলে ত সে আর দেবতা নয়! উমী বলে যে, আঁতুড় থেকে বেরিয়ে দুটোর রকম-সকম কেমন-কেমন দেখেছিল। সত্যি মিথ্যে যাই হউক, ব্যাপার দৃশ্য ত মন্দ। দেখ, "সতীকন্যে পরিচয়ে নষ্ট"। বিনোদ বিধবা, আহামরি সুন্দরী, যুবতী; সম্বন্ধে যোগুর শ্যালী। রাত্রিদিন সে যোগুর কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষণের মুখে কখন কি হয়, কে জানে? তার পর, এই ছয়মাস কোন চিঠিপত্র নেই। উমীও কেমন দিনদিন শুকুচ্চে।

কর্ত্তা।—দুর্গা, দুর্গা! গিন্নি, বল কি? এখন উপায়? উমী যে আমার সাধের মেয়ে, তার কি হবে? না, তাকে পাঠান হবে না। আমার বাড়ীতেই থাক্‌, থাক্‌—দাক্‌, হেসে বেড়াক্‌। উমাকে পাঠান হবে না।

গিন্নী।—ছাঁদলাতলায় দাঁড়িয়ে, মাকু হাতে করে, সেই যে ক'বে ভ্যা' বলেছিলে! বুদ্ধিটা কি এখনও তাই ভ্যা ভ্যা করচে। এক কথায় অমনি এলিয়ে পড়লেন! উমাকে শ্বশুরঘরে পাঠাবে না কেন?

কর্ত্তা।—এই যে তুমিই গোড়ায় বল্‌লে, উমীকে পাঠান হবে না, আমিও তাই বল্‌লুম। সে এখন যাবেই বা কোথায়? তুষানলের আগুন পোয়াতে? মেয়ে পাঠান হবে না।

গিন্নী।—তোমার পোড়া কপাল্। আমি বলেছিলাম তোমার মন জান্‌বার জন্যে, আর বলেছিলাম যে, 'এখন আপাতত পাঠান হবে না।' মেয়ে না পাঠিয়ে, ঘরে পুষে রাখ্‌বে? দেখ, যাকে পেটে ধর্ত্তে পারি, তাকে দুমুঠো পেটের ভাতও দিতে পারি। ছেলে মেয়েকে খেতে দেওয়া, বড়-মানুষীর পরিচয় নয়। তবে মেয়ে বড় পাজি সামিগ্রী; একটা ছেলে বয়ে গেলে, সমাজে মাথা হেঁট হয় না, মেয়ে বিগড়ুলে সর্ব্বনাশ হয়। মেয়ে কি ঘরে রাখ্‌তে আছে! আর মেয়ে-মানুষের স্বামীই যে সব; বিশেষ এমন বিপদের সময় মেয়ে-মানুষকে স্বামীর কাছ-ছাড়া রাখ্‌তে নেই। পুরুষের একবার মন ভাঙ্গলে, জোড়া লাগা ভার হয়। আমি বল্‌ছিলুম কি,—বিনোদ সেখানে থাকতে, উমাকে পাঠান হবে না। কোন রকম করে আগে বিনোদকে এখানে আনাও, তবে মেয়ে পাঠাবে। এখন কথাটা বুঝলে? আমি যদি বিধাতা হতুম্ ত, পুরুষের সৃষ্টিই করতুম না।

কর্ত্তা।—তা হলে, দেশে আর অন্য নদী থাকত না, সবই কেবল গঙ্গা হত। যাক্, বিনোদকে এখন আনি কেমন করে! এনেই বা তাকে রাখি কেমন করে! যে স্ত্রীলোকের চরিত্রে একবার সন্দেহ হয়েছে, তাকেই বা গৃহস্থসংসারে এনে রাখি কেমন করে?

গিন্নী।—আগে ত, তাকে আনিয়ে পাঠাও; তখন পরের কথা পরে

হ'বে। শুন, সংসার কর্‌তে গেলে, দশরকম নিয়ে সংসার কর্‌তে হয়। হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান? বিনোদ তোমার ভাগ্‌নী, তাকে ফেল্‌বেই বা কোথায়? সে যদি বেরিয়ে যায়, তখন মাথা হেঁট হবে কার? যদি বিগ্‌ড়ে থাকে ত, সে আমাদের গাফলিতিতেই বিগ্‌ড়েচে। বোকামীর প্রায়শ্চিত্তটুকু আমাদের কর্‌তে হবে। এ সব কথা পরে হ'বে। এখন তাকে আনাও।

কর্ত্তা।—কি উপায়ে আন্‌বো? আমি নিজে গিয়ে আন্‌বো!

গিন্নী।—বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি! তুমি নিজে গেলে, সব মাটী হবে। দেখ, পাপীর মর্য্যাদা-বুদ্ধি হঠাৎ নষ্ট করো না। যে প্রথমে পাপ করে, তার যতদিন লজ্জা-ভয় থাকে, ততদিন সে বাড়াবাড়ি কর্‌তে পারে না। বিনোদ এবং যোগেশ্বর উভয়েই যদি বুঝে থাকে যে, তুমি ভিতরের ব্যাপার জান্‌তে পেরেছ, তা'হলে বিনী পোড়ারমুখী ধিঙ্গী হয়ে উঠ্‌বে, যোগুর তোমার উপর রাগ হবে, সে রাগ গিয়ে শেষে উমার ঘাড়ে পড়বে। জান্‌তে দেওয়া হ'বে না যে, আমরা সব টের পেয়েছি। পত্র লিখে দেও যে, আমার পুরাতন অম্বল বেড়েছে, বিনোদকে না পাঠালে উমাকে ছাড়া হবে না,—সেবা কর্‌বে কে? সুতরাং তোমার বড় বাহাদুর রসের বেহান তাঁর বাহাদুরীর নিশান বিনোদকে এখানে পাঠালে, তবে উমা শ্বশুরবাড়ী যাবে। এতক্ষণে সব ঠাওর হ'ল? কাল সকালেই যেন পত্র যায়। মনে থাকে যেন? এখন ঘুমাও।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জন।

কাচপাত্রে যাহা রাখিবে, পাত্র তাহারই ভাব, তাহারই বর্ণ গ্রহণ করিবে। পুরুষের আধার স্ত্রী; পুরুষ যেমন হইবে, স্ত্রীও তেমনি হইবে। সুতরাং স্ত্রীজাতি কাচপাত্রের সমান। পুরুষ যদি কাঞ্চন হয়, তবে সেই সংসর্গে স্ত্রী কাচের ন্যায় মারকতী দ্যুতি ধারণ করিয়া থাকে। যোগেশ্বর এখন বিনোদিনীর। বিনোদিনী যোগেশ্বরের আধার—কাচপাত্র। যোগেশ্বর যদি কাঞ্চন হইতেন, তাহা হইলে বিনোদিনী অনায়াসে রত্নস্বরূপিণী হইতে পারিতেন।

কিন্তু ইহা ঠিক কাচ ও কাঞ্চনের সংসর্গ নহে। যোগেশ্বর রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া, যোগেশ্বর বিলাস-লালসায় জ্ঞানহারা হইয়া, বিনোদিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যোগেশ্বর বিনোদিনীর স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়রূপ কাচপাত্রে বিলাসের শোণিতাভ মদিরাধারা ঢালিয়া দিয়াছিল; তাই মদালসা বিনোদিনী মোহময়ী হইয়া যোগেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বিনোদিনীও নূতন সুখে সুখী হইয়া বিমূঢ়ার ন্যায় থাকিত। বিনোদিনী অতীত ও আগামীকে উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে আনন্দ উপভোগ করিত। বিনোদিনী মানবী হইয়াও পিশাচীর আকার ধারণ করিয়াছিল। কারণ বিনোদিনীও যে পিপাসিত হইয়া মদিরাধারা পান করিবার আশায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিল।

দুর্গাঠাকুরাণী উমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া অবধি সুখে ছিলেন না।

উমা যখন কাছে ছিল, তখন বিনোদ তাঁহার যতটুকু সেবা করিত, এখন তেমন সেবা আর করে না। সংসারের প্রতিও বিনোদের পূর্ব্ববৎ তীব্র দৃষ্টি নাই, দাসদাসীতে যাহা করে, এখন তাহাই হয়। বিনোদিনী বোধ হয় মনে ভাবিত যে, "এখন ত দিন কিনিয়া লইয়াছি, যোগেশ্বর ত আমার হইয়াছে,—আর কাহাকে ভয় করি।" দুর্গাঠাকুরাণী যে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও নহে। ভাবভঙ্গি দেখিয়া এবং চাকরাণীদের মুখে শুনিয়া তিনি সব বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এতকাল যোগেশ্বরকে তিনি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেন, এত বড় রূঢ়কথা মুখ ফুটিয়া যোগেশ্বরকে বলিলে, পাছে সে রাগ করে,—রাগের ঝোঁকে তাঁহাকে অপমানসূচক কোন কথা বলিয়া ফেলে, তবেই ত তাঁহার মাথা কাটা যাইবে! স্বামী এবং পুত্র, এই দুই লইয়া হিন্দুনারীর যত গর্ব্ব, যত স্পর্দ্ধা। ঠাকুরাণীর স্বামী নিরুদ্দেশ; পুত্র যোগেশ্বর, উপার্জ্জনশীল এবং স্বাধীন। তাঁহার সেই স্বাধীন পুত্র, নির্ভয়ে মাতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, হিন্দুর পবিত্র সংসারাশ্রমের শীতল আশ্রয়ে থাকিয়া, পাপপঙ্কে ডুবিতেছে। যে পুত্র ঘরে বসিয়া মাতার চক্ষের উপর এমন পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে পারে, সে পুত্র যে মাতার অবমাননা করিয়া হেলায় নূতন পাপ সঞ্চয় করিবে না, তাহাই বা কে বলিল?

দুর্গাঠাকুরাণী অপমানভয়ে এতদিন চুপ করিয়াছিলেন। নিজের কক্ষের কবাট বন্ধ করিয়া সারানিশা কেবল ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন, এবং নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কতই রোদন করিতেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, উমাকে পিত্রালয় হইতে আনাইয়া পাঠাই, বধূ আসিয়া যাহা ভাল হয় করিবে। তাই দুর্গাঠাকুরাণী পুত্রকে কোন কথা না বলিয়া উমাকে আনিবার জন্য বেহাইবাড়ী লোক

পাঠাইয়াছিলেন। বৈবাহিক গিরীশচন্দ্র উমাকে না পাঠাইয়া, লোক মারফৎ একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। দুর্গাঠাকুরাণী এই ছয়মাস কাল যে অপমানভয়ে কোন কথা বলেন নাই, আজ এই পত্র উপলক্ষ্য করিয়া পুত্র যোগেশ্বর মাতাকে সেই অপমানটুকু করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

যোগেশ্বর আহার করিতে বসিয়াছে। কাছারীর পোষাক-পরিচ্ছদ চাকরে ঠিক করিতেছে, বিনোদ পরিবেষণ করিতেছে, মাতাঠাকুরাণী এমন সময়ে পাখা হাতে করিয়া পুত্রকে ব্যজন করিবার জন্য সেইখানে উপস্থিত হইলেন। যোগেশ্বর আহার করিতে করিতে, মাতাকে দেখিয়া একটু মুখ বাঁকাইল, একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, মাতা নিকটে বসিলেন দেখিয়া মুখ তুলিয়া বিরক্তির স্বরে বলিল, "যাও, আর হাওয়া কর্ত্তে হ'বে না, ঢের হয়েছে!"

মা।—কেন বাবা আমি কি কর্‌লুম!

যো।—আমার মাথা আর মুণ্ডু! কর্‌বে আর কি, আমার মাথা হেঁট করেছ। আন্‌তে লোক পাঠালে, কেমন ফিরিয়ে দিলে। আমাকে না বলে, লুকিয়ে লোক পাঠিয়েছিলে, এখন অপমান ভোগ কর।

মা।—অপমান কিসের বাবা! বেহানের শরীর অসুখ, বাঁচেন কি মরেন, কে বল্‌তে পারে। একটি মেয়ে কাছে আছে, তা'কে কি এখন ছাড়্‌তে পারে? তবুও তারা খুব ভদ্দর, তাই লিখেছে যে বিনোদকে পাঠিয়ে দিলে, উমাকে পাঠিয়ে দেবে। এর আর অপমান কি?

যো।—ও একটা ছুতো! তোমারও যেমন বুদ্ধি, তাদের কথায় ভুলে গেলে। আর বিনোদ কি রাঁধুনী যে সকল জায়গায় কেবল রাঁধতে যাবে?

মা।—যোগু—বলিস্ কিরে? বিনোদ রাঁধুনী কি ঠাকুরাণী,—

সে খবর তুই লইবি কেন? বিনোদ বেহাই মহাশয়ের ভাগিনেয়ী; বেহাই মহাশয় তাহাকে এতকাল প্রতিপালন করেছেন। এখন বেহানের—বিনোদের মামীর বড় ব্যামো। তাই বিনোদকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে লিখেছে। তুই পাঠিয়ে দিবি—এইমাত্র। তোর কোন কথা কহিবার অধিকার আছে কি?

যোগেশ্বর মানুষ থাকিলে, মায়ের এই তিরস্কারে মাটীতে মিশাইয়া যাইত। কিন্তু সে লালসার মন্দিরে মনুষ্যত্বকে বলি দিয়া, তবে বিনোদিনীকে পাইয়াছিল। মাতার তিরস্কারে তেমন লজ্জিত না হইয়া, বরং সে একটু ক্রোধের ভাব দেখাইল। উচ্চকণ্ঠে মাতাকে বলিল, "মামা হ'লেই যে একেবারে কংস মামা হ'তে হ'বে, তা'রও ত কোন কথা নয়। ফাঁকি দিয়া বিনোদকে নিয়ে যাবার জন্যে এই সব মিথ্যে কথা রচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করো না সরকার মহাশয়কে—তোমার বেহানের কেমন রোগ!"

মা।—মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্। আমার সম্মুখে পাপ কথা মুখে আনিস্ নে! বিনোদকে নিয়ে যাবার জন্যে যদি এ সব ফন্দী হয় ত, বিনোদকে পাঠিয়ে দিলেই ত আপদ চুকিয়া যায়। আমি আজই বিনোদকে পাঠিয়ে দেব! দেখি, তুই কি কর্ত্তে পারিস্?

যো।—বিনোদকে কিছুতেই পাঠান হ'বে না। বিনোদ গেলে আমায় রেঁধে দেবে কে? তোমার সে আদুরী বৌ ত আর হেঁসেলে যা'বে না?

ক্রোধান্ধা দুর্গাঠাকুরাণী গুণধর পুত্রের এই কথা শুনিয়া আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না—রোষে, ক্ষোভে ও অপমানে জ্ঞানহারা হইয়া একমাত্র পুত্র যোগেশ্বরকে বলিলেন, "তুমি মর।" শেষে মনে মনে জিভ কাটিয়া পুত্রের কল্যাণ কামনা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন;—"তা

বেশ। আমাকে আজ কাশী পাঠিয়ে দিতে হ'বে! আমি আর এখানে থাক্‌বো না। এই বারোটার গাড়িতেই যাবো।"

যোগেশ্বর কোন উত্তর করিল না। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাতের থালা ফেলিয়া উঠিয়া গেল। দুর্গাঠাকুরাণীও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শুষ্কমুখে, অনাহারে, দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়া, যোগেশ্বরের পাপগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন; কোন প্রতিবেশীর নিকট নিজের চুড়ী ও বালা বন্ধক রাখিয়া, উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিলেন। পল্লীর পুরোহিত ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে যাইলেন। যোগেশ্বর মাতাকে ফিরাই-বার কোন চেষ্টাই করে নাই। বিদায়কালে যোগেশ্বর মাতার চরণদর্শনও করে নাই। অন্নব্যঞ্জনের থালা অভুক্ত ফেলিয়া অনাহারে সে কাছারী চলিয়া গিয়াছিল। সারাদিন আফিসের কার্য্য করিয়াছিল; আর দূর তুফানের ঢেউ যেমন পর পর ঠেলিয়া আসিয়া স্থির সমুদ্রগর্ভকে ফুলাইয়া তোলে, তেমনি মাতার গৃহত্যাগজনিত নানান ভাবনার ঢেউ তাহার বিচারাসনযোগ্য স্থির ও গম্ভীর মুখখানিকে মধ্যে মধ্যে ফুলাইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বিনোদিনীর সঙ্গসুখের তৈলধারা আসিয়া তাহার সকল ক্ষোভকে শান্ত করিতেছিল।

যোগেশ্বর,—এই শেষ! সংসারের তৃপ্তি ও তুষ্টির এই শেষ! তোমার সব ফুরাইল,—এত সাধের মা' বলাও ফুরাইল!!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

উমার আগমন।

দুর্গাঠাকুরাণী কাশীধামে পঁহুছিয়াই একখানি পত্র অন্যের দ্বারা লেখাইয়া উমাসুন্দরীকে পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লেখা ছিল "মা, আমি কাশীবাস করিব বাসনা করিয়াছি। বাবা বিশ্বনাথের কৃপা হইলে, কাশীতে থাকিতে পাইব; তবে কালভৈরবের তাড়না পাইলে, নিতান্ত পক্ষে কাশীত্যাগ করিতে হইলেও, অন্য কোন তীর্থস্থানে যাইয়া বাস করিবার চেষ্টা করিব। আমি আর সংসারে ফিরিয়া যাইব না, আর যোগেশ্বরের অন্ন খাইব না। মা মঙ্গলচণ্ডী যোগেশের মঙ্গল করুন; মা তুমি আসিয়া তোমার ঘর-সংসার বুঝিয়া লইও। আমার পত্র পাঠ-মাত্র তোমার পিতাকে সঙ্গে করিয়া তুমি বাঁকীপুরে চলিয়া আসিবে। তুমি না আসিলে, আমার স্বামীর বংশে কলঙ্ক পড়িবে। মা, আমি তোমার নিকট অপরাধিনী আছি। যেমন ভাবে গৃহিণীপনা করিলে সকল দিক রক্ষা পাইত, আমি তেমন ভাবে গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই। আমার দোষে, তুমি মা, এখনও বাহিরে আছ, আমার দোষে, আমার যোগেশ পাপকার্য্যে অবসর পাইয়াছে,—আমার দোষেই আমার স্বামীর সংসারে পাপ প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। অভাগিনী আমি, যে দিন এইটুকু বুঝিতে পারিলাম, সেই দিনই আমি আমার সাধের বাছা যোগেশকে একলা ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছি।"

"তুমিই বুঝিতে পারিবে, আমি আমার প্রাণ কোথায় রাখিয়া আসি-

য়াছি। এতদিন তোমাদের কাহাকেও বলি নাই,—আজ তোমায় স্পষ্ট বলিব, আমার স্বামী আমাকে ছাড়িয়া যাইবার সময়ে আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "দেখ, যখন বুঝিবে সংসারে পাপ প্রবেশ করিবে তখনই সব ভুলিয়া কাশীধামে চলিয়া আসিবে। আমি যদি তখন জীবিত থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" আমি জানি,আমার স্বামী মানুষ নহেন—দেবতা। তিনি যাহা বলিতেন, তাহা সত্যই বলিতেন। আমি বিংশতিবৎসরকাল স্বামিহারা থাকিয়াও সধবার বেশ ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমার স্থির বিশ্বাস আমার স্বামী জীবিত আছেন, এতদিন পরে এইবার তাঁহার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় বুক বাঁধিয়া আমার যোগেশকে ছাড়িয়া কাশীধামে আসিয়াছি;—আমার আশা পূর্ণ হইবে। মা নারীর পক্ষে পুত্র অপেক্ষাও স্বামী প্রিয়; নারীর পক্ষে এক পুত্রকে ত্যাগ করা সম্ভব, কিন্তু স্বামী ত্যাগ করা সম্ভব নহে। স্বামীর দোষে যেমন রমণী নষ্ট হয়, পত্নীর দোষেও তেমনি পতি দুষ্ট হইয়া থাকেন। স্বামীর চরিত্রে যে স্ত্রী সন্দেহ করে, তাহার মরণই ভাল। কারণ আমার বিশ্বাস, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে যে দিন হইতে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিবে, সেই দিন হইতে স্বামী ভ্রষ্ট হইবেন।"

"তুমি মা বড় ভয় পাইয়াছিলে, বিনোদের ব্যবহার দেখিয়া, যোগেশ্বরের বুদ্ধিবিকৃতি দেখিয়া তুমি মা বড় ভয় পাইয়াছিলে। ভয়ে বিহ্বল হইয়া পিত্রালয়ে পলাইয়া গিয়াছিলে। আমাকে স্পষ্টভাষায় কিছু না বলিলেও, আমি তোমার ভঙ্গী দেখিয়া সব বুঝিয়াছিলাম। তুমি যদি মা, না পলাইতে তবে বুঝি এতটা কেলেঙ্কারী হইত না। তা তোমারই বা দোষ দিব কি? আমারই দোষ—আমারই মূর্খতা, নহিলে এতটা হয়! তোমাকে আমি খেলাঘরের কাঁচের পুতুলের মত রাখিতাম,

তুমি তোমার সদানন্দ-মাখা মুখখানি লইয়া, আমার সংসার আলো করিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে, আমি তাহা বড় সুন্দর দেখিতাম; আমি কেবল আমারই নয়ন সার্থক করিতাম, আমি কেবল আমারই সাধ মিটাইতাম। তখন ভাবিতাম, আমার চিরদিন এমনই যাইবে। তখন মনে হইত, আমার যোগেশ চিরকালই আমার কোলজোড়া বুকভরা ছেলেই থাকিবে। কিন্তু বিধাতার বিধান স্বতন্ত্র হইল, আমার পুণ্যের সংসারে পাপ আসিল। আমি কি আর সেখানে থাকিতে পারি, মা? আমার পরকালের ভাবনা ত ভাবিতে হইবে? আমার দেবতা স্বামীর আদেশ ত পালন করিতে হইবে! কি বলিব মা কত ব্যাথা পাইয়া যে পলাইয়া আসিয়াছি, তোমায় আর তাহার কি পরিচয় দিব। তবে তোমায় একটা কথা বলিয়া রাখি;—মা, উমা, আমার পক্ষে যোগেশ এখন যাহাই হউক, সে তোমার স্বামী—পতিদেবতা। তাহার গৃহ, তাহার আশ্রয়, তোমার পক্ষে স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার ইহকাল পরকাল সেই যোগেশ্বর;—সে যে তোমার ইষ্টদেবতা! তুমি স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া পাপ করিয়াছিলে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই আরম্ভ হইল, কতদিন এ তুষানলের জ্বালা যে তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, তাহা বাবা বিশ্বনাথই জানেন। তবে আমি কায়মনে এই তীর্থস্থানে বসিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার শীঘ্র দুঃখ দূর হইবে, তুমি আবার সর্ব্বসুখী হইবে। তবে আপাতত তোমাকে তুষানলের জ্বালা সহিতেই হইবে,—জ্বালার ভয়ে মা স্বামিসঙ্গ বর্জ্জন করিও না, জ্বালার তাড়নায় মা স্বামিসেবায় অবহেলা করিও না। এস মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমার দেবতা স্বামীর বংশধরের পুণ্যস্বরূপিণী—এস মা, আমার ঘরে আসিয়া, আমার যোগেশের কাছে থাকিয়া, আমার ইহকালের সুখবর্দ্ধন কর! আর দেখা হইবে না, চিতায়

উঠিবার পূর্ব্বে আর তোমার চাঁদমুখের হাসি দেখিয়া সুখী হইতে পারিব না। যদি আমার সুকৃতি থাকে ত মরণকালে আমি স্বামিসন্দর্শনে ধন্যা হইব; তোমাদের ভাগ্যে থাকে ত, দুইজনে সেই সময়ে আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইও, আমি তোমাদের যুগলরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইব,—সুখে মরিতে পারিব। আমার এই শেষ, আমার দোষে আমার পাতান দোকান হাটের দিনেই উঠিয়া গেল!"

উমা যথাকালে এই অপূর্ব্ব পত্রখানি পাইল। পত্রখানি পাঠ করিয়া কতকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল, পরে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল,—কাঁদিতে কাঁদিতে আবার পত্র পাঠ করিল। শেষে পত্রখানি পিতা গিরীশচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিল। বিজ্ঞ বৃদ্ধ গিরীশচন্দ্র পত্রখানি পাঠ করিয়া বিচলিত হইলেন, কন্যা উমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তবে চল মা, তোমাকে আজই বাঁকিপুরে রাখিয়া আসি।" গৃহিণী পাকাচুলে এক কপালে সিন্দূর মাখিয়া আসিয়া কর্ত্তার মুখে সব শুনিলেন, পত্রখানি উমাকে দিয়া পাঠ করাইয়া ভাল করিয়া বুঝিলেন, শেষে নথ নাড়িয়া বলিলেন, "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, মাগীর তাই হয়েছে। এখন কি আর ভাঙ্গা জোড়া লাগে! ভাল পথে আবার আসিলেও, জামাই চিরকাল উমার কাছে লজ্জিত থাকিবেন, উমাও চিরকাল স্বামীর কাছে অপরাধিনীর মত হইয়া থাকিবে। সংসারে আর সে গালপোরা হাসি, বুকভরা সুখ সম্ভব হইবে না। আমার উমার কপাল, আমার নিজের পোড়াকপাল! আমি মিন্‌সেকে তখনই বলিয়াছিলাম যে, বাপ্‌খেকো ছেলের সঙ্গে উমার বিবাহ দিস্‌নে; উমা কখনও সুখী হইতে পারিবে না। স্ত্রীলোকের স্বামী মরিলে যেমন চিরদুঃখিনী বিধবা সাজিতে হয়,—মর্কটের ফাঁদে পড়িলেই তাহার ইহপরকাল নষ্ট হয়; তেমনি পুরুষ মানুষের ছেলেবেলায় বাপ মরিলে বা দেশান্তরি হয়ে গেলে পুরুষও কতকটা

বিধবার মত হয়; তাহার মতির স্থির থাকে না,—যা করে, তাইতেই বাড়াবাড়ি করে। মিন্‌সে তখন পুরুষত্ব খাটিয়ে, আমার কথা শুন্‌লে না, এখন ত'ার ফলভোগ কর। গরীবের কথা বাসী হ'লেই খাটে। যাক্‌, ভেবে আর কি হ'বে, উমার যা কপালে আছে, তাই হ'বে। বাপ মা ভাল দেখে বিয়ে দিতে পারে, সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে পারে, ভাগ্য ত ভাল ক'রে দিতে পারে না। যা হ'বার, তাই হ'বে। এখন উমাকে বাঁকিপুরে পাঠিয়ে দিতেই হইবে, ইহার আর অন্যমত নাই।"

উমা পিতামাতার মুখে এক রকমের কথা শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইল—একটু বিষাদের হাসি হাসিল। উমা ভাবিল, কপালে যাহা আছে, তাহাত ঘটিবেই, আপাতত স্বামি-সন্দর্শন যে বড় লাভ! ইহার উপর দুর্গাঠাকুরাণীর ন্যায় শ্বশ্রূর আদেশ, দেবতার ন্যায় শ্বশুরের সংসারে লক্ষ্মী-প্রদীপের রক্ষা—এ সব ত উমাকেই করিতেই হইবে! যাহাদের স্বামী মদ্যপ বা বেশ্যাসক্ত, তাহাদের সংসারে বধূরা কি সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালে না?—স্বামীরই যেন স্ত্রী, কিন্তু গৃহস্থসংসারের বধূ যে লক্ষ্মী! লক্ষ্মী উমা নিজকর্ত্তব্যপালনে হেলা করিবে?—তাও কি হয়! ছেলে দুইটি হইয়াছে তাহাদের ত ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করিতে হইবে, তাহাদিগকে ত সুখে-সচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতে হইবে! স্বামী এখন মোহিনী-মন্ত্রে মুগ্ধ বলিয়া কি উমা সংসার-ধর্ম্ম ছাড়িবে?—এমন হইতেই পারে না। উমাকে যাইতেই হইবে; যোগেশ্বরের কাছে থাকিয়া দাসীপনা করিয়া দিনযাপন করিলে এবং ছেলে দুইটিকে তাহার অর্থে—যেমন করিয়া হউক মানুষ করিলে, উমার পক্ষে তাহা সহস্রগুণে স্পর্দ্ধার পরিচায়ক হইবে। কিন্তু বাপের বাড়ী থাকিয়া ছেলে দুইটিকে ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালন করিয়া মামার ভাগিনেয় করা তেমন স্পর্দ্ধার হইবে না।

উমা সেই দিনই পিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাঁকীপুর রওনা হইলেন। পরদিন প্রাতে বাঁকীপুরের বাসায় যাইয়া পঁহুছিলেন।

উমা স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দিল। কিন্তু, উমার প্রভাবে এমন আগুনও শীতল হইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে, যোগেশ্বর কাছারী যাইবেন ; বড়সাহেব পরিদর্শনে আসিবেন, তাই তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে। যোগেশ্বর আহারে বসিয়াছেন ; বিনোদিনী পরিবেষণ করিতেছে। বড় খোকা একটু দূরে চোরটির মত খাইতে বসিয়াছে। তাহার পিতামহী কাশী চলিয়া যাওয়া অবধি তাহার আর কোন আদর নাই। সে পার্শ্বে বসিয়া নিঃশব্দে আহার করে, নিঃশব্দে স্কুলে চলিয়া যায়। যাহার আব্দারে পাড়া কাঁপিয়া উঠিত, যাহার আদরে যোগেশ্বর স্বয়ং ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন,—সে এখন পিতামাতা বর্ত্তমানে একবারেই চুপ হইয়া গিয়াছে। পিতার কাছে কোন দুঃখের কথা জানায় না, বিনুমাসীর কাছে কখনও খাবার চাহিয়া খায় না,—কাপড় ছিঁড়িয়া গেলেও, জুতা ফাটিয়া গেলেও, সে কোন কথা কহে না ; তাহার সে গালভরা হাসিও নাই।

পিতা-পুত্রে আহারে বসিয়াছে, বিনোদিনী গলিয়া-চলিয়া কাঁপিয়া-হাসিয়া যোগেশ্বরকে পরিবেষণ করিতেছে। এটা খাও—[illegible] খাও—মাথা খাও বলিয়া যোগেশ্বরকে নানাসামগ্রী খাওয়াইতেছে, পরে স্থালীতে যদি কিছু পড়িয়া থাকে ত তাহাই বিরক্তির সহিত খোকার থালে ফেলিয়া দিয়া পাকশালায় চলিয়া যাইতেছে। বিনোদ আর সংসার দেখে না, [illegible]কুলনের প্রতি কোন দৃষ্টি রাখে না। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ-হারে মাসে মাসে যোগেশ্বরের সংসারে এখন অর্থব্যয় হইতেছে। বিনোদ আর

সে বিনোদ নাই ; বিনোদ এখন রসময়ী, ভাবময়ী,—বিলাসময়ী। বিনোদ এখন পিশাচী।

যোগেশ্বর দুধের বাটি তুলিয়া মুখে দিবেন, এমন সময়ে বাটীর দ্বারে গড়্ গড়্ করিয়া একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া থামিল। বড় খোকা গাড়ীর শব্দ শুনিয়া উচ্ছিষ্ট মুখেই "মা এসেছ" বলিয়া ছুটিয়া গেল। খোকার কথা শুনিয়া যোগেশ্বরের হাতের বাটি হাতেই রহিল ; রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বিনোদিনীও সে কথা শুনিল, তাহার গোলাপী মুখখানি শাদা হইয়া গেল। হঠাৎ বজ্রাঘাত হইলেও বুঝি কোথাও এমন স্তম্ভিত ভাব হয় না। বাড়ীর সব নিস্তব্ধ, চাকর-চাকরাণী চুপ,—বুঝি গরুবাছুরও চুপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সত্যসত্যই উমাসুন্দরী আসিয়াছেন, সঙ্গে পিতা গিরীশচন্দ্র ; উমার ক্রোড়ে আটমাসের ছেলে—ছোট খোকা, আর একগাড়ী সামগ্রী-পত্র। গিরীশবাবুর ইঙ্গিতে চাকরে ও খানসামায় মোট, গাঁটরী, ট্রঙ্ক-বাক্স নামাইল ; একে একে বাহিরের দালানে সব সাজাইয়া রাখিল। গাড়োয়ানকে গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া, গিরীশবাবু জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের হস্ত ধারণ করিলেন এবং ছোট খোকাকে উমার কোল হইতে নিজের কোলে লইয়া যোগেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে উমা ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল।

গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া পিতাপুত্রী একসঙ্গে দাঁড়াইলেন। বড় খোকা এঁটো মুখে, এঁটো হাতে মায়ের অঞ্চল ধরিয়া, পিতা যোগেশ্বরের প্রতি তাকাইয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা, আমার মা এসেছে, আমার ভাইটি এসেছে, আমার দাদামণি এসেছেন ; বাবা,—দেখ, দেখ ! ওহো কি মজা !" খোকা তাড়াতাড়ি এই কথা বলে, আর মায়ের অঞ্চল ধরিয়া নাচে, কখনও মায়ের দক্ষিণ হস্তের চুড়ীগুলি নাড়িয়া শব্দ করে, আর

নাচে ;—আর তাহার শুষ্ক কোটরগত চক্ষুর দুই পার্শ্ব বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে। এই কয়মাসেই বড়খোকা সুখদুঃখের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। সে এখন মানুষের মত কাঁদিতে শিখিয়াছে। সে সুখে কাঁদিল ; কেন না, এখন তাহার আর কিসের ভাবনা ?—এখন যে ম [illegible] আসিয়াছেন !

যোগেশ্বর আর থাকিতে পারিলেন না, দু [illegible] বাটি রাখিয়া উঠিলেন, হাত-মুখ ধুইলেন এবং সিক্তমুখে সিক্ত [illegible] শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া, যেন রুদ্ধকণ্ঠে তোত্‌লার মত কষ্টে বলিলেন "আমাকে শীঘ্র কাছারী যাইতে হইবে ; আমি চলিলাম ; আপনি আহারাদি করিয়া ততক্ষণ বিশ্রাম করুন।" এইটুকু বলাও শেষ হইল, আর অমনই নতমস্তকে বাহিরবাটীর দিকে তিনি চলিয়া গেলেন। ছোট খোকাকে কোলেও করিলেন না, উমার প্রতি তাকাইয়াও দেখিলেন না।

বিনোদিনী এতক্ষণে সামলাইয়াছে,—মুখ সামলাইয়াছে, বুকও সামলাইয়াছে। সে চেষ্টা করিয়া ধীর-ভাবে অগ্রসর হইল——পূর্ব্বেকার মত স্থিরধীর ভাব তাহার আর নাই ; অতি সংযতভাবে চলিলেও প্রত্যেক পদবিক্ষেপে তাহার সর্ব্বাঙ্গের ভিতর হইতে যেন একটা কেমন বিলাসের ঢেউ উছলিয়া পড়ে। বিনোদ বুঝিয়াছিল যে,এমন বিলাস-বিজড়িত দেহলতা লইয়া,এমন সদা-তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠাধর লইয়া,এমন তীব্র কটাক্ষসমন্বিত নয়নযুগল লইয়া, মাতুলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না [illegible]। বিনোদ বুঝিয়াছিল,যে বিনোদিনীকে গিরীশচন্দ্র "পাষাণপ্রতিমা" [illegible]য়া এতকাল আদর করিতেন, সে বিনোদিনী এখন প্রণয়-পুষ্পপরাগ-পরিলিপ্ত হইয়া, বাসনা-শিশিরসিক্ত হইয়া, সোহাগমলয়মারুতের হিল্লোলে টলিয়া ঢলিয়া গলিয়া যাইতেছে ;—এ অবস্থায় কি মাতুলের সম্মুখী হইতে পারা যায় ? আর, ঐ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যে সুন্দরী আগ্রীব অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া অশ্বত্থপর্ণবৎ কাঁপিতেছেন—তাঁহার সম্মুখেই বা এ অবস্থায় কেমন করিয়া যাওয়া

যায়! কিন্তু না যাইলেও নয়! লোকে কি বলিবে, মামা কি ভাবিবেন, চাকর-চাকরাণী কি মনে করিবে! কাজেই বিনোদিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মাতুলকে প্রণাম করিল; ছোট খোকাকে কোলে লইতে চাহিল, কিন্তু গিরীশচন্দ্র ছোট খোকাকে ছাড়িলেন না,—কোন কথা না বলিয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া দালানের উপরে উঠিলেন।

উমা সর্ব্বাগ্রে নিজের কক্ষের দিকে একবার যাইলেন, কক্ষদ্বার হইতেই নিজ প্রকোষ্ঠের সাজ-সজ্জা দেখিলেন,—টেবিল চেয়ার, আয়না ছবী, শয্যা,আলান, আলমারী, বাক্স সব দেখিলেন; দেখিয়াই ত্বরিতপদে ফিরিয়া আসিয়া দালানের একস্থানে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। আর তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুইটির চারিপার্শ্ব যেন ফাটিয়া অজস্রধারে বারিবিন্দু পড়িতে লাগিল,—বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল, মেজের মাটী আর্দ্র হইয়া উঠিল। বড় খোকা মাতার ব্যবহার দেখিয়া এতক্ষণ অবাক্ হইয়াছিল, এইবার মায়ের চক্ষের জলধারা দেখিয়া তাহারও চোখ্ দুইটি গলিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু সে চুপ করিয়া কাঁদিতে পারিল না—মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখে মুখ মিলাইয়া "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ মাতাপুত্রে কাঁদিল, শেষে বড় খোকা মায়ের প্রকোষ্ঠের প্রতি তাকাইয়া বলিল "ও ঘরে যাইও না মা,—ও ঘরে বিনুমাসী শোয়; বাবা বি——।" উমা তাড়াতাড়ি পুত্রের মুখে হাত দিয়া বলিলেন "ছিঃ বলিতে নাই—পাপ হয়, চুপ কর।"

গিরীশ বাবু কোন সমাচারই জামাতাকে পূর্ব্বে লেখেন নাই; তাই তাঁহাদের আহারের জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত ছিল না। উমা স্নানাদি সমাপন করিয়া, নিজেই পাকশালায় যাইলেন, স্বহস্তে পিতার জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। গিরীশ বাবু বেলা দেড়টার সময় পূজাপাঠ শেষ

করিয়া আহারে বসিলেন, বড় খোকাও তাঁহার সঙ্গে আবার খাইতে বসিল। বড় খোকা আহার করিতে করিতে বলিয়া ফেলিল "দাদামণি, মায়ের রান্না এত মিষ্টি লাগ্‌ছে কেন? বিন্দুমাসীর তরকারী অত তিত হয় কেন?" উমা কাছে বসিয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে আবার বলিলেন, "বাবা, এমন সকল কথা মুখে আনিও না, তোমার যে মাসী-মা!" বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় সকলে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামি-সন্দর্শন।

সন্ধ্যার সময়ে যোগেশ্বর আফিস হইতে ফিরিলেন। আজ উমা সকল যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে;—যেখানে নিত্য কাপড় থাকে, গামোছা থাকে, জল থাকে, ঠিক সেই খানেই সব আছে। সেই নয় মাস পূর্ব্বে যখন বিনোদিনী ছিল না, উমা একলা ছিল, মাতা দুর্গাঠাকুরাণী গৃহকর্ত্রী ছিলেন, তখন যে ভাবে উমা স্বামীর কাপড় গামোছা রাখিত—আজ আবার তেমনি ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। উমা নিজের হাতে পান সাজিয়াছে, নিজের হাতে জলখাবার তৈয়ার করিয়াছে, নিজের হাতে আসন পাতিয়া জলের গ্লাস রাখিয়া আহারের স্থান করিয়াছে। উমা চাকর-চাকরাণী কাহাকেও কিছু করিতে দেয় নাই।

যোগেশ্বর হাত-মুখ ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া স্বকক্ষে আসিলেন, আসিয়াই, ব্যবস্থা দেখিয়া কেমন যেন একটু চম্‌কাইলেন; কিন্তু চঞ্চল ভাবটুকু তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিয়া আহারে বসিলেন। সত্যসত্যই রন্ধন সুন্দর হইয়াছিল; যোগেশ্বর একলা সব খাইলেন, পাতে তেমন কিছু রাখিলেনও না। শেষে যখন গ্লাস মুখে দিয়া জল পান করিতেছেন, তখন সম্মুখের দ্বারের পার্শ্বে কাহার পদের শব্দ হইল—সেই পুরাতন, সুপরিচিত চুটকির শব্দ, সেই কোমল চরণের অস্ফুট অব্যক্ত শব্দ যোগেশ্বরের কর্ণগোচর হইল। যোগেশ্বর আবার কাঁপিয়া উঠিলেন। সচকিত

নেত্রে যোগেশ্বর একখানি রঙ্ করা কাপড়ের অঞ্চল দেখিতে পাইলেন, পরে অলক্তকানুলিপ্ত ক্ষুদ্র একখানি চরণের অঙ্গুলিগুলি দেখিতে পাইলেন;—যোগেশ্বর তবুও হাঁ করিয়া দেখিতেছেন,—যেন লোক চিনি-বার জন্য নয়ন বাহির করিয়া দেখিতেছেন!—এইবার নীলাম্বরাবগুণ্ঠিতা কনকব্রততীর ন্যায় ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে উমাসুন্দরী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

যোগেশ্বরের আর জল পান হইল না। উমা কক্ষে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে কপাট ভেজাইয়া দিল, পরে নিজের মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। কি-যেন-একটা-কিসের প্রভা অমনই কক্ষময় ছড়াইয়া পড়িল। মুকুরে সূর্য্যকিরণ পড়িলে, মুকুর-প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমন প্রকোষ্ঠ-প্রাচীরে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই অপসারিতা-বগুণ্ঠন উমামুখ হইতে কি-জানি-একটা-কিসের আলো সেই কক্ষের চারিদিকে ধীরে ধীরে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। যোগেশ্বর বহুদিন এ প্রভা দেখেন নাই! যোগেশ্বর আবার কাঁপিয়া উঠিলেন।

হাস্যমুখী উমা, ঠোঁটের উপর হাসি রাখিয়া,চোখের কোলে দুই বিন্দু জল রাখিয়া, অঞ্চলের এক দিক গলায় জড়াইয়া, করযোড়ে অবনত মস্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া,টিপ্ করিয়া স্বামীকে একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল। যোগেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অমনই উমা পথ আগুলাইয়া কপাটের উপর পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইল। যোগেশ্বর বিপদে পড়িলেন; সম্মুখে শতদলকমলবৎ ঢল্‌ঢলে একখানি মুখ, আর হৃদয়মধ্যে অস্তগমনোন্মুখ, পরিম্লান-জ্যোতিঃ পূর্ণশশধরবৎ আর একখানি মুখ। একখানি মুখে সদাই দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, আর একখানি মুখের সকল জ্যোতিঃ নিভিয়া যাইতেছে। যোগেশ্বর একবার মনোমধ্যে এক চিত্র দেখিলেন, পরক্ষণেই নয়ন মেলিয়া কক্ষমধ্যে দেখিলেন—সেই মুখ,

ফুল্লারবিন্দবৎ স্নেহভরে সদা ঢল্‌ঢলে সেই মুখ! কোন্‌টা ভাল, যোগে-শ্বর?—ভিতরের উষাসমীরবিচ্যুত শেফালী কুসুমের ন্যায় মুখখানি সুন্দর?—না, ঐ বাহিরের ভুবনভুলান আলোকভরা চাঁদপারা নীলাম্বরে খচিত মুখখানি সুন্দর?

যোগেশ্বর হাসিলেন, মনের সহিত বিচারে হারিলেন; পানের ডিবা হাতে করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন।

উমা দরজার কপাট ছাড়িয়া স্বামীর শয্যার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "বলি, বোবা হয়েছ কতদিন! যদি অপ-রাধিনী হইয়া থাকি ত ক্ষমা করিও। তোমার ছেলেকে কোলে করিয়া আনিয়াছি, তোমার সংসারে আমারও একটু স্থান হ'বে।"

যোগে।—তোমায় দেখে বোবা হয়েছি; তোমায় দেখে আমার মাকে মনে পড়্‌ছে; তোমায় দেখে বাবার কথা মনে হচ্ছে; তোমায় দেখে সব মনে আস্‌ছে। আমি কি এখন কথা কহিতে পারি? তুমি এমন কেন হয়েছ?

উমা।—কেমন আবার হলুম্? তোমারই চোখ্ কেমন হয়েছে। এখনই এসে, ঝগড়া আরম্ভ করবো না। কেমনই বদ্ অভ্যাস, ও ছাই—যায় না! যাক্ সে কথা, যা হ'বার তা ত হয়েছে; এখন মাস দুই তিনের ছুটী নিয়ে চল আমরা কাশী গিয়ে মাকে দেখে আসি। মার কোলে মাথা রাখ্‌লে সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে

যোগে।—বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ। আমি মার কাছে না গেলে পাগল হয়ে যাবো। আমি আজই ছুটির দরখাস্ত করবো। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে যাবে? কৈ, তোমার ত সে খল্‌খল্ হাসি নেই, সে সব কিছুই নেই! তবুও তুমি যাবে?

উমা।—তুমি যেখানে যাবে, আমি সেই খানেই যাবো। কৈ

তুমিও ত তেমন করে আঁচল ধরে টান্‌ছ না, তুমিও ত তেমন করে মুখ ভেঙ্গাচ্ছ না, খোঁপা খুলে দিচ্ছ না!—আমি হাঁস্‌ব কেন? বিদেয় নিয়ে যে দিন বাপের বাড়ী যাই, সে দিন বলে গিয়েছিলুম ত, আর তোমাকে নিয়ে ধূলা-খেলা কর্‌বো না; ছেলে-বুদ্ধির দোষে শেষে আবার আমার মোতীর দানা ধূলায় লুটাবে! তুমি আমার স্বামী, আমার দেবতা—আমার সেবার সামগ্রী। আমি ঠেকিয়া বুঝিয়া, এই সব শিখেছি। আমি এখন ঘরের গিন্নী।

যোগে।—দেখ, আমার মত ভ্রষ্ট কর্ত্তার গৃহিণী হইতে তোমার কষ্ট-বোধ হয় না?

উমা।—খোষামোদের কথা তোমায় বলিব না, সত্য কথাই বলিব। দেখ, দাঁতের এক-টুকরা ভাঙ্গিয়া গেলে, জিভের আগা কাটিয়া যায়; তথাপি কিন্তু জিভ্ সেই ভাঙ্গা দাঁতের গোড়ায় লাগিয়া থাকে। কোমল জিভ সর্ব্বদা সেই ক্ষুরধার ভাঙ্গা দাঁতের গোড়ায় থাকিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও সরিয়া যায় না। যতদিন না ভাঙ্গা দাঁতের পাশ গোল হইয়া যায়, যতদিন না সেই দাঁতে আবার সুখে চিবান চলে, ততদিন জিভ নিজের কোমল দেহ কেবল দাঁতের উপর ঘসিতে থাকে। ইহাই জিহ্বার ধর্ম্ম। তুমি আমার সম্মুখের দাঁত; কপালদোষে সে দাঁতের এক টুকরা—একটি চটা খসিয়া পড়িয়াছে; তাই দাঁতের পার্শ্ব বড়ই ধারাল হইয়াছে; আমার সাধের জিহ্বা ইহার সংস্পর্শে শতধা ছিন্ন হইলেও নিজের স্থান-চ্যুত হইতে পারে না! ভাঙ্গা দাঁতের পার্শ্বে আমাকে অহরহ লাগিয়া থাকিতে হইবে। আবার যেমন ছিল, তেমনই হইবে। আমার মা আমাকে এই কথাটি বলিয়া, তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি মায়ের কথার মর্ম্ম বুঝিয়াছি; আমার দুঃখ কি?

যোগে।—এই কয় দিনে তুমি এত কথা শিখেছ? কিন্তু সান্ত্বনার কথা

যতই বল না কেন, আমি যে এই ছয়মাসের কথা ভুলিতে পারি না। এখন সব বুঝিতে পারিতেছি, এখন যেন দিব্যচক্ষে সব দেখিতেছি। বল দেখি, আমি কি করি!

উমা।—বাবা আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন যে, জগদম্বার অপার কৃপা-গুণে সংসারে বিস্মৃতি আছে। তাই মানুষ শান্ত থাকে, সৃষ্টি রক্ষা পায়। এই জন্যই মায়ের নাম মহামায়া। যাহা হইবার তাহাই হয়; কিন্তু যাহা হয়, তাহা যদি সদাই মনে থাকে, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে আর সংসার করা চলে না। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য সংসারে চক্রবৎ আস্‌ছে যাচ্ছে, যাচ্ছে আবার আস্‌ছে; যিনি এই যাতায়াত ও পরিবর্ত্তনের ভাবকে উপেক্ষা করিতে পারেন, তিনিই ভাগ্যবান্ পুরুষ। বাবা ত আমাকে এইটুকুই বুঝিয়ে দিয়েছেন;—আর বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি আমার স্বামী—আমার সংসারের সার, আমার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বস্ব! রোষ, ক্ষোভ, ভয়-ভাবনা, তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার করিতে নাই। তোমার কার্য্যাকার্য্যের আলোচনায় আমার অধিকার নাই। আমার অধিকার, কেবল তোমার সেবায় আছে। আমি সেবা করিব, আর তোমার মুখপানে তাকাইয়া থাকিব। ভাল-মন্দের বিচার আমি করিবার কে? তুমি তজ্জন্য ব্যথিত হইবার কে? ছেলে দুইটি কোলে লও, উপার্জ্জন কর, আর ইচ্ছা হয় যদি, তেমনই করিয়া আমার সঙ্গে আবার দুষ্টুমি কর।

যোগে।—তুমি যে, স্বর্গের দেবীর মতন কথা কইতে শিখেছ। দেখ, আমার প্রথমে বড় ভয় হয়েছিল,—না জানি তুমি কতই কাঁদ্‌বে, কতই তিরস্কার কর্‌বে, আমাকে কতই লজ্জা দেবে, তাকে কতই গালি দিবে, কত-কি কারখানা কর্‌বে! আমি এই ভয়ে তাড়াতাড়ি আফিসে পালিয়েছিলুম। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে, তোমার ব্যবহার দেখে,

আমার লজ্জা দূরে গেল, ভয় দূরে গেল,—আমি যেন কতকটা আশ্বস্ত হলুম। তুমি এ সব কেমন করে শিখলে ?

উমা।—অবস্থার প্যাকে ফেলে দেবতাই মানুষকে সব শিখায়। মানুষ ঠেকিয়া না শিখিলে, ভাল করিয়া শিখিতে পারে না। আচ্ছা, তোমার যে লজ্জা দূরে গেল, ভয় দূরে গেল,—বল্‌লে! কৈ, আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌লে না, আমার খোঁপা খুলে দিলে না ?—সহজে খুল্‌তে পার্‌বে বলে, আজ কেবল "বেণে খোঁপা" বেঁধে এসেছি।

শুষ্কমুখে যোগেশ্বর হাসিল,—হাসিয়া উমার হাত ধরিল।

উমা! তোমার মত নারী গৃহে গৃহে থাকে না কেন ?

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ।

পরদিন প্রত্যূষে উমা শয্যাত্যাগ করিয়া, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া উঠিলেন ; এমন সময়ে যোগেশ্বর অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ঘুম-ঘোরে উমার অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন, এবং বলিলেন, "এখন যাইও না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।"

উমা।—সকাল বেলা! এখন আবার কিসের পরামর্শ!

যোগে।—ছুটির দরখাস্ত যে করব, তা কয় মাসের ছুটি চাই! এখানকার বাসা কি উঠাইয়া যাইব? তিন মাসের ছুটি চাহিলে, ছুটির পর অন্যত্র বদলী করিবে। সেইটা বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে।

উমা।—এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া ভাল। এ বাড়ীর সঙ্গে দুঃখ-স্মৃতি জড়ান আছে,—মনে হয়, পাপের ছায়া এ বাড়ীতে লাগান আছে। বাড়ীও ছাড়্‌তে হবে, জেলাও ছাড়্‌তে হবে। বাসার সামগ্রীপত্র যা কিছু আছে, তার মধ্যে যে সকল সঙ্গে লইয়া যাওয়া চলে ও রেলের ভাড়া পোষায়, সেইগুলি সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'বে। বাকী কাট্‌রার জিনিষ বেচিতে হইবে। বাবা এখানে আছেন, বাবার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ কর্ত্তে হবে।

যোগে।—আর বি—নো—দে—র কি ব্যবস্থা করা যাবে?

উমা।—সে ভাবনা তোমার কেন? আমি যা হয় একটা ক'রব

এখন। অত ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে দিদির নামটা কল্লে যে! ছিঃ! আমার কাছে এখনও এত সঙ্কোচ!

যোগে।—সঙ্কোচের কারণ আছে। আমার কি সদ্বুদ্ধি যোগাইত, যদি না একটা ঘটনা হইত, যদি না মা আমায় ছাড়িয়া পলাইতেন! আর তুমি—তুমি যদি অত আদর না কর্ত্তে, হাসিমুখে এ পাপিষ্ঠকে গ্রহণ না কর্ত্তে, তা হ'লে আমি যে কি কর্ত্তুম, কি হতুম্ কে জানে? কি ব'লে, কি ক'রে তোমায় মনের সকল ভাব বুঝাব জানি না!

উমা।—আমায় গালি দেও, তিরস্কার কর; কিন্তু দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, আমার কাছে অমন শুক্‌নো মুখে, ভয়ে ভয়ে কথা কোয়ো না। তোমার এ ভাব আমার সহ্য হয় না!

যোগে।—উমা, তোমার ফুটো কলসী, তুমি তোমার পবিত্র প্রণয়-সরোবরে ভাসাইয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। যে পাপ-পঙ্কে উহা ডুবিয়া আছে, সেই পঙ্কেই উহা থাকুক।

উমা।—আমার ত আর বেলে মাটির কলসী নয়, যে একবার ফাটিলে বা ফুটা হইলে জোড়া লাগিবে না,—একবার ডুবিলে আর উঠিবে না! আমার যে সোণার কলসী; অনুরাগের তাপের মুখে একটু সোহাগ টিপিয়া দিলেই ফুটা বুজিয়া যাইবে, আবার কনককলস পূর্ব্বের মত হেলিয়া দুলিয়া জলে ভাসিতে থাকিবে। বলিয়াছি ত, আমার কলসী ফুটো কি ফাটা. সে ভাবনা তোমার নহে—আমার!

যোগে।—বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নয়। আমায় ক্ষমা কর, আমার অপরাধ লইও না,—মহাপাপী বলিয়া আর অনাদর করিও না,—এইবার তোমার অনাদর পাইলে, আমি আর বাঁচিব না। কিন্তু তথাপি তোমাকে বলিব, না বলিলে অধিক দিন ত আর ঢাকা থাকৃবে না!

উমা।—যাহা বলিবে, তাহা বল, আমার কাণ আছে, আমি শুনিব। কিন্তু মনে থাকে যেন, শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী মহাপাপীর সহধর্ম্মিণী নহেন। তাঁহার স্বামী স্বর্গের দুর্ল্লভ দেবতা। ফের্ যদি ওই সব পাপ কথা মুখে আন, তাহা হইলে আমি তোমার নামে চক্রবর্ত্তি-ডিপুটীর এজলাসে মান-নাশের নালিশ রুজু করিব।

যোগ।—মাপ কর, আমি আর ও সব মনের কথা বল্‌বো না। কিন্তু শুন, আমার মনে হয়, বিনোদ বুঝি গর্ব্ভবতী! এখন উপায়?

"সে কি?"—বলিয়া উমা শিহরিয়া উঠিল, বামকরে কপাল টিপিয়া কতকক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। প্রাতঃকালের কুমুদিনীর ন্যায় মুখশ্রীর শতদল যেন সম্পুটিত হইয়া গেল। নীরবে উমা কতকক্ষণ কাঁদিল; শেষে সাম্‌লাইয়া মুখ মুছিয়া বলিল, "দিদি এ কথা বুঝতে পেরেছে?"

যোগে।—তোমার দিদির এতদিন ও সব ভাবনা ছিলই না, কিন্তু এখন তুমি আসিয়াছ,—এখন যদি বুঝিয়া থাকে ত বলিতে পারি না। তোমায় বলিতে কি, বিনোদ জ্ঞানহারা হইয়া আমার সহিত ব্যবহার করিত; লোকলজ্জা, ভয়ভাবনা তাহার কিছুই ছিল না। আমি এমন উন্মত্ততা কখনও দেখি নাই।

উমা।—পাগল না হ'লে কি অমন করে! পাগলই হউক, আর যাই হউক, সাম্‌লাইতে ত আমাদেরই হবে! নীলকণ্ঠের ন্যায় ও বিষ আমাদেরই গলায় ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। দিদিকেও কাশী লইয়া যাইব।

যোগে।—সে কি? সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে, আমার মায়ের কাছে কেমন ক'রে বিনোদকে নিয়ে যাব? বিনোদ আমার সঙ্গে যাহাই করুক্ না, আমার বড়খোকাকে আদর করে নাই। তাহাকে—

উমা।—চুপ কর, ও সব কথা মুখে এনো না। যা' হবার তা

হয়েছে। যা কপালে আছে, তাই হ'বে। দিদিকে চক্ষের আড়াল করিলে, দিদি একেবারে গোল্লায় যাবে; তা হ'বে না, সঙ্গে রাখতেই হবে। বাবা উহাকে আর নিয়ে যেতে পারেন না। দিদির সঙ্গে দেখা করে আমি সব বুঝি, শেষে যা ভাল হয়, তাই করবো। কি বল?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যথার কথা।

প্রভাত হইলে উমা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রন্ধনশালায় যাইলেন; স্বামী, পুত্র, বিনোদ, দাসদাসী প্রভৃতি সকলের জন্য নিজেই অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। নিজেই পরিবেষণ করিয়া সকলকেই আহার করাইলেন। উমার আদরে আজ সকলেই সন্তুষ্ট,—সকলেই পরিতৃপ্ত।

যোগেশ্বর আবার তেমনই পূর্ব্বেকার মত আহারান্তে পান চিবাইতে বসিলেন, সেই পুরাতন গুড়্‌গুড়ি আবার আসিল,—আবার তাওয়া-চড়ান তামাক, আবার তেমনই কুণ্ডলাকৃতি ধূম বাতায়নপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল;—সেই মুখের হাসি, সেই বঙ্কিম চাহনি, সেই পরিতৃপ্তির অবসন্নতা;—পূর্ব্বেকার সকল হাব-ভাবই আবার দেখা দিল। কিন্তু এখন আর পূর্ব্বেকার মত ক্রীড়াতৎপরা, কৈশোরচাপল্যপ্রখরা পত্নী উমা কাছে বসিতে পারেন না। পূর্ব্বাভ্যাসবশত এক এক বার ছুটিয়া আসিয়া তিনি স্বামীকে দেখিয়া যাইতেছেন। কিন্তু সে মুখ ভেঙ্গান নাই, সে সোহাগ-ভরা দুষ্টামী-মাখা মুখভঙ্গী নাই।

এখন উমার মুখখানি ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্রের মত দেখাইতেছিল। পূর্ণাবয়বযুত, পূর্ণপ্রভা-সমন্বিত পূর্ণেন্দু চিরকলঙ্কী। অমন অমল-ধবল ক্রোড়ে শশাকৃতি কলঙ্কলেখা না থাকিলে, মনে হয়, বুঝি বা শশধরের

অমন অনুপম লাবণ্য-চন্দ্রিকা আকাশতল-পরিপ্লাবিত থাকিত না;—মনে হয়, ঐ কলঙ্কটুকু না থাকিলে, রূপবিমূঢ় মনুষ্য অমন অনিমিখ নয়নে চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকিত না। চাঁদের কলঙ্কই চাঁদের রূপ; কলঙ্ক আছে বলিয়া ধবল-কান্তির এত আদর, কলঙ্ক আছে বলিয়া কৌমুদীর এত গৌরব। কয়টা লোক প্রতিপচ্চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া থাকে! কয়টা কবি প্রতিপচ্চন্দ্রের জন্য পাগল হয়! কিন্তু প্রতিপচ্চন্দ্র নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল।

আটমাস পূর্ব্বে উমার মুখকান্তি প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল ও কোমল ছিল। সে মুখপ্রভা দেখিয়া যেগেশ্বর পাগল হয় নাই, যোগেশ্বর সংসার ভুলিতে পারে নাই;—কাজেই বিনোদিনীর প্রখর রূপের দামিনীদীপ্তি কিছুকালের জন্য যোগেশ্বরকে মোহ-তমিস্রের মধ্যে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এখন উমা সংসার বুঝিয়াছে, এখন উমা হারাইয়া পাইয়াছে; সুতরাং বিজ্ঞতাজনিত বিষাদের ছায়া সর্ব্বদাই উমা-মুখকান্তি ঢাকিয়া আছে। ফলে, প্রতিপচ্চন্দ্রের প্রভা এখন পূর্ণশশধরের প্রভায় পরিণত হইয়াছে। বিষাদ-গাম্ভীর্য্য, কলঙ্কের ছলে, উমা-মুখলাবণ্যকে পূর্ণতায় পরিণত করিয়াছে। তাই উমার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখাইতেছিল।

যোগেশ্বরের কাছারী যাইবার পূর্ব্বে, উমা একবার মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে শয়নকক্ষে আসিলেন। যোগেশ্বর তখন চাপকানের বোতাম আঁটিতেছিলেন, উমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "আমার এই বোতামগুলি পরিয়ে দাও না?"

চুল্লীতাপে লোহিতাভ মুখমণ্ডলকে আরও লাল করিয়া উমা বলিল, "আমি তোমায় এখন ছোঁব না; আমার হেঁসেলের কাপড়। বাবা এখনও ভাত খান নি, ছেলেরাও খায় নি, হাঁড়ি হেঁসেল তুলিতে এখনও ঢের দেরী। তখন মা ছিলেন, আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতাম।

এখন আর কি আমি অনাচার করিতে পারি! সংসারের অমঙ্গল হ'বে যে!"

যোগেশ্বর উমার মুখে এই কথা কয়টি শুনিয়া একটু হাসিলেনও, একটু কাঁদিলেনও। তাঁহার মুখে হাসি, তাঁহার চক্ষে জল। উমার নূতন গৃহিণীপনা দেখিয়া সুখের হাসি অধরে ফুটিয়া উঠিল; আর মায়ের কথা মনে পড়িয়া অনুতাপের জ্বালায় হৃদয় গলিয়া দুই বিন্দু জল নয়ন-কোণে দেখা দিল। উমা স্বামীর মুখভঙ্গী দেখিয়া সব বুঝিলেন, কিন্তু পাছে নিজেও বেসামাল হইয়া যান, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "যে কথা, তোমায় বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা যে এখনও বলা হয় নি। আজ কি তুমি ছুটির জন্য দরখাস্ত কর্‌বে? আজ্‌কে করো না। তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই, বাবাকে দুদিন থাক্‌তে বল্‌বো এখন; পরে বিবেচনা ক'রে কাজ করা যাবে।" যোগেশ্বর একটু যেন লজ্জিত-ভাবে বলিলেন, "তুমি যেমন বলিবে, তেমনই করিব। তবে শুভকার্য্যে বিলম্ব করাটা কি ভাল?" উমা দরজার নিকট সরিয়া যাইলেন, রন্ধনের হরিদ্রা-তৈলরঞ্জিত মলিন বস্ত্রাঞ্চল অতি সাবধানে সামলাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "শুভ কি অশুভ কার্য্য, আগে সেইটাই ঠিক হউক, পরে ব্যবস্থা করা যাইবে। আগে দেখি, শুনি, বুঝি,—তবে ত?" এই বলিয়া উমা ত্বরিতপদে চলিয়া গেলেন। যোগেশ্বর চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কাছারী যাত্রা করিলেন।

আজ একাদশী, বিনোদিনীর নিরম্বু উপবাস; তাই বিনোদিনী নিজকক্ষে ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া আছে। উমা নিজ আহারাদি শেষ করিয়া, বেলা দুই প্রহরের পর বিনোদিনীর কক্ষে আসিল। উমা ঘরে আসিয়াই ধীরে ধীরে কপাটের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল, ধীরে ধীরে বিনোদিনীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার পিঠের উপর হাত দিল।

উমার করস্পর্শে বিনোদের সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। বিনোদ আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। তাহার দেহে গর্ব্ভের লক্ষণ সুস্পষ্ট ; উমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। বিনোদ বসিয়া উমার মুখের পানে কতকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল ; শেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল,—অঞ্চলের বস্ত্র মুখে গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে উমাও কাঁদিল। প্রায় এক দণ্ড কাল দুই ভগিনী মিলিয়া কাঁদিল ; যখন উভয় পক্ষের মনের অব্যক্ত ক্লেদ রোদনের ধারামুখে বাহির হইয়া গেল, তখন দুই জনেই যেন আশ্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মুখ-চোখ্ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিল।

বিনোদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উমার মুখপানে চাহিয়া বলিল. "কি হবে বোন্ ?"

উমা অনেক কষ্টে, ধীরে ধীরে বলিলেন "যা কপালে আছে, তাই হবে! ভাগ্য ছাড়া ত পথ নাই, দিদি! তবে এখনকার কর্ত্তব্য যা', তা' আমাদের কর্ত্তে হবে—বুক বেঁধেও কর্ত্তে হবে।"

বিনোদ এই কথা শুনিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল, বাষ্পগদ্গদ স্বরে কষ্টে বলিল, "তবে কি আমায় তাড়িয়ে দেবে! আমি কোথায় যাব ? পোড়ার মুখ ত মামার কাছে দেখাতে পারি না ; এ মুখ নিয়ে একলা সংসারে কেমন করে দাঁড়াব ?"

উমা বিনোদের মুখে হাত দিয়া, বাম বাহুতে তাহার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া একটু আদরের স্বরে উত্তর করিলেন, "ছিঃ! অমন কথা কি বল্‌তে আছে ? তুমি আবার কোথায় যাবে ? এ সংসারে আমার যদি একমুঠো অন্ন জুটে ত তাই দুই বোনে ভাগ ক'রে খাব! তুমি যা'বে কোথায় ?"

বিনোদ চক্ষের জল মুছিয়া, ধীরে উমার বামবাহু কণ্ঠ হইতে অপসৃত করিয়া, উৎসুক-নয়নে উমার মুখপানে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, "কিন্তু

সমাজ! সমাজের দশজনে যে নিন্দে কর্‌বে, তোমাদের যে একঘরে হ'তে হবে! এ হতভাগীর জন্যে তোমরা এত কষ্ট কেন পাইবে?"

উমা।—তুমি যে আমার বহিন্, তোমার জন্যে সব সহ্য কর্ত্তে হবে। আমার স্বামী তোমায় আদর করেছেন, সে আদরের ফলে তোমার এমন অবস্থা হয়েছে। তোমাকে কি আমি ফেল্‌তে পারি?

বিনোদ।—আমি যে কলঙ্কিনী, আমি যে পিশাচী, আমি যে তোমার সুখের কুঞ্জবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি! সে আগুনে আমার কপাল পুড়েছে, তোমারও সর্ব্বনাশ ঘটেছে। আমি কি দয়ার যোগ্য? এ কাল সাপকে তুমি পুষিবে কেন?

উমা।—ষাট্, ষাট্, ও কথা মুখে এনো না, দিদি। আমার খোকারা বেঁচে থাক্, আমার স্বামী চিরজীবী হউন, আমার সর্ব্বনাশ করে কার সাধ্য! আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম, তাই তুমি পেয়েছিলে, আমি আবার এসেছি, এখন আমারই সব। আর, কলঙ্কের কথা বল্‌ছ। সে, লোকে যা বলে বলুক; আমার মুখে ও কথা বেরুবে না। আমার স্বামীর ঔরসজাত সন্তান তোমার গর্ব্ভে, আমি কি তোমায় ফেল্‌তে পারি! স্বামীর সামান্য একটা বাঁধা হুঁকো আমি দিনের মধ্যে তিনবার জল বদ্‌লিয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিই,—আর তুমি, এত সোহাগের, এত আদরের পাত্র, তোমাকে আমি কি অযত্ন কর্ত্তে পারি! পাপ-পুণ্যের বিচার আমি কর্‌বো কেন ভাই! আমার স্বামী যা' করেন, তা' ভালই করেন। আমি এইটুকুই বুঝি। এতদিন বুঝিতে পারি নাই, তাই এত কষ্ট পেয়েছি।

বিনোদ উমার মুখে এই উদারতাপূর্ণ অপূর্ব্ববাণী শুনিয়া কতকক্ষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে উমার দিকে চাহিয়া রহিল;—জ্ঞানহারা হইয়া হাঁ করিয়া বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিল।

উমা।—অমন্ ক'রে তাকাচ্চিস্ কি! তিনি যদি বলেন ত আজও তোকে সাজিয়ে গুজিয়ে রাত্রে ঘরে দিয়ে আস্তে পারি। তিনি তুষ্ট হইলেই আমার তুষ্টি, তাঁর সুখে আমার সুখ। আমার যা আছে, তা' ত থাক্‌বেই;—আমার ঘরসংসার থাক্‌বে, আমার স্বামি-পুত্র থাক্‌বে, গৃহস্থের মঙ্গলব্রত, ধর্ম্মকর্ম্ম,—সবই আমার থাক্‌বে। আমিই সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিব, আমিই লক্ষ্মীর শাঁথ বাজাইব, আমিই গৃহ-দ্বারে জল সেচন করিব, আমিই ছেলেদের জন্য ষাট্ মানাইব, আমিই শ্বশুরের বংশরক্ষা করিব। আমার সবই বজায় আছে, সবই বজায় থাক্‌বে। আমার দুঃখ কিসের দিদি! পুরুষের অনেক রকম খেয়াল থাকে,—জান্‌ব তুমিও একটা খেয়ালের সামগ্রী। ভগবান্ আমায় অসুখী না করলে, মানুষে আমার কোন ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না। আমার শ্বশুরের পুণ্যবল আছে, আমার শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ আছে,—আমি অসুখী হ'ব কেন?

উমার এই কথা শুনিয়া বিনোদ আবার কাঁদিয়া ফেলিল,—হাউ হাউ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। উমার চক্ষেও জল আসিল—সে জল গণ্ড বাহিয়া, কণ্ঠদেশকে ভিজাইয়া, হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া উমা আবার বলিল, "আমি অনেক ঠেকিয়া এ সব বুঝেছি,—বুঝিয়া সুখের স্বাদ পাইয়াছি। তবে এক এক সময়ে মন কেমন করিয়া উঠে,—স্বভাবের দোষে প্রাণ পাগল করিয়া তোলে। কিন্তু আমি পাগল হইলে যে, আমার সব ভাসিয়া যাইবে! সোণার বাছারা কোথায় দাঁড়াইবে! তাই প্রাণের দায়ে আমাকে এই রকমে বুঝিতে হইয়াছে। আমি ত আর এখন এ সংসারে একলা নয়! আমার দুই সোণার টুক্‌রা ছেলে হ'য়েছে আমার ভাবনা তাদের জন্যেই। আমাদের মতন মা হওয়া যে কেমন ব্যাপার, তা কেমন করে বুঝ্‌বে!

বিনোদ।—উমা, তুমি বল্‌ছ, আমি কলঙ্কিনী নই,—তুমি বল্‌ছ, আমি পাপ করি নাই। এই দুই কথায় তুমি আমার নরকের পথ বন্ধ করিলে। সত্য বলিতে কি, আমি যোগেশ্বরকে অত্যন্ত ভালবাসি,—মনে হয়, তোমার চেয়েও ভালবাসি। আমি ভালবাসার মোহে সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিলাম। বয়স ত আমার কম হয় নি! আমি ত বুঝি মেয়েমানুষকে এত বড় কলঙ্কের জন্য কত মূল্য দিতে হয়! আমি কি বুঝি নাই, আমার কলঙ্ক-কথা একবার প্রকাশ হ'লে, আমাকে পাপের প্রবলস্রোতে ভাসিয়া গিয়া নরককুণ্ডে পড়্‌তে হ'বে? আমি সব বুঝেছিলাম—বুঝেও এতদিন পরে যোগেশ্বরকে সর্ব্বস্ব দিয়েছি। তার ভালবাসায় আমি পাগল হয়েছিলাম। তুমি আসিলে, তবে আমার পাগলামীর ঘোরও ভাঙ্গিল। এখন সচেতন হ'য়ে, পশ্চাত্তাপের জ্বালায় অস্থির হয়েছি। এই দেখ, আফিমের কৌটা পর্য্যন্ত ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু বোন্, তোমার মুখের মিষ্ট কথা শুনে, আমার আবার আশা হচ্চে, আমার আবার বাঁচ্‌তে সাধ হয়েছে, আমার আবার দেখ্‌তে সাধ হ'য়েছে। এমন কথা ত আমি কখনও শুনি নাই। এ দেবতার কথা তোমায় কে শিখাইল?

উমা।—যে দেবতা আমার বাছাদের কল্যাণ করেন, তিনিই এমন বুদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু দিদি, আফিমের কৌটোটা আমাকে দেও,—ছিঃ ছিঃ!—ও কাজ কি মানুষে করে? আত্মহত্যা মহাপাপ! কেবলই কি আত্মহত্যা, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জীবহত্যা হইবে। ও কাজ করো না দিদি, আমার মাথা খাও।

বিনোদ।—মাথা খাওয়ার বড় বাকী নাই। যাক্ সে কথা; এ প্রাণ বাহির না ক'রে, করিই বা কি? আমার ছেলে হউক, মেয়েই হউক,

সে ত আমার কলঙ্কের নিশান। এই কলঙ্কের কালো পতাকার ছায়ায় থাকিয়া আমার সন্তান কি অল্প কলঙ্ক সঞ্চয় করিবে! যত পাপতাপ আমার উপর দিয়াই যাউক, আমার দুষ্কর্ম্মের আবার জের রাখি কেন। আমি মরিব—মরিবার পূর্ব্বে আর একবার দেখা করিব।

উমা।—বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে। বিধাতার বিধানের উপর ভাল-মন্দের আরোপ করিয়া বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। যাউক্ সে কথা! আজ রাত্রের নিমন্ত্রণ দিবার জন্যই আমি আসিয়াছিলাম। আজ দেখা পা'বে; সে যোগাড় আমি করিব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

উমার বাহাদুরী।

যোগেশ্বর সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে আসিলেন; উমার পাক-করা আহার্য্যাদি ভোজন করিয়া, সেই পূর্ব্বেকার মত ছোট খোকাকে কোলে করিয়া শয়নকক্ষে গিয়া বসিলেন। উমা স্বামীর পাতে প্রসাদ পাইয়া, হাত মুখ ধুইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে স্বামিসকাশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বিলোল কটাক্ষ, সেই রসমাধুর্য্যে বেপমান দেহবল্লরীর লাবণ্যচ্ছটা চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে, আদরে-গরবে গিয়া স্বামীর কাছে বসিলেন। প্রথম নম্বর, স্বামীর গুড়্‌গুড়ির মুখ-নলটি টানিয়া মুখ হইতে বাহির করিলেন; দ্বিতীয় নম্বর, স্বামীর চিবুক ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিয়া মুখে একটি পান গুঁজিয়া দিলেন। এই দুইটি কার্য্য শেষ করিয়া উমাসুন্দরী কথা কহিল। "আমার একটা কথা শুন্‌বে?" কত আব্দারের ভাবে, আধ উচ্চারণে উমা এই কয়টি কথা বলিল।

যোগেশ্বর একটু হাসিয়া উমামুখে সাগ্রহে চুম্বন করিয়া অস্পষ্টভাবে বলিল, "তোমার কথা আমি শুন্‌বো না? শুন্‌বার জন্যেই ত সর্ব্বদা প্রস্তুত। যা' বল্‌বে, তাই কর্‌বো।"

উমা।—ও হলো না; তুমি প্রথমে "না" বল, আমার কথার প্রতিবাদ কর। আমি তোমার সঙ্গে একটু ঝগড়া করি, তবে ত! নহিলে আমার বাহাদুরী কিসের?

যোগে।—তোমার বাহাদুরী, আমার মতন হতভাগাকে মানুষ-গোত্রে নিয়ে আসা; তোমার বাহাদুরী আমার মতন স্বামীকে আবার সুখী করা। তোমার বাহাদুরী নেই?

উমা।—ও সব বাজে কথায় ঝগড়া জমে না;—যদি বা কতকক্ষণ জমে ত শেষে উল্টা উৎপত্তি হয়। আমি ও কথায় ঝগড়া কর্‌বো না। আমার কথা শুন্‌বে কি না? বল, 'হাঁ' কি 'না'।

যোগে।—কথাটাই বা এমন কি? শুন্‌তে পাই না কি? আগে শুনি, তবে ত বলব, শুন্‌বো কি না?

উমা।—বেশ কথা। আমি বল্‌ছিলাম কি—শুন্‌ছ ত? আমি বল্‌ছিলাম এই যে, আজ রাত্রে বিনোদদিদিকে ঘরে পাঠিয়ে দিব। কি বল?

যোগেশ্বর কতকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন; শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, আমি আর তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব না।"

উমা।—তোমায় দেখা কর্‌তেই হ'বে। কেবল দেখা নয়, আজ রাত্রে তা'কে নিয়ে থাক্‌তে হবে।

যোগে।—সে কি? আমি তা পার্‌বো না। আমি তার মুখ দেখব না। তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেও।

উমা।—ইস্! "সতী হ'লি কবে?" এও যা, তোমার ক[illegible]র ভঙ্গীও তাই। ন্যাও, এখন ন্যাকামী রাখ! আমি আজ দিদিকে [illegible]াঠিয়ে দেব। খোকাকে নিয়ে আমি পাশের ঘরে থাক্‌ব।

যোগে।—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষা কর! আমি আর ও অনুরোধ রাখ্‌তে পারবো না। মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা মারিও না। ও সব বাজে তামাসা রাখ; এতদিন পরে তোমায় পেয়েছি, তোমায় ছেড়ে আমি অন্য কোথাও থাক্‌তে পারবো না।

উমা।—তামাসা নয়, সত্য কথা। আজ তোমাকে দিদির সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। আমার মাথা খাও, কথা রাখ।

যোগে।—আমি তার মুখ দেখ্‌তে পারবো না। আমায় আর জ্বালাইও না। আমার কাটাঘায়ে নুনের ছিটে দিও না!

উমা।—কেন? এতদিন কেমন ক'রে দেখেছিলে; আর একদিন তার মনের সাধ মিটাতে পারো না?

যোগে।—না, না, না,—আর নয়! আমি মরে যাবো।

উমা।—পুরুষই বটে! তার সর্ব্বনাশ করে, তার ইহকাল-পরকাল মাটী করে, কলঙ্কের কথা ব্যক্ত করে, এখন তা'কে পায়ে ঠেল্‌বে বৈ কি? সে তোমার জন্যে কি না করেছে, বল দেখি? মেয়ে মানুষের সর্ব্বস্ব দিয়েছে, শ্বশুরকুল পিতৃকুল, দুই কুলেই ছাই দিয়েছে। সে ত আর বাজারের বেশ্যা নয়,—কোরা যুবতী মাত্র; তোমার রূপের মোহে নিজের সর্ব্বনাশ করেছে। এখন বুঝি তাকে পায়ে ঠেলে কলঙ্কের পথে এগিয়ে দিচ্ছ। পুরুষের কাজই বটে! আমি এখন ছয়মাস পরে বাপের বাড়ী থেকে নূতন হ'য়ে এসেছি,—এইবার আমার আদরের বাড়াবাড়ি পড়ে গেল! ও সব পুরুষত্ব রাখ; আমি যা বল্‌ছি, তাই করো।

যোগে।—তুমি ক্ষেপ্‌লে না কি? কি বল্‌ছ তা বুঝ্‌তে পারছ? বিনোদ তোমার দিদি হইলেও, তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করেছে, তা জান? বড় খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ না? সেই ছেলে, কি হয়ে গিয়েছে! মানুষ মর্কটের মত একবার আগুনে হাত দেয়। বারবার কি দিতে পারে? আমি বিনোদের মুখদর্শন কর্‌বো না।

উমা।—দিদি আবার কি কর্‌বে? যা' করবার, তা' ত তুমিই করেছ, বড় খোকার দুর্দ্দশা ত তুমিই ঘটিয়েছ। জন্মদাতা হ'য়ে এতদিন চক্ষু

বুঁজে ব'সেছিলে কেমন করে! দিদি ত আর [illegible]র গিন্নী হ'তে আসিনি; সে এসেছিল নেশা করতে—সা[illegible]তে। সে সংসার দেখবে কেন? তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর[illegible], দোষ হবে তার? বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি! এখন তার সঙ্গে [illegible] করতে হ'বে,—নহিলে সে আত্মঘাতী হবে। আমি দুই রত্তি [illegible]য়ে ঘর-সংসার করি, আমি কাহারও দীর্ঘনিশ্বাস সহিতে পারিব না; আমার বাড়ীতে স্ত্রীহত্যা হ'লে আমার সংসারের অকল্যাণ হ'বে। আমার তা' সহ্য হ'বে না। আমি ত তোমার চিরদিনের দাসী আছিই; আমার সংসার দখল করিবার জন্যই ত আমি এসেছি। আমি এখন চিরদিনই থাকিব। হুকুমের বাঁদী সর্ব্বদাই হাজির থাকিবে। কিন্তু আজ দিদির সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। আমার মাথার দিব্বি, এ অনুরোধ রাখিতেই হইবে। দেখ, যা হ'বার তা হ'য়েছে; এখন অবহেলা ক'রে তার মাথাটি একবারে খেও না। যে নারী একবার পরপুরুষ পায়, সে চিরদিনের জন্যই গোল্লায় যায়; দিদি ত নিজের পুরুষের স্বাদ কখনই জানে না,—যা জানে, তোমাকেই জানে। দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে তোমাকেই ভালবাসে। গাছে তুলে মই কাড়িয়া লইলে, সে দিশেহারা হইয়া নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিবে। তুমি না রাখিলে, তাহাকে কে রাখিবে?

যোগে।—তোমার কথার উত্তর নাই। কিন্তু তুমি কে[illegible] করিয়া এ সব কথা বলিতে পারিতেছ, তাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আর একবার ভাবো, কাজটা ভাল হচ্ছে কি? আমি লোভে প'ড়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়াছি; আমাকে আর সে লোভ দেখাইতে হইবে না। আমায় এ সময়ে তুমি না রাখিলে কে রাখিবে? তুমি না ধরিলে আমি যে ভাসিয়া যাই!

উমা।—আমি প্রাণের দায়ে খুব হুঁসিয়ার হইয়াছি; তোমায়

আর আমাকে সাবধান করিতে হইবে না। পুরুষ মানুষ তুমি আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না। আমি যে এখন ছেলের মা,— এখন আমি এই তুচ্ছ অনুরোধ করিতে পারিব না? দিদি যে শীঘ্রই মা হইবে! আমি কি আর তার পথ আগুলিয়া থাকিতে পারি! দেখ, তুমি পরের ভালবাসায় মুগ্ধ থাকিলেও, তুমি আমারই থাকিবে— ধর্ম্মের দুয়ারে আমার হইয়া থাকিবে, সমাজের দৃষ্টিতে আমার হইয়া থাকিবে, আমার কাছেও আমারই হইয়া থাকিবে। কাচের পুঁতুল নিয়ে কতদিন ধূলাখেলা চলে? তোমার সে ভাবনা করিতে হইবে না। আজ দিদির সহিত সাক্ষাৎ করো।

যোগেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। উমার ভাব-প্রফুল্ল ঢলঢলে মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শেষে আর সাম্‌লাইতে পারিল না;—তাহার শুষ্ক নয়নকোণে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, বড় গজমুক্তার ন্যায় সে দুইটি গড়াইয়া গিয়া উমার অঞ্চলের উপর পড়িল। "ছিঃ! কাঁদে কি!" বলিয়া উমা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চোখ-মুখ মুছাইয়া দিল।

যোগেশ্বর উমার এই অপূর্ব্ব কোমলভাব দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল, পত্নীর বিমল সোহাগের মধ্যে মাতৃত্বের অতি মধুর বিকাশ দেখিয়া যোগেশ্বর মহাসুখে আত্মহারা হইল, তাড়াতাড়ি উমাকে বুকে লইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। উমার সাধ মিটিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ দেখা।

রাত্রি দ্বিপ্রহর প্রায় অতীত হইতে চলিল, বাটীর সকলেরই আহার-কার্য্য হইয়াছে, কেহ কেহ নিদ্রিতও হইয়াছে। এমন সময়ে উমা ধীরে ধীরে বিনোদিনীকে ধরিয়া নিজ শয়নকক্ষের দিকে লইয়া গেলেন। কক্ষদ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিনোদিনীকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং ত্বরিতপদে পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেলেন।

বিনোদিনী কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। যে কক্ষ ছয়মাস কাল বিনোদিনীর নিজের কক্ষ ছিল, যাহা বিনোদিনীর বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার ইহজীবনের সকল সুখের প্রমোদকুঞ্জ ছিল, আজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে বিনোদের পদযুগল থরথর কাঁপিতে লাগিল, স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গের বস্ত্র ভিজিয়া গেল। বিনোদিনী অর্দ্ধস্ফুট রোদনের গদ্গদ কণ্ঠে শব্দ করিয়া কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে শব্দ যোগেশ্বরের কর্ণগোচর হইল; যোগেশ্বর আসিয়া বিনোদিনীর হস্তধারণ করিলেন, তাহাকে যেন একটু টানিয়া কক্ষের মধ্যে লইয়া গেলেন। কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত রহিল।

বিনোদ এই আদরে একটু আত্মহারা হইয়াছিল,—একটু যেন সাহ্লাদে যোগেশ্বরের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। যোগেশ্বর কিন্তু সরিয়া গিয়া আরাম-চেয়ারে বসিলেন। বিনোদিনী ধীরে ধীরে কক্ষ-কুট্টিমে বসিয়া পড়িল। দুই করে কপাল টিপিয়া শান্তভাবে বসিয়া রহিল।

যোগে।—চুপ করিয়া বসিয়া রহিলে যে? কি বলিবে, বল না?

যোগেশ্বরের কথা শুনিয়া হতভাগিনী কেবল কাঁদিতে লাগিল। নয়নদ্বয়প্রবাহিত বারিধারা কপোল ও গণ্ডের উপর কৌমুদীস্নাত শারদাকাশে ছায়াপথের ন্যায় প্রতিভাত হইল। যোগেশ্বর বিনোদিনীর বাষ্পাকুলিত মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন; শেষে আবার বলিলেন, "কথা কও! কি বলিবে, বল না?"

বিনোদ।—আমি আর কি বলিব? বলিবার আছেই বা কি! আমি তোমায় দেখিতে আসিয়াছি।

যোগে।—আমাকে ত সর্ব্বদাই দেখিতে পাও; তবে, আবার আসা কেন?

বিনোদ।—এমন ভাবে আর তোমায় দেখিতে পাইব না; তাই দেখিতে আসিয়াছি। তোমার কি আমায় দেখিতে আর সাধ হয় না?

যোগে।—কি দেখিব? যাহা দেখিলে মাথা হেঁট হয়,—মাথা কাটা যায়, তাই দেখিব? তুমি যাও!

বিনোদ।—আমি যাইবার জন্যই আসিয়াছি। কিন্তু তুমি দেখিবে না কেন? আমায় এখন দেখিলে তোমার মাথা হেঁট হয় কেন? আমার গর্ভস্থ সন্তান ত তোমারই ঔরসে! তোমার লজ্জা কি?

যোগে।—আমার লজ্জা নয় ত,—তোমার লজ্জা? তুমি যতদিন আমার বাড়ীতে থাকিবে, ততদিন আমি সমাজে বাহির হইতে পারিব না; উমার কাছে আমি ছোট হইয়া থাকিব। তুমি যাও।

বিনোদ।—উমার কাছে তুমি চিরকালই ছোট থাকিবে, চিরকালই ছোট ছিলে। তুমি উমাকে চিনিতে পারিলে, আমার কি এমন দুর্দ্দশা হয়! তুমি আমাকে এখন তাড়াইয়া দিবে বৈ কি! কিন্তু আমার দুর্দ্দশা কে করিল?—সে তুমি! আলেয়ার আলোর মতন পথভ্রান্ত করিয়া

কাহার রূপের আলো আমাকে পাপপঙ্কে আনিয়া ফেলিয়াছে?—সে তোমার রূপের বহ্নি-শিখা! কে আমাকে [illegible] ভগিনীর কপাল ভাঙ্গিতে পিশাচীর কঠোরতা শিখাইয়াছিল?—সে তোমার প্রণয়গদ্‌গদ-বচন। কে আমাকে মাতুলের পবিত্রাশ্রয় ভুলাইয়া এই পাপ মরুক্ষেত্রে বিলাসের মৃগমরীচিকায় মুগ্ধ রাখিয়াছিল?—সে তুমি, আমার বড় সোহাগের ভগিনীপতি। তুমিত কুলাঙ্গনার সঙ্গ-সুখানুভব করিয়াছিলে? তুমি ত জানিতে সতীত্বের মূল্য কত, মর্য্যাদা কেমন? তুমি ত সহধর্ম্মিণীর সহিত সংসারক্ষেত্রের সকল পবিত্র তীর্থ দেখিয়াছিলে? তুমি জানিয়া শুনিয়া আমাকে মজাইলে কেন? আমি প্রথমে মজিয়াছিলাম বটে; তুমি ত সে কথা পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিলে, তুমি সাবধান হইতে পারিলে না কেন? আমি যদি একবার পুরুষকে [illegible]নিতাম, তবে তোমার প্রতি কখনই তাকাইতাম না। আমি যদি একটুও স্বামিমুখ মনে রাখিতে পারিতাম, তবে তোমার চাঁদপারা মুখখানি দেখিয়া আত্মহারা হইতাম না। আমি যদি একটুও ব্রহ্মচর্য্যের মর্ম্ম বুঝিতাম, তাহা হইলে ক্ষণেকের জন্যও তোমার আশ্রয়ে থাকিতাম না। আমি কিছুই জানিতাম না, কিছুই বুঝিতাম না। তোমায় দেখিয়া আমি পাগল হইয়াছিলাম; আমার সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে আমি সুখী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আর এখন তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিতে চা[illegible] হা অদৃষ্ট!

বিনোদিনীর এ কথার চাবুক যোগেশ্বরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

যোগেশ্বর আরাম-চেয়ার ছাড়িয়া অস্থিরভাবে কক্ষের একদিকে পদচারণা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে বিনোদিনীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন; অতিকষ্টে ভাঙ্গা-গলায় বলিলেন—

"আমায় এখন কি করিতে বল! তুমি এখন কি চাও!"

বিনোদ।—আমার চাহিবার আর কিছু নাই। যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। এখন মরিতে পারিলেই সুখী হই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমায় শেষ-দেখা দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম। আর মনে একটু দুরাশাও ছিল,—তোমার মুখে আবার দুইটি মিষ্ট কথা শুনিব। যে কথা শুনিয়া আমি ইহপরকাল ভুলিয়াছিলাম—সেই মধুমাখা, মনমাতান কথা শুনিব। তুমি স্বেচ্ছায় তেমন কথা বলিলে কৈ? কেবলই ত তিরস্কার করিলে। আমার আগামি-নরকযাতনার ইহাই কি সূচনা?

যোগে।—আমার কি আর কোন কথা বলিবার মুখ আছে? আমি ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া দানবের কার্য্য করিয়াছি। আমি পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। সৎকার্য্য করিতে সামর্থ্য আমার নাই, কিন্তু পাপ-পুণ্যের বিচার করিবার সামর্থ্য ত আমার থাকা উচিত? আমি মহামোহবশত এই বিচারশক্তিও হারাইয়াছিলাম। তোমার গর্ব্ভের চিহ্ন প্রকাশ না হইলে, উমা পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া না আসিলে আমার কোন জ্ঞানোদয় হইত না। এ জ্ঞানও ভয়জনিত জ্ঞান; সমাজের কলঙ্কভয়জনিত জ্ঞান,—উমার তিরস্কারভয়জনিত জ্ঞান। কিন্তু উমা সাক্ষাৎ দেবী, আমায় অপমান না করিয়া, মিষ্টকথায় মাটি করিয়াছে। তোমার মাতুলের আগমন, আর তোমার গর্ব্ভের বিকাশ, হঠাৎ আমাকে সভয়ে সজ্ঞান করিয়াছে। আমার কি আর কোন কথা বলিবার পথ আছে! কিন্তু বিনোদ, এখনও বলি, তোমার রূপই আমাকে পাগল করিয়াছিল। এই এতক্ষণ তোমাকে দেখিতে দেখিতে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িতেছি। এমন সুন্দর কেন হইলে বিনোদ?

বিনোদ।—আবার ঐ কথাটি বল; আমার সৌন্দর্য্যের গৌরব করিয়া আবার অমনি করিয়া বল! আমি শুনি,—শ্রবণময়ী হইয়া কেবল শুনি,—শুনিয়া সুখী হই, কৃতার্থ হই! তোমাকে আমি কত ভাল-

বাসি, কেমন করিয়া বলিব! বলিয়া দেও না, কেমন করিয়া বলিলে, তুমি আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিবে! আমার দেহ দিয়া তোমায় ভালবাসি, আমার মন দিয়া তোমায় ভালবাসি, আমার ধর্ম্ম দিয়া তোমায় ভালবাসি, আমার জীবন দিয়া তোমায় ভালবাসি! আর কি আছে, কি দিয়া, কেমন করিয়া তোমায় ভালবাসিলে, ঠিক ভাল-বাসা হয়? আমি পুত্রবতী হইবার জন্য তোমায় ভালবাসি না। বড় ভয়, পাছে পুত্রস্নেহের সুখাস্বাদ পাইয়া, তোমার প্রতি ভালবাসা কমিয়া যায়! বড় ভয়, পাছে পুত্রের মাতা হইয়া, সমাজভয়ে—কলঙ্কভয়ে তোমার প্রতি ভালবাসার মন্দাকিনীপ্রবাহ চাপিয়া রাখি। না—না, আমি কেবল তোমাকেই ভালবাসি। বলিয়া দেও না, কি রকমে বলিলে আমার মনের সকল কথা তোমাকে বলা হয়,—তুমি বেশ বুঝিতে পার, আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি! আর কথা কহিতে পারি না, গলা শুকাইয়া যাইতেছে; আজ একাদশী কি না! বল—বল, আবার বল, আমি কত সুন্দর!

যতই কেন কঠোরতার আবরণ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুন্ না, তবুও যোগেশ্বর মানুষ;—অতি দুর্ব্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ। তাই বিনো-দের এই কথার স্রোতে তাঁহার সকল কল্পিত-কঠোরতা ভাসিয়া গেল।

বিনোদ আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না দেখিয়া, যোগেশ্বর, বিনোদের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া রাখিলেন। ছিন্নমূল-ব্রততীর ন্যায় বিনোদ সে বাহুদণ্ডের উপর এলাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে বিনোদ আবার কথা কহিল,

—"আঃ বাঁচলুম! কত সুখ! কত সোয়াস্তি! তুমি যদি "আমি" হইতে, তাহা হইলে আমার এই মনের সুখ বুঝিতে পারিতে। ওঃ! এত সুখ সহ্য হয় না! এই সুখ থাকিতে থাকিতে মরিয়া যাওয়া, কত সুখের!

দেখ, আমার আবার পাপ-পুণ্য কি ? আমার তুমিই সব। সুখ-দুঃখের ভোগ না হইলে, জীবনটা জানা যায় না। তোমায় পাইয়া আমার অসীম সুখ, তোমার জন্যই আমার ক্ষণেকের দুঃখভোগ! তুমিই আমার জীবন, তুমিই সুখ,তুমিই ক্ষণস্থায়ী দুঃখ, পাপপুণ্য তুমিই সব,তুমিই ইহপরকাল। তোমাকে পাইয়া আমি পাপপুণ্যের ভাবনা ভাবি কেন? তোমার কাছে থাকিয়া আমি পরকালের ভয় করি কেন ? এই তোমার কোলে শুইয়া আছি,—দেখে যাক্, যমদূত, বিষ্ণুদূত—সকলেই আসিয়া দেখে যাক্,—আমার কত সুখ, কত আনন্দ! ইহা অপেক্ষা আমার আর কি হইতে পারে ? আবার তেমনই ক'রে বল, আমি—কত সুন্দর!"

এইবার যোগেশ্বর কাঁদিয়া ফেলিলেন। টপ্ টপ্ করিয়া তাঁহার দুই চক্ষের জল বিনোদিনীর বক্ষের উপর পড়িতে লাগিল। বিনোদ শুষ্ক-মুখে একটু হাসিয়া, নিমীলিতনেত্রে যেন কত সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। যোগেশ্বর বিনোদের মুখে, গণ্ডে, মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, তাহার ঠোঁট দুইটি ধরিয়া ক্রীড়াচ্ছলে মুছাইয়া দিলেন। বিনোদ আবার কথা কহিল—উষাকালের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ মুখের ম্লান-লাবণ্যচ্ছটা ছড়াইয়া, একটু হাসিয়া আবার কথা কহিল,

—"তুমি কাঁদিলে আমার এত সুখ হয় কেন? তোমার কান্না কি তোমার ভালবাসার পরিচয় দেয় ?—হবেও বা! আমায় কোলে করিয়া তুমি কাঁদিলে, আমার ভারি সুখ হয়। আমার মতন কোনও রমণী তোমায় ভালবাসিতে পারে না। উনার গৃহসংসার আছে, ধর্ম্মকর্ম্ম আছে, পুত্র দুইটি আছে। আমার তুমি বৈ যে আর কিছুই নাই! স্বর্গ হও—সে তুমি; নরক হও—সে-ও তুমি! আমি কোনটাকেও ভয় করি না, কাহারও ভরসা রাখি না। তুমি আমারই। আমি তোমার হইয়া মরিতে পাইলে, বড়ই সুখী হইব। আমার হাসিটুকু বজায়

থাকিবে, তোমার কান্নাটুকুও বজায় থাকিবে। তোমার সংসারও যেমন আছে, তেমনি থাকিবে। উমা সাক্ষাৎ স্বর্গের [illegible], সে তোমাকে ঠিক রাখিতে পারিবে। আর আমার স্মৃতি তোমাকে ঠিক রাখিবে। তোমার পক্ষে বিস্মৃতিই বড় সুখ, কিন্তু সে সুখে তুমি কিছুকাল বঞ্চিত থাকিবে। আমার পক্ষে স্মৃতি বড় সুখের, কিন্তু আমার প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-বিস্মৃতি, দুই-ই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে,—আমার সেই ভাবনা। যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি, আমার মুখের প্রতি একটু স্থিরভাবে তাকাইয়া থাকো।"

যোগে।—ও কি ও বিনোদ! অমন কথা কেন বল্‌ছ? তুমি বাঁচ্‌বে না কেন? এই আমি তোমায় আবার আদর কর্‌ছি, তুমি আমার কাছে থাক।

এই বলিয়া যোগেশ্বর, বিনোদিনীর শুষ্ক অথচ সুন্দর মুখে, ধীরে একটি চুম্বন করিলেন। সে শাদা মুখ একটু যেন লাল হইয়া উঠিল। ধীরে ওষ্ঠাধর কম্পিত হইয়া যোগেশ্বরকে প্রতিচুম্বন দিল। যোগেশ্বর শিহরিয়া উঠিলেন। এ কি এ? বিনোদের দেহ এত ঠাণ্ডা কেন? শশব্যস্তে যোগেশ্বর বিনোদিনীর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দেখিলেন।—সব ঠাণ্ডা! চীৎকার করিয়া তিনি উমাকে ডাকিলেন; উমা তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া বিনোদের সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ করিল—সব ঠা[illegible]

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষদশা।

"এ কি এ! সব ঠাণ্ডা যে!" এই বলিয়া উমা কাঁদিয়া ফেলিল। বাড়ীময় একটা কোলাহল উঠিল। চাকর-চাকরাণী সকলেই ছুটিয়া আসিল। গিরীশবাবুও গোলমাল শুনিয়া উঠিয়া আসিলেন; যোগেশ্বরের কক্ষে, শায়িত অচেতন বিনোদের দেহ দেখিয়া প্রথমেই চমকিয়া উঠিলেন; পরে সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া আরও চমকিত হইয়া দুইপদ পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। পথের মধ্যে হঠাৎ সর্পদর্শন করিলে লোকে যেমন ভয়ে দুইপদ সরিয়া দাঁড়ায়, গিরীশবাবুও ব্যস্তভাবে একপার্শ্বে তেমনি দাঁড়াইলেন। এই অবসরে যোগেশ্বর কক্ষ হইতে বাহিরে যাইলেন।

উমা পিতাকে দেখিয়া, শোকে ও ভয়ে অস্থির হইয়া বলিল, "আর দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ বাবা, বিনুদিদি যে আমাদের ছেড়ে পালায়; কি হবে? ডাক্তার ডাক্‌তে লোক পাঠাও।"

গিরী।—ডাক্তার আন্‌তে লোক গিয়েছে, ডাক্তার এলো বলে! ভয় কি? বিনোদ কি সত্যসত্যই মর্‌বে?

উমা।—সত্যি মরা ছাড়া, মিথ্যে মরা আছে নাকি? তুমি কি বল্‌ছ?

গিরী।—আমি বল্‌ছি কি, সত্যসত্যই বিনোদ এখন মরিতে পারিলে, তাহার পক্ষে ষোল-আনা মঙ্গল, আমাদের পক্ষেও কতকটা মঙ্গল। দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

উমা।—তাই বলে স্ত্রীহত্যা হবে! চি[illegible]ত করাতে হ'বে। আমাদের ভাগ্যে এখন যা আছে, তাই হবে।

এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিলেন। উমা ঘোমটা টানিয়া, বিনোদের মাথা বালিশে রাখিয়া সরিয়া বসিল। যোগেশ্বরও এই সময়ে আবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ রোগিণীকে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপাতত কোন ভয় নাই। রোগীর এখনই জ্ঞান হইবে। ইঁহার গর্ভলক্ষণ দেখিতেছি; বোধ হয়, শীঘ্রই গর্ভপাত হইবে। ইঁহার বিধবার বেশ কেন?

গিন্নী।—উনি বিধবা; আজ একাদশীর উপ[illegible] করিয়াছেন, সারাদিন জলবিন্দু পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। হঠাৎ এই অব[illegible]টিয়াছে। এখন উপায় কি?

ডাক্তার।—আমি ঔষধ দিতেছি, উহা এখনি আনাইয়া ব্যবহার করুন। একজন ভাল ধাত্রীকেও আনাইতে হইবে। আমি ভোরের সময় আবার একবার আসিয়া দেখিয়া যাইব।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন, ঔষধ আসিল, উপদেশমত ব্যবহার করাও হইল, ধীরে ধীরে বিনোদিনীও চক্ষু মেলিলেন। এক[illegible] দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন।———"উঃ! [illegible]ট বড় ব্যথা, বড়ই কন্‌কন্ কচ্ছে। এ কেমন বেদনা? ও কি, [illegible] এখানে যে? উমা কোথায়?"

উমা।—এই যে দিদি, আমি এইখানেই আছি। ভয় কি? আমরা সকলেই এইখানে আছি। এখনই সেরে যাবে। উঠো না, শুয়ে থাকো। ডাক্তার এসেছিলেন, ওষুধ দিয়ে গেছেন। ভয় কি?

বিনোদ।—ভয়ই বা কাহার, লজ্জাই বা কিসের? আমার আর বেশীক্ষণ বাকী নেই। মামা আমার কাছে এসে, আপনি বসুন।

গিরীশবাবু যেন সভয়ে ও অনিচ্ছায় বিনোদের নিকটে আসিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন,—"এ কি করিলে, বিনোদ! এ কলঙ্ক ঢাক্‌ব কেমন ক'রে? আমার যে ইহার অপেক্ষা মরণই ভাল ছিল।"

বিনোদ।—আমিই মরিব, মরিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম; যম আমার সাহায্য করিতেছে, আমাকে এ পৃথিবী হইতে দূর করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে।

গিরী।—তুমি মরিলেও আমার দুঃখ, না মরিলেও আমার দুঃখ। আর যে কাণ্ড করিয়াছ, তাহাতে এ জীবনে দুঃখের জের মিটিবে না।

বিনোদ।—মরিবার সময় আবার লজ্জা কিসের? যে কথা মামীকে বলিতাম, সে কথা আপনাকেই মুখ ফুটিয়া বলিব। কারণ আমার সময় বড় কম। আমি কলঙ্কিনী হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার কাছে আমি দোষী নহি। আমার স্বামী—স্বয়ং যোগেশ্বর।

গিরী।—দোষ তোমার নহে, দোষ আমারই। তোমাকে এখানে রাখিয়া যাওয়াই অন্যায় হইয়াছিল। সে দুষ্কর্ম্মের ভোগ আমাকেই ভুগিতে হইবে। তোমার কলঙ্কে আমার কলঙ্ক হইল।

বিনোদ।—বেহায়া হইয়া আর একটা কথা বলিব। যোগেশ্বরের কোন দোষ নাই; অপরাধ যদি কিছু থাকে ত সে আমারই।

গিরী।—যোগেশ্বরের ষোল-আনা দোষ আছে। সে যে উমার স্বামী! সে উমাকে ভুলিয়া তোমাকে গ্রহণ করিল কেন? আর তুমি আজন্ম বিধবাই হও, অথবা বালবিধবাই হও, তোমার জানা উচিত ছিল যে, যোগেশ্বর অন্য-নারীর পতি। তাহাতে তোমার কোন অধিকারই নাই। উমার অনুমতি লইয়া যথারীতি যোগেশ্বরকে বিবাহ করিতে পারিলে, তবে তোমার একটা অধিকার জন্মিত।

বিনোদ।—এইটুকুর জন্যেই যদি পাপ হয় ত আমার ভয় নাই।

গিরী।—কেবল এইটুকুই নহে। হিন্দুর হিসাবে তুমি অন্যের পত্নী। তোমার স্বামী স্বর্গে গিয়াছেন বটে; কিন্তু তোমার পিতা তোমায় তাঁহাকেই দান করিয়াছিলেন। তোমার দেহের অধিকারী তোমার স্বর্গগত পতি। তিনি মৃত্যু-শয্যায় তোমার অন্য কাহারও উপর অর্পণ করেন নাই। স্ত্রী-হত্যা মহাপাপ জানিয়া, আমরা,—তোমার আত্মীয়কুটুম্ব, তোমার প্রতিপালনভার গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। তুমি কোন্ হিসাবে তোমার দেহ বিলাইয়া দেও? তুমি কাহার বলে জারজ সন্তান গর্ভে ধারণ কর? শাস্ত্রীয় পাপ-পুণ্যের কথা বলিব না, সে কথা তুমি বুঝিতে পারিবে না। সাধারণ-যুক্তিতে তোমাকে বলিলাম যে, তুমি মহাপাপ করিয়াছ। যোগেশ্বর তোমার সহযোগী চোর, যদি উমা সাহায্য করিয়া থাকে ত উমাও এ পাপের অংশভাগিনী। তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। উমা এবং যোগেশ্বর, এই তুষানল-জ্বালা চিরদিন ভোগ করিবে, আমিও উহাদের কষ্টে চির-দুঃখী হইয়া থাকিব। তুমি আপাতত তুষানলের হাত এড়াইলে বটে, কিন্তু পরে কি হইবে কে জানে? ছিঃ ছিঃ বিনোদ, তুমি কি করিলে! দেবী নবদুর্গার মনে কষ্ট দিলে, তাঁহার সোণার সংসারে ছাই ঢালিয়া দিলে, আমার এত আদরের মেয়ে উমাকেও এই কয় মাসে বুড়ী করিয়া দিলে। সে কি অধিক দিন বাঁচিবে!

বিনোদ।—এতক্ষণে বুঝিলাম, আমি কত বড় পাপ করিয়াছি। কিন্তু এখন যে, আর সাম্‌লাইবার সময় নাই। আমি মরিব,—মরিয়া এ কলঙ্কের কালী মুছিয়া ফেলিব। আমি মরিলে উমার সকল ভাবনার শেষ হইবে। যে যাতনা আমার হইতেছে, সে যাতনায় মানুষ বাঁচে না। আমিও বাঁচিব না। কিন্তু আমার উপায়?

গিরী।—এ জীবনে উমার ভাবনার শেষ হইবে না। উমার স্বামী উমাকে চিরদুঃখিনী করিল। যে সুখ-দুঃখের কর্ত্তা, সেই যদি হেলায় উমাকে দুঃখিনী করে ত, তুমি করিবে কি? যোগেশ্বর শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তি, যোগেশ্বর মজিল কেন?

বিনোদ।—যা হইবার, তাই হইয়াছে। শিক্ষার কথা বলিবেন না, আমরা কেহই শিক্ষিত নহি। দোষ আপনাদের, আপনারা জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে আল্‌গা রাখিয়াছিলেন কেন? আমি বিধবার কর্ত্তব্য কি শিখিয়াছি? যোগেশ্বর ব্রাহ্মণ গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি শিখিয়াছে?

গিরী।—ঠিক কথা, দোষ আমার, আর দোষ বেহাইন ঠাকুরাণীর। আমার দোষ তোমাকে এখানে আসিতে দিয়াছিলাম, বেহাইনের দোষ তোমাকে স্বাধীনভাবে এখানে থাকিতে দিয়াছিলেন। আমাদের উভয়ের দোষ এই যে, আমরা কেহই ব্রাহ্মণ নরনারীর কর্ত্তব্য তোমাদিগকে শিখাই নাই। তোমাদের যাহা খেয়ালে আসিয়াছে, তাহাই করিয়াছ। শাসন না মানিলে সংযম হয় না। তোমরা কালপ্রভাবে শাসন মান নাই; আমরা লোকলজ্জাভয়ে এবং স্নেহাধিক্যবশত তোমাদিগকে শাসন করিতে সাহসী হই নাই। আমি যে ভয়ে তোমাকে শাসন করি নাই, সেই লজ্জাভয় আমাকে এখন চাপিয়া ধরিল। তোমাদের দোষ কি! দোষ আমাদের বুদ্ধির, আর যত দোষ হিন্দুসমাজের ভাগ্যের।

বিনোদ।—অত কথা আমি শুনিতে পারি না। অত কথা বুঝিবার সামর্থ্যও আমার নাই। এখন আমার উপায় কি? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

গিরী।—তোমার উপায় মরণ। আর ভগবান্। তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভগবান্ দয়া করিয়া অতি শীঘ্রই তোমার কাছে মৃত্যুকে

পাঠাইয়া দিতেছেন। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বৈ কি? এই যে তুমি এখনই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছ! তোমার যে যাতনা হইতেছে, তাহার তুলনা এ সংসারে হয় না। ইহার উপর হঠাৎ মৃত্যুজনিত ভয়,তোমাকে মরণের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত আস্থির করিবে। এই সংসারেই হাতে হাতে পাপের ফল ভোগ করিতে পারা যায়, লোকে সর্ব্বদাই পাপের ফল পাইয়া থাকে। তুমিও যথেষ্ট কষ্ট পাই-তেছ। মা হইতে পারিলে হিন্দুর স্ত্রী স্বর্গের আশা ছাড়িয়া দেয়, মা হইবার সুখেই নারী গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে। তুমি মা হইয়াও হইতে পারিলে না। যাহাতে মা না হইতে হয়, সেই প্রার্থনাই তুমি করিয়াছ। অথচ তুমি গর্ভবতা; সে গর্ভও নষ্ট হয়, আর তোমার জীবনও যায়। তোমার ন্যায় হতভাগিনী আর কেহ আছে কি?

বিনোদ।—কেউ নাই মামা, আর কেউ নাই! আমি কি করিলাম, আমি কেন এমন হইলাম! আমার অদৃষ্ট,—আমার নিয়তি!

এই বলিয়া বিনোদ যেন ঢলিয়া পড়িল। তাহার মুখে আর বাক্য নাই, দেহ অসাড় ও নিস্পন্দ। বিন্দু বিন্দু ঘাম মুখে উঠিল, মুখ-চোখ কালো হইয়া গেল, গর্ভপাতের পূর্ব্বলক্ষণ সুস্পষ্ট হইল। তাড়াতাড়ি গিরীশবাবু কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, যোগেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া শ্বশুরের পদানুসরণ করিলেন। ধাত্রী ভিতরে আসিল; উমা বিনোদের মাথা কোলে তুলিয়া লইল।

এইবার ভীষণ যন্ত্রণা! নরক-যন্ত্রণাও বুঝি এমন নহে, মৃত্যু-যাতনাও বুঝি এমন নহে! এ যে—কত কষ্ট, কত ব্যথা, কত জ্বালা, কেমন পীড়ন—তাহা কি আর ভাষায় বুঝান যায়? না, মুখে বলিয়া বুঝান যায়! বিনোদ আবার পূর্ণগর্ভা নহে; তাহার গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার পক্ষে এ যন্ত্রণা অসাধারণ এবং অপূর্ব্ব!

প্রায় ছয় ঘণ্টা তীব্রযাতনা ভোগ করিয়া পরদিন প্রাতে বিনোদ এক মৃতপুত্র প্রসব করিল।

দুষ্কর্ম্মের ফল আপাতত মনোহর হইলেও, তাহা প্রকৃতপক্ষে শুভকর হইতে পারে না, কখনও হয় নাই। বিনোদ প্রসূতিকার সকল যন্ত্রণা সহ করিল, কেবল মা হইবার সুখানুভব করিতে পারিল না। এমন যন্ত্রণাভোগের পরিণাম,—উন্মাদ বা মৃত্যু।

ষড়্‌বিংশ পরি[illegible]।

সব ফুরাইল।

মৃতপুত্র প্রসব হইল, বিনোদের সকল যন্ত্র[illegible]ন জুড়াইয়া গেল। অত্যন্ত রক্তস্রাববশত দেহ পাণ্ডুরভাব ধারণ করিল, [illegible]ও ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতে লাগিল। কচিৎ ছিন্ন কচিৎ ভিন্ন ভাব, নাড়ীতে পরিস্ফুট হইল। ডাক্তার আসিয়া রোগিণীকে নানা প্রকারের ঔষধ সেবন করাইলেন, দেহের সহজ উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম [illegible] কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একে একে মৃত্যুর সকল ল[illegible] প্রকাশ পাইল। ডাক্তার মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবুকে বিদায় করিয়া যোগেশ্বর, বিষণ্ণমুখে বিনোদের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

উমা ছেলেদের শীঘ্র শীঘ্র আহারকার্য্য শেষ করাইয়া, পিতার স্নানের ব্যবস্থা এবং জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়া, চাকরচাকরাণীদিগকে নগদ পয়সা দিলেন। তাহারা বাজার হইতে জলখাবার আনিয়া [illegible], আর বড় খোকা ও ছোট খোকাকে কোলে লইয়া এক প্রতি[illegible]র বাটীতে গিয়া বসিল। পাছে নিজে অভুক্ত থাকিলে ছেলেদের অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে উমা তাড়াতাড়ি নিজের স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া, সামান্য একটু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া একঘটী জল খাইলেন। যোগেশ্বর উমার অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই, ছেলেদের সঙ্গে অল্প কিছু আহার করিয়া লইয়াছিলেন। বাহিরে লোকজন ঠিক রাখিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিয়া, উমা যেন একটু স্বচ্ছন্দমনে বিনোদের কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

বিনোদের এখন বেশ জ্ঞান হইয়াছে, বেশ স্পষ্ট কথাও কহিতে পারিতেছে। উমা কাছে আসিয়া বসিলে, বিনোদিনী তখন মুখ ফুটিয়া কথা কহিল।

বিনোদ।—উমা, দিদি, বোন্‌টি, এসেছ! কাছে এসে বস। তোমার মুখখানি যে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না!

উমা।—এই যে দিদি, আমি তোমার কাছেই বসিয়া আছি। আমায় কিছু বল্‌বে কি?

বিনোদ।—বল্‌ব কি! কত কথা বল্‌ব মনে হচ্ছে; কিন্তু মনের মতন ক'রে বল্‌তে যে পাচ্ছি না! আমার যে আর তত সময় নেই! আমি আর তোমায় কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, তোমার মনের সুখ আর যেন নষ্ট না হয়!

[illegible]—ও কি কথা বল্‌ছ দিদি, আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে? তুমি বে[illegible] [illegible]াক, আর আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। তোমার যেন কোন কালে মন্দ না হয়।

বিনোদ।—আমার আবার ইহকাল ও পরকাল। ইহকালের সৃষ্টি কর্‌তে গিয়েছিলাম, তাহা পারিলাম না। কাজেই আমার পরকালও নেই। কৈ, যোগেশ্বর কোথায়?

যোগে।—এই যে, আমি এইখানেই বসিয়া আছি। তোমার কাছেই আছি, আমাকে দেখিতে পাইতেছ না?

বিনোদ।—চোখ বুজিলেই তোমাকে বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু চোখ তাকাইয়া তেমন দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমার রং কি একদিনেই কাল হয়ে গিয়েছে? মুখ্‌খানা যেন ছায়াঢাকা-ছায়াঢাকা বোধ হচ্ছে।

যোগে।—তোমার স্বামীকে কিছু বলিয়া পাঠাইবে কি? আর অধিক বকিও না, কষ্ট হইবে। মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ কর।

বিনোদ।—আমার ইষ্টমন্ত্র তোমার নাম, আমার ইষ্টদেবতা তুমি। তুমি যখন কাছে বসে আছ, তখন আর জপ কর্‌বো কি? তুমি একবার আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেও।

উমা।—দিদি একটু গঙ্গাজল খাও। দুর্গা-দুর্গা।

বিনোদ।—দুর্গা দুর্গা দুর্গা! কিন্তু আমার ত কোন ভয় হচ্ছে না? আমার যে কত সুখ, কত আরাম হচ্ছে, তোমায় দেখাতে পাচ্ছি না, এই যা দুঃখ। চোখ বুজিয়ে যে কি রূপ দেখ্‌ছি, তা তোমায় কেমন করে বল্‌ব! যোগেশ্বর! মনে পড়ে কি, সেই একদিন তুমি লাট্‌সাহেব আসবে ব'লে, ভোরে স্নান ক'রে, ভিজে কাপড়ে তাড়াতাড়ি ঘরে এসেছিলে! তোমার মাথা দিয়ে গড়িয়ে জল পড়্‌ছিলো, সর্ব্বাঙ্গে শিশির-বিন্দুর মত জল-কণা সাজান ছিল; আমি সেই সময়ে পূব্‌দিকের জানালাটা খুলে দিলেম, আর প্রথম প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি তোমার চোখে,মুখে,সর্ব্বাঙ্গে কত রামধনু এঁকে দিল—মনে পড়ে কি, সেইদিনকার কথা? আমার সেই রূপটাই মনে পড়্‌ছে, চক্ষু বুজিলেই সেই মনোহর-মূর্ত্তি কে যেন চোখের পাতার ভিতর এঁকে দিচ্ছে। উঃ! যোগেশ, তুমি কি সুন্দর! আর একদিন, মনে পড়ে কি? ভয়ানক গ্রীষ্ম, তাতে গায়ের চামড়া ফেটে যাচ্ছিল, আমি তোমার দেহে শাদা ও রাঙ্গা চন্দন মাথিয়ে দিয়েছিলাম; তোমার মালকোঁচা-মারা কাপড় ছিল গলায় একটা চাঁপা ও বেলার গড়ে ছিল, আর তুমি আমাকে চন্দন মাথাবার জন্য ছুটে এসেছিলে—মনে পড়ে কি, সে দিনকার কথা? আমি তোমার সে রূপটাও চক্ষু বুজিয়ে দেখ্‌ছি! পুরুষমানুষ এত সুন্দর হয়, আমি তা ত জান্‌তেম না! আর, তোমায় দেখতে পাব না—আর তোমার চোখদুইটির প্রতি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক্‌তে পার্‌বো না! এ সব কি পাপ? পাপ হ'লে কি এত সুখ হয়?

যোগে।—বিনোদ, তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত। এ সময়ে আর বাজে কথা বোকো না। দুর্গানাম কর, গঙ্গা-গঙ্গা বল! পাপ সংসারের কথা আর বলো না।

বিনোদ।—তুমি যখন বলছ, তখন দুর্গা-দুর্গা বলি, গঙ্গা-গঙ্গা বলি! এত সুখের সংসার পাপের সংসার হবে কেন? আমার যে সব কথা মনে পড়্ছে। সেই ছেলেবেলার কথা, সেই ধূলাখেলার কথা—সব মনে পড়্ছে। তার পর ও কি ও, কারা আমার গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে? আবার ও কি ও—কে যেন ঢাক ঢোল বাজিয়ে এল, কারা সব উলুধ্বনি দিয়ে উঠ্‌ল, আমাকে পিঁড়িতে করে বাইরে নিয়ে গেল? এ—কে? এ মানুষটি কে? বাঃ! বেশ দিব্যি ছোক্‌রাটি! যোগেশ্বর! এ মানুষ তোমার চেয়ে ঢের সুন্দর! ই—কি? আমার হাত, তার হাতের উপর দিচ্ছে কেন? আমার কি বিয়ে হচ্ছে? তবে কি ঐ ছোক্‌রা আমার স্বামী। রক্ষা কর, যোগেশ্বর! রক্ষা কর—ও যে আমায় ডাকে,—কোথায় নিয়ে যাবার জন্যে ডাকে! আমি যাবো, না—না—না আমি যাবো না। রক্ষা কর, উমা, আমায় বাঁচাও!

উমা।—ভয় কি দিদি, দুর্গা-দুর্গা বল, রাম-রাম বল! হরি হরি বল! ভয় কি?

বিনোদ।—হায় মা দুর্গা, এখন—এই মরণসময়ে আমার হারানিধি আমাকে ফিরিয়ে দিলে! এখন আর কি হবে মা, আমার সব শেষ হয়েছে। সারাজীবন কত চেষ্টা করেছি, ঐ চাঁদমুখখানি মনে রাখ্‌বার জন্যে কত চেষ্টা করেছি—একদিনও মনে পড়ে নি। ও মুখখানি আমার চোখের উপর থাক্‌লে আমার ভাবনা ছিল কি? আমি কেন এমন করিলাম? আমি কেন তোমায় ডাকিলাম না? এই ত একবার ডাকিতেই তুমি দেখা দিয়েছ—আমার অমন স্বামীর মুখ্‌খানি

দেখিয়ে দিয়েছ! কেন আমি এমন ভাবে তোমায় ডাকিনি? আ— ছিঃ! যোগেশ্বর! তুমি আবার সুন্দর! এ দেবতার মুখের কাছে, তোমার মুখখানি যেন রাক্ষসের মত দেখাচ্ছে। আমি পোড়ারমুখী—চোখের মাথা খেয়েছিলাম, তাই তোমার মুখ দেখেছিলাম। কৈ!—উ—মা— উমা—কৈ? এই যে তোমার চাঁদমুখ এতক্ষণ দেখছিলাম,— আর কেন দেখতে পাচ্ছিনে! তুমি আমায় ছুঁয়ে থাকো, তুমি ছুঁয়ে থাকলে আমায় কেউ ধরতে পারবে না।

উমা।—এই যে দিদি, আমি তোমার কাছেই বসে আছি, তোমার বুকে হাত দিয়ে বসে আছি। ভয় কি, দুর্গা-দুর্গা বল—গঙ্গা-গঙ্গা বল!

বিনোদ।—আঃ—আঃ—দু—র্—গা, দু—র্—গা ব—ল! গ—ঙ্—গা—গঙ্—গা বল। বল—বল! আর কি—ছু—ই দে—খ্—তে পা—চ্ছি—না; স—ব অ—ন্ধ—কা—র! দু—র্গা দু—র্গা ব—ল। বল—ব—ল! দু—র্—গা—আ!

সুর ফুরাইল; বিনোদিনী আর নাই! কেবল তাহার শবদেহ পড়িয়া রহিল!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিতা।

বিনোদিনীর এখনও সব ফুরায় নাই। যাহার জন্য সংসারে বিনোদিনীকে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল, যাহার জন্য বিনোদিনীকে তীরের কাছে আসিয়া নৌকাডুবী হইতে হইয়াছিল, এখনও বিনোদিনীর তাহাই বর্ত্তমান ;—সেই দেহ, সেই রূপ, সেই লাবণ্য এখনও বর্ত্তমান। মৃত্যুর পাণ্ডুরে পরিবৃত হইলেও, মহাকালের মহাশৈত্যে সে অপূর্ব্ব কলেবরের সুখোষ্ণতা তিরোহিত হইলেও, মৃতদেহে এখনও যে সৌন্দর্য্য ছিল, পলকশূন্য নয়নে এখনও যে মাধুর্য্য ছিল, সচল সজীব শো[illegible] প্রবাহের প্রভাবে অধরোষ্ঠের বিম্ববৎ বর্ণাভা আর না থাকিলে[illegible], এখনও তাহাতে যে সরসতা ছিল, চিতায় না তুলিলে, চিতাবিস্তারি[illegible] শত অগ্নিজিহ্বার সংস্পর্শে ভস্মে পরিণত না হইলে,—হয় ত তাহা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইবে না। তবে রূপবিমূঢ় যোগেশ্বরের [illegible]র কোটরে সে রূপগৌরব বহুকাল প্রচ্ছন্ন থাকিবে বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে বিস্মৃতির ঘনতমিস্র আসিয়া সে কোটরক্রোড়কে সমাচ্ছাদিত করিবে।

স্মৃতি অনেক সময়ে সুখের হইলেও, সেই সুখের স্মৃতিও জীবজগৎ রক্ষা করিতে পারে না। স্মৃতির ধীরতাপে জীব অবসন্ন হয়, স্মৃতির নিরাশ অবসাদ-সুখে মানুষ বাঁচিয়াও যেন মরিয়া রহে, স্মৃতির সুখজড়তায় মনুষ্যসমাজ গতিশূন্য হয়—স্থাণু হইয়া যায়। যাহা ছিল, তাহা আর হইবে না,

৯

যাহা দেখিয়াছি, তাহা আর দেখিব না,—এই মনুষ্য-রেণুকে নৈরাশ্যের শূন্যতায় অস্তিত্বহীন করিয়া দেয়।

স্মৃতি কথন আকাঙ্ক্ষাময়ী, কথন অনু..., কথন স্পর্দ্ধাময়ী। যাহা গেল, তাহা চিরদিনের জন্য গেল, আর আ... না, আর তাহা পাইব না,—প্রাণপণ করিলেও আর তাহা আমার হইবে ...—এ স্মৃতি নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়াও আকাঙ্ক্ষাময়ী। যদি সে সময়ে সহজ ঔদ্ধত্যের বশে অধর্ম্ম না করিতাম, যদি সে সময়ে ঐশ্বর্য্যের মোহে আত্মহারা না হইয়া বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিতাম, তাহা হইলে হয় ত বা এমন দশা হইত না, তাহা হইলে হয় ত বা গিরিচূড়া-বিহারী আমি, আমাকে ধূলায় লুটাইতে হইত না;—এ স্মৃতি অনুতাপময়ী। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইবার, পরে তাহা হইবে, তবে আমার যাহা ছিল, এমন আর কাহারও নাই, এমন আর কাহারও হইবে না;—এ স্মৃতি স্পর্দ্ধাময়ী। এই স্মৃতির বিপাকে পতিত হইলে মানুষ ক্রমে ক্রমে সজীব প্রস্তরবৎ হইয়া যায়।

বিস্মৃতির বিকাসে ভগবানের দয়ার সূচনা, বিস্মৃতির আবির্ভাবে তাঁহার করুণাময় নামের পরিচয়। বিস্মৃতি কালের গুণ, কাল কল্পতরু; বিস্মৃতি সেই-তরু-বিজড়িতা কল্পলতিকা। সব গিয়াছে,—যাহা লইয়া সংসার, যাহা হইতে মনুষ্যত্ব, যাহার জন্য ইহকাল ও পরকাল, সে সব গিয়াছে; তথাপি আমি আছি। কেন না, আমার ভবিষ্য... আছে; কেন না, আমার অতীত সর্ব্বস্ব বিস্মৃতির অপরিমেয় সাগ...র্ভে ইহজীবনের জন্য ডুবিয়া গিয়াছে; কেন না, এখনও আমার বাঁচিবার সাধ আছে। স্মৃতির অসংখ্য-বৃশ্চিকদংশনে মানুষ আত্মহত্যা করে,—দেহত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করে,—মদ্যপ, পাপাসক্ত হইয়া আত্মহত্যা করে। আর বিস্মৃতির সুশীতল প্রলেপে হৃৎপিণ্ডের ক্ষতমুখের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া মানুষ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত

হইয়া পড়ে। পরে, ঘুম ভাঙ্গিলে নূতন চক্ষে সকলই নূতন দেখে, আশাসুখে জীবনকে আবার সরস করিয়া তুলে।

তাই মহাশ্মশানে মহানিদ্রার চিতাবিন্যাস। সে চিতায় স্মৃতির জ্বালা-মালা ক্ষণেকের জন্য চতুর্দ্দিকে চণ্ডদীপ্তি বিস্তার করিয়া মানুষকে পাগল করিয়া তুলে বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভস্মের আচ্ছাদনে সব ঢাকিয়া যায়। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব,—মানুষ বলিয়া সংসারে পরিচয় দিতে হইলে, যাহা কিছু থাকা সম্ভব, সকলই চিতাভস্মে ঢাকিয়া যায়। তাই শ্মশানের চিতা বিস্মৃতির সিংহাসন; তাই শ্মশানের চিতা-বহ্নি ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক। চিতা অতীতের সকল চিহ্ন মুছিয়া দেয়, তাই স্মৃতির তপ্ত অঙ্গারে জলসেচন করিয়া চিতাচুল্লীকে শীতল করিতে হয়।

বিনোদিনী মরিয়াছে, কিন্তু এখনও রূপবিলাসের সুখস্মৃতির প্রদীপ্ত শিখা-স্বরূপ তাহার অনুপম দেহ ধূলায় লুটাইতেছে। যে দেহ দেখিয়া যোগেশ্বর উমাকে ভুলিয়াছিল, মাতা নবদুর্গাকে ভুলিয়াছিল, পুত্রস্নেহ ভুলিয়াছিল, সে দেহ এখনও গৃহপ্রাঙ্গণে শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত রহিয়াছে।

যোগেশ্বরের নয়নে অশ্রুধারা নাই, কণ্ঠে গদ্‌গদ রোদনধ্বনি নাই। তাহার সব শুষ্ক, ওষ্ঠাধর শুষ্ক, কপোল ও গণ্ড শুষ্ক, হৃদয়ও কতকটা শুষ্ক। সে বারে বারে ভিতরের মহল হইতে বহির্ব্বাটীতে যাইতেছে, বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরে আসিতেছে; আর এক এক বার শায়িত শবদেহের নিকটে দাঁড়াইয়া কি-জানি-কোন্ দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। সে দৃষ্টি স্থির নহে—সম্পূর্ণ ভাবশূন্য, অথচ ধীর। সেই ভাব-শূন্য-দৃষ্টি লইয়া যোগেশ্বর এক এক বার ধূল্যবলুণ্ঠিতা রোরুদ্যমানা উমাসুন্দরীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছে না, তাহার নয়নযুগলের সহস্রধারার সহিত নিজের শুষ্ক

চক্ষুর একটি ধারাও মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে না। একবার দাঁড়াইয়া, একবার সে রোদনধ্বনি শুনিয়া, শুষ্কমুখে বিহ্বলভাবে আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

ইহাই স্মৃতির বজ্রসূচীবেধ—হৃদয়ের যে স্থানে বিদ্ধ হয়, সে স্থানকে দগ্ধ করে না, পরন্তু তাহার আশপাশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। যোগেশ্বর ভাবিয়াছিল, বিনোদিনীর এমন দুর্দ্দশা সে-ই করিয়াছে। বিনোদিনী তাহাকে না দেখিতে পাইলে রূপমোহে পাগল হইত না, পাগল হইয়া আত্মোৎসর্গ করিত না, তাহার গর্ভও হইত না, সে মরিতও না। ক্ষণেকের এই ভাবনা যোগেশ্বরের স্মৃতির চুল্লীতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল; সে অগ্নি অগণিত-শিখা বিস্তার করিয়া যোগেশ্বরের চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল; সে এই জ্বালামালার ভিতরে অতীতের সকল ঘটনা একটি একটি করিয়া স্পষ্ট স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল; আর তাহার বাসনা, বিলাস, মদ, মাৎসর্য্য, পট্‌পট্‌ করিয়া পুড়িয়া ফাটিয়া যাইতেছিল। তাই যোগেশ্বরের মুখ শুষ্ক, চক্ষু শুষ্ক, হৃদয়ও শুষ্ক! তবে এক এক বার সে যখন উমাকে দেখিতেছিল, তখন ভাবিতেছিল,—আমার এখনও জুড়াইবার স্থান আছে, এখনও দ্বাদশ-সূর্য্যাকর-জ্বালাময় হৃদয়াকাশে মায়ার স্নিগ্ধ-শীতল জলদজাল বিস্তারের সম্ভাবনা আছে। তাই যোগেশ্বরের হৃৎপিণ্ড একেবারে শুকাইয়া যায় নাই, তাই যোগেশ্বরের মস্তিষ্ক এখনও ফাটিয়া যায় নাই।

যতক্ষণ বিনোদিনীর দেহ গৃহ-প্রাঙ্গণে পতিত থাকিবে, ততক্ষণ যোগেশ্বর এমনই ভাবে ছট্‌ফট্‌ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইবে। যখন সে দেহ শ্মশানে চিতাবহ্নিপ্রভাবে ভস্মসাৎ হইবে, তখন যোগেশ্বর গঙ্গাস্নান করিয়া "হরিবোল" বলিয়া শূন্যমনে গৃহে ফিরিবে; আর উমার স্নেহ-শীতল কোমল হৃদয়ে এই পাপস্মৃতির জ্বালা লুকাইয়া রাখিবে।

এখন যোগেশ্বর স্বপ্নের ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াক্, আর উমা অপার স্নেহের উৎস খুলিয়া দিয়া কাঁদিতে থাকুক। বিনোদের সৎকার শেষ হইলে, সব শেষ হইবে।

সে পক্ষে অধিক বিলম্বও হইল না। প্রতিবেশী বন্ধুগণ আসিয়া বিনোদকে শ্মশানে লইয়া গেল। যোগেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন। ছায়ার মত আত্মহারা হইয়া যোগেশ্বর শবের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। এক এক বার বিকট হরিধ্বনি হয়, আর যোগেশ্বর চমকিয়া উঠেন,—কি-যেন-কেমন স্বপ্নঘোর হইতে চমকিয়া উঠেন। তখন মনে হয় যে, তিনি সত্য-সত্যই যোগেশ্বর, ঐ বিনোদিনীর দেহ শ্মশানে যাইতেছে, আর গৃহে আছে উমা! ক্ষণেকের মধ্যে এ জ্ঞানটুকুও যখন লোপ পায়, তখন আবার কেমন-যেন-কি হইয়া যান। আবার হঠাৎ সমবেত স্বরে উচ্চনাদে হরিনাম, আবার যোগেশ্বরের আত্মানুভূতি। ইহা কি শোক? না, ইহাই প্রায়শ্চিত্ত!

এইভাবে যোগেশ্বর শ্মশানে গিয়া পঁহুছিলেন। বিশাল গঙ্গাদেই ধীরমন্থরগতিতে চলিয়াছে, বালুকাময়ী বিস্তীর্ণ-তটভূমি মন্দাকিনীর অঞ্চলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। উপরে নীলাম্বর; শ্বেত, পাটল, ধূসর, ঘনকৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণের অভ্রখণ্ডে খচিত নীলাম্বর। সেই বিরাট্ আকাশের একভাগ ঐ দূরে হাজিপুরের উপরে গিয়া ঝুঁকিয়া আছে, আর উহারই ভিতর দিয়া গণ্ডকীপ্রবাহ চুপিচুপি আসিয়া গঙ্গার কোলে মুখ লুকাইতেছে। মধ্যে, গঙ্গার বক্ষের উপর চরভূমি শ্বেত সলিলাম্বর বিদীর্ণ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, আর তাহার উপর ডাহুক ডাহুকী, চক্রবাক চক্রবাকী প্রভৃতি নানা জলচর পক্ষিকুল নাচিয়া নাচিয়া আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ মরে কি বাঁচে, তাহারা দেখে না, মানুষ কেন আসে কেন যায়, তাহারা জানে না, তাহারা কেবলই খেলা করে, আর খায়।

ঐ খঞ্জন বিনোদের পার্শ্বে বসিল ;—আ মরি মরি, কেমন নয়ন-রঞ্জন মনোহর নাচিল! যাহার সহিত বিনোদের নয়নের তুলনা হইত, সে ত বিনোদের মৃতদেহকে একবারও দেখিল না ; কেবল নিজের রূপ দেখাইয়া গেল, তুমি দেখিতে পার আর নাই পার, সে অপরূপ রূপ ছড়াইতে ত্রুটি করিল না। ঐ রাখালবালক ধেনু চরাইয়া সানন্দ-চিত্তে গান করিতে করিতে নগরের দিকে যাইতেছে, হঠাৎ সে বিনোদের বস্ত্রাচ্ছাদিত শবদেহের প্রতি তাকাইয়া ক্ষণেকের জন্য যেন সভয়ে চুপ করিল। মনুষ্য-শব দর্শনে, বালক রাখালের বালক-সুলভ স্ফূর্তিটুকুও তাহাকে ক্ষণেকের জন্য অবসন্ন করিল। কিন্তু ঐ শুন,—দশপদ অগ্রসর হইতে না হইতে, সে সব ভুলিয়াছে, আবার সানন্দে গান করিতেছে।

যোগেশ্বরও আবার ঐ রাখালের মত হাসিবে ; কিন্তু এত শীঘ্র নহে ; তাহার পক্ষে একটু অধিক কাল লাগিবে। উমার স্নেহযুক্ত বিস্মৃতির প্রলেপ যোগেশ্বরের হৃদ্গত-স্মৃতির ক্ষতস্থানকে আবৃত করিবে বটে, কিন্তু এত শীঘ্র নহে। দিনেক দুদিন কাটিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। তবে ক্ষতস্থানের চিহ্ন চিরকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। যখনই কেহ সেই চিহ্নিত কোমল স্থানে আঘাত করিবে, তখনই স্মৃতির উদ্রেক হইবে, তখনই আবার যোগেশ্বরকে অভিভূত হইতে হইবে।

এস বিস্মৃতি! সর্ব্বমঙ্গলবিধাত্রী, সর্ব্বক্ষেমকর্ত্রী, সর্ব্বাপদ্‌বিনাশিনী,—তুমি এস! তোমার চিতারূপ রত্নাসনে অধিষ্ঠান করিয়া বহ্নিশিখার লাবণ্য বিস্তার করিয়া যোগেশ্বরের যোগভঙ্গ করিয়া দাও! যোগেশ্বরের মনোমীনকে বিনোদিনীর রূপবাগুরা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও!

ঐ উঠিল, বিনোদিনীর দেহলতা চিতার উপর উঠিল! ঘৃত-ম্রক্ষিত হইয়া, বস্ত্রাবৃত হইয়া বিনোদিনীর দেহ চিতায় শায়িত হইল। সে কোমল দেহের উপর এক এক করিয়া অনেকগুলি কাষ্ঠখণ্ড সাজা-

ইয়া দেওয়া হইল। ঐ অগ্নির প্রদক্ষিণ হইল,—ঐ চিতা জ্বলিয়া উঠিল! দ্বিজিহ্বের জিহ্বাবিস্তারের ন্যায়, লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্নিশিখা চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল। শিখাগ্রচ্যুত জ্বালাংশসকল শূন্যাকাশে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উড়িয়া উড়িয়া মিশিয়া গেল। ক্বচিৎ বা লোহিতবর্ণ অগ্নি-শিখায় নীলিমার বিকাশ হইল, ক্বচিৎ বা হরিদ্বর্ণের অগ্নিকণা ছুটিয়া বাহির হইল। পট্‌পট্ চট্‌চট্ ফট্‌ফট্ শব্দে সে রূপলাবণ্যপূর্ণ দেহ অগ্নিসাৎ হইল।

বহ্নির কেবল রূপ, তাই বুঝি সকল রূপ বহ্নিতে মিশাইয়া যায়! বহ্নির তাপ আছে, তাই বুঝি রূপেরও তাপ আছে! বহ্নি সর্ব্বস্ব দহন করে, তাই বুঝি রূপ জাতিবিচার না করিয়া, সম্বন্ধবিচার না করিয়া যাহাকে ছোঁয়,তাহাকেই খাক্ করে! বহ্নির সাগর—রূপের সাগর! ধরা-গর্ভে বহ্নিসাগর আছে; সেই বুঝি রূপের সাগর! তাহারই প্রভাবে বুঝি জগতের সকল সামগ্রী এমন সুন্দর দেখায়! চিতারও সেই বহ্নি; তাই চিতার রূপ আছে। তাই চিতার রূপে বিনোদিনীর রূপ মিশিয়া গেল।

সব ফুরাইল! সকলেই স্নান করিয়া ঘাটে উঠিলেন। যোগেশ্বরও এই সঙ্গে স্নান করিয়া উঠিল। আবার প্রবল ভৈরবনাদে হরিবোল! যোগেশ্বর ত আর চমকাইল না! আর পশ্চাদ্দিকে তাকাইল না! এবার যোগেশ্বরও হরিনাম করিল। এই যে, যোগেশ্বর! তোমার চক্ষে এতক্ষণে জল আসিল যে! ইহাই বিস্মৃতির জলসেচন! এই আরম্ভ হইল—যতক্ষণ না স্মৃতিচুল্লী সম্পূর্ণ শীতল হয়, ততক্ষণ এমনই ক্ষণে ক্ষণে জলসেচন হইবে।

ভাবনা কি যোগেশ্বর! তুমি বাঁচিবে, তুমি আবার সুখী হইবে!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী ... নী।"

এইবার সত্যসত্যই সব ফুরাইল! যোগেশ্বর সব ফুরাইয়া,—সব শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শুষ্ক মুখ, শুষ্ক চক্ষু, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত রুক্ষকেশ, আজানু-পরিলিপ্ত ধূলিকর্দ্দম, অযত্ন-পরিহিত আর্দ্রবস্ত্র,—যোগেশ্বরের যেন পাগলের বেশ! ধীর বিষয়ী ব্যক্তি যদি সর্ব্বস্ব হারায়, আশার সূক্ষ্ম সূত্রটি পর্য্যন্ত যদি তাহার ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে সে যেমন দশদিক্ অন্ধকারময় দেখিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়; যোগেশ্বরও তেমনি পাগলের ন্যায় জ্ঞানহারা হইয়া গৃহের দিকে ছুটিয়া আসিলেন।

"কৈ তুমি! তুমি—কোথায়? একবার তোমায় দেখিব!"

উদ্ভ্রান্তভাবে, অসাড় জড়জিহ্বায় অর্দ্ধস্ফুট ভাবে এই কয়টি কথা বলিয়া যোগেশ্বর কেমন-এক-রকম হইয়া দালানের ভিতর আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। দুই ভ্রূর উপর ঘর্ম্মবিন্দু যেন শিশিরকণার ন্যায় ঝুলিতেছে; অধর রসহীন, পাঙাস্ বর্ণ, ধূলিপটলে আচ্ছাদিত; নাসিকার রন্ধ্র দুইটি বিস্ফারিত, তাহাতে সচেষ্টায়, সবেগে, সশব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে;—যোগেশ্বর পাগল হইলেন না কি? যোগেশ্বর আর কথা কহিতে পারিলেন না।

বাহিরে হরিধ্বনি শুনিয়া উমা বুঝিল যে, বিনোদিনীর সৎকার করিয়া সকলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ভিতরে দালানের উপর,

কেমন একটা ঘড়-ঘড়্ শব্দের সহিত যোগেশ্বরের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া, উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। একবার স্বামীর মুখের প্রতি তাকাইয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ত্বরিতপদে বাহিরে যাইয়া একঘটী জল ও একখানা গামোছা আনিল। যোগেশ্বরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহার চরণযুগল সাবধানে ধৌত করিয়া দিল; পরে গামোছা দিয়া হাত, পা, মুখ মুছাইয়া দিল; উমা নিজকক্ষ হইতে গোলাব-জলের বোতল আনিয়া, খানিকটা গোলাবজল যোগেশ্বরের মাথায় ঢালিয়া দিল এবং মাথার উপর ধীরে ধীরে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিল। এতক্ষণ পরে যোগেশ্বরের চক্ষু দুইটি প্রকৃতিস্থ হইল, ওষ্ঠাধরে যেন রসের সঞ্চার হইল। যোগেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করি-লেন। উমা অতিধীরে যোগেশ্বরের হস্তধারণ করিয়া উঠাইল এবং আস্তে আস্তে বলিল "ঘরে চল, কাপড় ছাড়্বে; সরবৎ খাবে এখন, মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে!"

যোগেশ্বর বিনা বাক্যব্যয়ে উমার করাকর্ষণ অনুসারে নিজপ্রকোষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন, উমার প্রদত্ত সরবৎ পান করিলেন। এইবার একটু স্থির হইয়া তিনি সজ্ঞানে একটি কেদা-রার উপর বসিলেন। উমা পানের ডিবা আনিয়া স্বামীর মুখে পান দিল, তামাকু সাজিয়া আনিয়া স্বামীর হস্তে হুঁকা দিল। যোগেশ্বর অন্যমনস্ক ভাবে তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে উমা বাহিরে আসিয়া নিজের হস্ত-পদ প্রক্ষালন করিল, বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিল, এবং খোকাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিল। পরে পিতা গিরীশচন্দ্রকে স্নান করাইয়া, জল-মিষ্টান্ন দিয়া, তাঁহাকে সুস্থির করিয়া, স্বকক্ষে ফিরিয়া আসিল। তখনও উমা দেখে, যোগেশ্বর তামাকু টানিতেছেন, কলিকার তামাকু পুড়িয়া গিয়াছে, আর ধূম নির্গত হইতেছে

না, তথাপি যোগেশ্বর মধ্যে মধ্যে হুঁকায় টান দিতেছেন। উমা জীবনে কখনও স্বামীকে এমন অন্যমনস্ক দেখে নাই। উমা একটু ভয় পাইল। ধীরে ধীরে যোগেশ্বরের নিকটে যাইয়া তাহার হাতের হুঁকা কাড়িয়া লইল। এইবার যোগেশ্বর উমার মুখপানে তাকাইলেন। এখনও তাঁহার নয়নে ভাবশূন্য-দৃষ্টি, এখনও তাঁহার মুখে অর্থশূন্য-ভঙ্গী,—এখনও যোগেশ্বর কেমন-কেমন দেখাইতেছিল। কিন্তু উমার মুখ দেখিয়া তিনি কতক্ষণ একদৃষ্টিতে কি দেখিতে লাগিলেন, শেষে বিহ্বল-ভাবে বলিলেন, "কে বিনোদকে খুন করেছে, জান?—আমি!" উমা তাড়াতাড়ি যোগেশ্বরের স্কন্ধে দক্ষিণ বাহু রাখিয়া, [illegible]ণ কপোলে নিজ দক্ষিণ কর বুলাইয়া দিয়া [illegible]-কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, ও কথা কি বল্‌তে আছে! আমাদের অকল্যাণ হ'বে যে! কে কাহাকে মারে! লোকে নিজেই মরে।"

যোগে।—আমি যদি তাহার সর্ব্বনাশ না করিতাম, তাহা হইলে সে [illegible]ধবী হইত না, একাদশীর নিরম্বু উপবাস করিয়া তাহার গর্ভস্রাব হইত না; সে মরিত না। আমিই তাহাকে মারিয়াছি। আমিই তাহার যম। আমি কি করিব!

উমা।—ছিঃ ছিঃ! অমন কথা মুখে আন্‌তে নাই। এই শ্মশান থেকে এসেছ, তাই মনের ভাবটা খারাপ হয়েছে। ও সব ভুলে [illegible]; অন্য কথা কও!

যোগে।—আমার আবার অন্যকথা কি থাকিতে পারে? যে স্ত্রী-হত্যা ও ভ্রূণহত্যা করিয়াছে, তাহার আবার অন্যকথা কি? আমি ভুলিব! এই সব লোমহর্ষণ-ঘটনা আমি ভুলিব!—আমি ভুলিতে পারিলে, আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমন করিয়া? আমার নরক-যন্ত্রণা হইবে কিসে?

উমা।—টাট্‌কা আগুনের জ্বালা, আপাতত বড়ই যাতনা হবে। কিন্তু তুমি পুরুষমানুষ, সংসারের কর্ত্তা, তোমার অস্থির হওয়া ত ভাল নয়! তুমি যে কেবল আমারই স্বামী, আর বিন্দুদিদির প্রিয়পাত্র, তাহা ত নয়! তোমার দুইটি ছেলে আছে, অন্য আত্মীয়কুটুম্ব আছে, কাশীবাসিনী মা আছেন, শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন,—তুমি অধীর হ'লে চল্‌বে কেন?

যোগে।—আমি যখন আমার নহি, তখন অন্যে আমার কে? হায়, হায়! আমার জন্য বিনোদিনী পুড়িয়া মরিল, আমার জন্য একটা গৃহস্থের মাথা হেঁট হইল,—আর আমার জন্যও নরকে একটা প্রশস্ত স্থান প্রস্তুত রহিল! আমার বাঁচিয়া সুখ! আমার মত এত বড় মহাপাপী, অন্য আর কোন্ ব্যক্তিকে সুখী করিতে পারিবে!

উমা।—মেয়েলী কথা একটা জান ত!—বত্রিশ বন্ধন, বত্রিশ নাড়ী! কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই এই দুইটি আছে। তোমার একটা বন্ধন ছিঁড়িল, একটা নাড়ীতে আগুন জ্বলিল; কিন্তু অন্যগুলি ত আছে! তুমি একটার জ্বালায় আত্মহারা হ'য়ে অন্য সকল বন্ধন ছিঁড়িতে চাও, অন্য সকল নাড়ীতে আগুন লাগাতে চাও, কোন্ হিসাবে? সংসার কর্‌তে গেলে এমন চিরকালই হয়েছে, চিরকালই হবে। তবে মানুষকে সাম্‌লাবার জন্যে নানা কথা বল্‌তে হয়।

যোগ।—আমার যে আর সাম্‌লাবার উপায় নাই। আমি নিজের কুড়ুলে নিজের পা খোঁড়া করিয়াছি। আমাকে সান্ত্বনার কথা শুনাইয়া লাভ কি? যাহার আশা আছে, তাহাকে সান্ত্বনা করিতে হয়। আমার কিসের আশা! তোমার পিতা ধনী, আমার ছেলে দুইটির ভার লইতে পারিবেন; তুমি আমার মত স্বামী লইয়া সুখী হইতে পার না। মা দেশত্যাগিনী, কাশীবাসিনী। আমার কিসের ভরসা, কিসের আশা?

উমা।—তোমার সবই আছে; ঘর সংসার, আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ

ঐশ্বর্য্য—সবই আছে। তুমি নিরাশ হবে কেন? তোমার ছেলে বাবা মানুষ কর্‌বেন কেন? তুমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার ছেলে তোমারই থাক্‌বে। আর আমি তোমার,—তুমি যাহাই হও না, আমার বাবা যখন তোমার হাঁটু ধ'রে, নারায়ণ সাক্ষী ক'রে আমাকে দান করেছেন, আর তুমি যখন আমাকে এতকাল আশ্রয় দিয়েছ, তখন আমি তোমারই। বিয়ের মন্ত্রগুলা কি একেবারে ভুলে গেলে, তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ, তা কি মনে নাই! আমি আবার তোমায় নেব কি? তুমি দয়া ক'রে আমায় গ্রহণ করেছ, তাই আমি "দেবী", দশের কাছে আমার এত মান! আমি তোমার সেবা ক'রে ইহকালে ধন্য, পরকালে সুখী হইব; আমি তোমার স্নেহ পাইলে হাতে স্বর্গের সুখ পাইব! বলেছি ত, তুমি ভাল কি মন্দ, সে কথা আমার বলিতে নাই, শুনিতেও নাই। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার পত্নী—ভার্য্যা, ছায়ার মতন আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌ব। এই জ্ঞানটুকু আমার থাক্‌লেই আমি সর্ব্বসুখে সুখী। তবে মাকে দেখ্‌তে যাবার জন্যে শীঘ্রই কাশী যাওয়া উচিত। তুমি ছুটীর দরখাস্ত কবে কর্‌বে?

যোগেশ্বরের এইবার জ্ঞান হইল, এইবার সে আত্মস্থ হইল, এইবার সে উমার হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে রাখিল, এইবার তাহার দুই চক্ষু প্রান্ত হইতে বারিধারা গড়াইয়া পড়িল। উমা অঞ্চল দিয়া স্বামীর মুখ মুছাইয়া দিল, কিন্তু সে জলধারা আর শুষ্ক হয় না! "ছিঃ! কাঁদে কি?" বলিয়া, উমা বার-বার স্বামীর মুখ-চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। যোগেশ্বর কাঁদিতে কাঁদিতে উমাকে নিজের জানুর উপর বসাইল, উমা স্বামীর কোলে বসিয়াও স্বামীর মুখচোখ্ মুছাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে উমা ভাঙ্গা গলায় "ছিঃ! কাঁদে কি?" বলে, আর স্বামীর মুখ অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দেয়। শেষে উমাও কাঁদিয়া ফেলিল। তখন

যোগেশ্বর উমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, তাহার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এইবার যোগেশ্বরের সকল জ্বালা জুড়াইল; পতিব্রতার নয়নাসারে তাহার পাপকলুষিত চিত্ত বিধৌত হইয়া পবিত্র ভাব ধারণ করিল।

যোগেশ্বর তুমি ধন্য! যাহার এমন পত্নী, তাহার দুঃখ কিসের? যাহার এমন সহধর্ম্মিণী, তাহার আবার পাপের ভয় কেন? যাহার এমন গৃহিণী, তাহার আবার অভাব কিসের? যাহার এমন স্ত্রী অঙ্কলক্ষ্মী, তাহার আবার নরক কোথায়? এমন পতিরতা গুণান্বিতা সুন্দরী কামিনীকে বক্ষে ধরিয়া, যে ভাগ্যবান্ শোকের জ্বালা নিভাইতে পারে, তাহার আবার ভাবনা কিসের?

থাক মা—উমা! অমনই করিয়া চন্দনলেপের ন্যায় পতিহৃদয়ে মিশাইয়া থাক! তোমার সংস্পর্শে যোগেশ্বর পবিত্র হউক, কর্ত্তব্য-পরায়ণ হউক, বিচারবান্ হউক, ধার্ম্মিক হউক! তোমার প্রভাবে তাহার সংসারের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হউক!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

পরদিন প্রাতঃকালে, শ্বশুর গিরীশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য, যোগেশ্বর বহির্ব্বাটীতে যাইয়া বসিলেন। বৃদ্ধ গিরীশচন্দ্র, জামাতাকে চিন্তাকুল দেখিয়া তাহার নিকটে যাইয়া বসিলেন; একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"যাহা হইবার, তাহা ত হইল। রক্ষা এই যে, যাহা কিছু হইয়াছে, সকলই দূরদেশে অসামাজিক স্থানে ঘটিয়াছে। ইহার উপর সমাজের তাড়না সহ্য করিতে হইলে, সেটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার ন্যায় হইত।"

যোগে।—আমার ইচ্ছা তিন মাসের ছুটী লইয়া একবার কাশী যাই। সেখানে মা আছেন, মায়ের একবার চরণ দর্শন করিব। তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলে নিশ্চয় অন্যত্র বদলী করিয়া দিবে। [illegible] থাকিতেও পারিতেছি না। আপনি কি অনুমতি করেন?

গিরী।—এ সময়ে মায়ের কাছে যাওয়া ভাল। কাশী পুণ্যক্ষেত্র,—আনন্দকানন; সে স্থানে কিছুকাল থাকিতে পারিলে তোমার মনের সকল ময়লা দূর হইবে। কিন্তু তিনমাসের ছুটী লইলে, তোমাকে বদলী করিবে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী করিলে, সে বদলী সুখের হইবে না। সুতরাং সে পক্ষেও একটু যোগাড় করিতে হইবে।

যোগে।—আমি কলিকাতার বড় সেক্রেটরী মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি আমাকে উড়িষ্যায় বদলী করিতে চাহেন। আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছি। বিহারে আমি আর থাকিতে চাহি না।

গিরী।—অতটা উদাসভাব করিলে চলিবে না। তোমার সদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তুমি এ সংসারে একা, তোমার ভাই-ভগিনী নাই, জ্যাঠা-খুড়াও নাই,—আত্মীয় এমন কেহই নাই যে, তোমার ভার কিছুদিনের জন্য লইতে পারে। আমি অপুত্রক, আমার অবলম্বন তুমিই। আমাদের এখন কাশীবাসের সময় হইয়াছে; বিষয়সম্পত্তি অল্পবিস্তর যাহা করিয়াছি, সে সকলই তোমার পুত্রগণের। তুমি এখন অবহেলা করিয়া তোমার কর্ত্তব্য না করিলে, পরিণামে তোমার সন্তান-সন্ততি কষ্ট পাইবে—তোমাকে সে জন্য বৃদ্ধবয়সে বিস্তর জ্বালা সহিতে হইবে। তোমার চাকুরীতে তুমি কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে না, ছেলেদের লেখাপড়া সম্পন্ন করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। তোমার কি আর উড়িষ্যায় যাওয়া চলে।

যোগে।—আমাকেও একটু স্থির হইতে হইবে! আপনি কিছু দিনের জন্য বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করুন, আমি একটু বেড়াইয়া দশ দেশ দেখিয়া চিত্তকে শান্ত করি।

গিরী।—দশ দেশ দেখিলে চিত্ত স্থির হইবে না। নিজে [illegible] বুঝাইতে হইবে, তবে মন শান্ত হইবে। [illegible]টা দেশ দেখিয়া এই বর্ত্তমান দুঃখকে চাপিয়া রাখিলে, এ জ্বালা ভুলিবার চেষ্টা করিলে, রোগ আরাম হইবে না। যে কারণে তুমি এমন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলে, সেই কারণ দূর করিতে হইবে। চিরকাল আদর কাড়াইয়া সখের জীবন অতিবাহন করিলে, মনুষ্যত্ব হয় না। কোথায় এখন আমরা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিব, পরমাত্মচিন্তা করিব, না তুমি আমাকে তোমার

ভার দিয়া দেশান্তরে যাইতে চাও! তুমি এখন [illegible]দের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যপালন না করিলে, তোমার পুত্রগণ তোমার বার্দ্ধক্যে তোমার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য কেন পালন করিবে? তোমাকে সংসারধর্ম্ম করিতে হইবে, ছেলেপুলে মানুষ করিতে হইবে, বিষয়সম্পত্তি দেখিতে হইবে, আর অবসরমত এই পাপজনিত পশ্চাত্তাপের জ্বালা সহিতে হইবে।

যোগে।—আমি যদি এ সকল কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হই! আমি যদি পলাইয়া যাই!

গিরী।—তা হলেই বুঝিব, তুমি শিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য পালনে অক্ষমতার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেছ না। বুঝিব, তুমি এত বড় কাপুরুষ যে, তোমার ভার আমার ন্যায় বৃদ্ধের ঘাড়ে ফেলিয়া দিতে তোমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না! তুমি যদি পলাইয়া যাও, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি শীঘ্রই আর একটা নূতন ও গুরুতর পাপের উদ্‌যোগ করিতেছ। এত বড় মূর্খ তোমরা [illegible]নিজের সামর্থ্যের [illegible]রি রাখিতে পার না!

যোগে।—আপনি তিরস্কার করিতে পারেন, তিরস্কা[illegible] করিবেন, আমি সহ্য করিব। কিন্তু আমাকে বলিয়া দিন, এখন আমা[illegible] কি কর্ত্তব্য।

[illegible]—এই ত বামুনের ছেলের মত কথা কওয়া [illegible]ল! তুমি ছুটীর দরখাস্ত কর, সেই সঙ্গে আমিও তোমাদের ব[illegible] সেক্রেটারীকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাই। তিনি আমার পুরাতন মুরুব্বী, আমার অনুরোধ তিনি রক্ষা করিবেন। তোমাকে কাল্‌না বা কাটোয়ায় বদলী করিতে বলিব। আমার বাটীর কাছে থাকিবে, অথচ ভিন্ন জেলায় থাকা হইবে; ঘর-পর সব বজায় থাকিবে। আমি গিন্নীকে পত্র লিখিয়া দিই, তিনিও আসুন, পরে সকলে মিলিয়া কাশীযাত্রা করা যাইবে।

কাশীতে মহাত্মসজ্জনের অভাব নাই, তোমার পিতৃপুণ্যে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবেই; তোমার মনের সকল ময়লা দূর হইবে।

“যে আজ্ঞা” বলিয়া যোগেশ্বর অবনতমস্তকে বাটীর ভিতরে যাইল; সেখানে উমাকে সকল কথা জানাইয়া, তাহার পর যথারীতি ছুটীর দরখাস্ত করিল। গিরীশ বাবু যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন, সকল ব্যবস্থাই তদনুরূপ হইল।

যথাসময়ে যোগেশ্বরের শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিলেন, সেকালের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিনোদিনীর উদ্দেশে বাঁধা কথায় একটু কাঁদিলেন, শেষে চোখ্ মুখ মুছিয়া আপনা-আপনিই শান্ত হইলেন। তাহার পর স্থিরকণ্ঠে বিনোদিনীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বিস্তর গালি পাড়িলেন। তবে জামাতার কাছে উমার আবার সোহাগ-আদর হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুরাণী ক্রমে গালাগালির বেগটা অল্পে অল্পে থামাইলেন।

পাঁচসাত দিন পরে কাশীযাত্রার দিনস্থির হইল, বাসার সামগ্রীপত্র সকলই নিলামে বিক্রয় করা হইল। যোগেশ্বর চিরদিনের জন্য [illegible]-পুরের বাস উঠাইলেন। যথাকালে ডাকগাড়ীতে যোগেশ্বর পুত্রপরিবার শ্বশুরশ্বশ্রূকে সঙ্গে লইয়া কাশীযাত্রা করিলেন।

উমার পুণ্যের সংসারের নূতন পত্তন আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দকানন।

কাশী আনন্দকানন। যে [illegible]খিতে জানে, তাহার দৃষ্টিতে এই পুণ্যধামে সুরপুরীর আনন্দপ্রভা ফুটিয়া উঠে। মোগলসরাই ষ্টেশন হইতে রাজঘাট যাইতে হইলে অর্দ্ধপথেই চন্দ্রকলার ন্যায় কাশীর সমুজ্জ্বল আকৃতি নয়ন-গোচর হয়। তখন ডফারীণব্রিজ তৈয়ার হয় নাই, সে সময়ে রাজ-ঘাটে নামিয়া নৌকার সেতুতে পরপারে যাইতে হইত। নৌকার সেতু উত্তীর্ণ হইবার সময়ে কাশীর নয়নমনোহর সৌন্দর্য্যে হৃদয় ভরিয়া যাইত।

যোগেশ্বর শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া নদী পার হইলেন; [illegible] দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া নামিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে মাতা দুর্গাঠাকুরাণী লোক রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই নির্দ্দেশমত মানমন্দিরের নিকট একটি ত্রিতল গৃহে যোগেশ্বর সপরিবারে যাইয়া উঠিলেন। সেখানে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবী দর্শনে [illegible]লেন। দেবদেবী দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া জলযোগ করিলেন। কিন্তু এতক্ষণেও দুর্গাঠাকুরাণি[illegible] সাক্ষাৎ না পাইয়া যোগেশ্বর বার বার সেই অপরিচিত লোকটিকে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—তিনি কেবল অন্য কথা বলিয়া যোগেশ্বরের সে প্রশ্ন চাপিয়া রাখিতে লাগিলেন। পরে যখন সকলের আহারাদি শেষ হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আসুন, এইবার আপনার মাতা-ঠাকুরাণীকে দেখিবেন আসুন।"

যোগেশ্বর সোৎসুক নয়নে বক্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, উৎকণ্ঠায় বলিয়া উঠিলেন, "কৈ—কৈ, মা কোথায়? আবার কোথায় যাব?"

"—এই নিকটেই আছেন; আপনি আমার সহিত বাসা দেখিয়া আসুন।" অপরিচিতের এই কথা শুনিয়া যোগেশ্বর তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটের দিকে যাইতে লাগিলেন। ঐ ঘাটের উপর একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই দেখেন, একটি ছোট খাটের উপর কে এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, এ বুঝি একটা হাড়ের কাঠাম চাম্‌ড়া দিয়া ঢাকা আছে, আর সেই চাম্‌ড়ার উপর কেহ মানুষের আকার আঁকিয়া দিয়াছে।

যোগেশ্বর নিকটে যাইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে দেখিলেন—দেখিয়াই চিনিলেন মা,—আর অমনই "মা—মা" বলিয়া খাটের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

"মা—মা—আমার মা—ওমা—মা! আমিই তোমার এমন দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছি, আমার জন্যই তুমি এমন অবস্থায় পড়িয়া আছ। দেখ মা—মা, আমি তোমার যোগু, আবার এসেছি।"

কাঁদিতে কাঁদিতে যোগেশ্বর এই কথা কয়টি বলিলেন, এবং মায়ের চরণ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

"কৈ—আমার—উমা কৈ? পাগলী বৌ কৈ! খো[illegible] ছোট খোকন্‌টি কৈ?—কৈ তারা সব কৈ? তুমি একলা এলে কেন?"

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে, অতি ধীরে দুর্গাঠাকুরাণী উপর্য্যুপরি এই কয়টি প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার সাংঘাতিক গ্রহণীরোগ হইয়াছিল। দেহের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যে, তাঁহাকে অধিক দিন আর এ সংসারের জ্বালা ভোগ করিতে হইবে না।

"যোগু, এস বাপ্‌, আমার সোণার চাঁদ, আমার সৃষ্টিধর, আমার

বুকজুড়ান ধন,—আমার কাছে এস! আমার মাথায় হাত দেও, আমার বুকে হাত দেও! আমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হউক! আয় বাপ্, কাছে আয়! তাদের ডেকে নিয়ে আয়!”

দুর্গাঠাকুরাণী আবার এই কথা কয়টি কষ্টে বলিলেন। যোগেশ্বর এতক্ষণ কেবল কাঁদিতেছিলেন—মায়ের চরণ দুইখানি ধরিয়া কেবল কাঁদিতেছিলেন। এ রোদনে দুঃখও যত, সুখও তত। অমন মা যাহার মরিতেছে, সহস্র বৎসর একাসনে বসিয়া কাঁদিলেও, মনে হয়, পর্য্যাপ্ত হইল না। অমন মায়ের মৃত্যুর পুর্ব্বে যে পুত্র মাতৃচরণ ধারণ করিতে পারে, তাহার রোদনেও সুখ। মায়ের কাছে না কাঁদিলে কি দুঃখ দূর হয়! মায়ের কাছে না কাঁদিলে কি প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! মায়ের কাছে না কাঁদিলে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়! যোগেশ্বর মায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে পাইয়াছে, লজ্জা, মান, সম্ভ্রম, ভয়, সঙ্কোচ—সব ভুলিয়া বালকের ন্যায় উন্মত্তভাবে মায়ের কাছে কাঁদিতে পাইয়াছে! যোগেশ্বরের আর কি কথা বলিবার অবসর আছে?

মাতা আবার কথা কহিলেন,—“ডেকে আন চাঁদ, আমার আনন্দময়ী উমাকে? আমি তাকে একবার দেখি! আমার আর বড় দেরী নাই, কাল সকালের সূর্য্য দেখিতে পাইব কি না, জানি না। এই মধ্যে তোদের সকলের কাছে বিদায় নিই।”

এইবার যোগেশ্বর উঠিলেন, সেই অপরিচিত ব্যক্তির [illegible] বাসায় যাইয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। দুর্গাঠাকুরাণী হাস্যমুখী উমাকে পাইয়া, ছেলে দুইটিকে দেখিয়া, বেহাই বেহানকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। শয্যার উপর উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইলেন।

“আঃ! মরণে এত সুখ—এমন ঐশ্বর্য্যবোধ! আমি ত এমন কখনও

জানিতাম না! মা-উমা, তুমি সত্যসত্যই উমা; তোমার মুখে কেমন একটা কিসের জ্যোতি দেখিতে পাইতেছি। আয় মা, আমার কাছে আয়। আমার আদরের মেয়ে, আমার সোহাগের বৌ—তুমি মা আমার সব! আমি তোমাদের সকলকে রেখে যাচ্ছি! ইহার বাড়া সুখ আছে কি? বাবা বিশ্বনাথ! আমার এই দুই রত্নকে চিরজীবী করো, বাবা! মা অন্নপূর্ণা, আমার উমাকে চিরসুখী করো মা! আমার যোগুকে বাঁচিয়ে রেখ!"

বৃদ্ধা এই ভাবের কত কথা কহিলেন, কতবার সুখে-দুঃখে রোদন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সকলেই নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই রোদনের মধ্যে সকলেই সকল পরিচয় দিলেন—বিনোদিনীর মৃত্যুর কথা, সংসারের নূতন-ব্যবস্থার কথা, যোগেশ্বরের বদলীর কথা—সকল কথাই হইল। দুর্গাঠাকুরাণী সকলের মুখে সকল কথা শুনেন, আর মধ্যে মধ্যে উমার চিবুকে করস্পর্শ করিয়া সেই কর নিজ অধর-সংলগ্ন করিয়া উমাকে আদরের চুম্বন করেন। যাহার এমন বধূ, তাহার আবার সংসারের ভাবনা! দুর্গাঠাকুরাণী নিশ্চিন্ত হইলেন।

তত দুঃখেও মাতাকে দেখিয়া যোগেশ্বর সুখানুভব করিল। কাশী আনন্দ-কানন, কাশী আবার মহা-শ্মশান!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জনক।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়, দুর্গাঠাকুরাণীর চারিপার্শ্বে সকলেই ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। গিরীশবাবু সেই রাত্রে লোকজন সংগ্রহ করিয়া, সংকীর্ত্তনের দল ঠিক করিয়া রাখিতেছেন; তাঁহার পত্নী খোকা দুইটিকে ঘুম পাড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। দুর্গাঠাকুরাণীর মহাশ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। পরন্তু গ্রহণীরোগ; রোগিণীর জ্ঞান সম্পূর্ণ আছে, বাক্‌শক্তিও সতেজ আছে। উমা শ্বশ্রূর সেবা করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে "ওমা তুমি গেলে, কেমন করে থাক্‌বো মা!" বলিয়া কাঁদিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে যোগেশ্বর বলিলেন "মা, এ সংবাদ আমাদের পাঠাও নাই কেন মা? আমি যে দুই দিন আগে এসে তোমার সেবা করিয়া

দুর্গা।—রাত্রি দুই প্রহর কাটিয়াছে; ঐ দেখ তোমার পিছনে কে দাঁড়িয়ে আছেন। উনিই বলিবেন, কেন তোমায় পত্র লেখা হয় নাই।

মায়ের এই কথা শুনিয়া সকলেই ব্যগ্রভাবে সেই দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, একজন মুণ্ডিতমস্তক, দীর্ঘকায় গৌরাঙ্গ পুরুষ কমণ্ডলুহস্তে নিশ্চল ধীরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিলে বোধ হয় না যে, তিনি বৃদ্ধ। এখনও সে তপঃ-ক্লিষ্ট দেহে যৌবনের সকল শ্রীই বর্ত্তমান;

বর্ণের লাবণ্য, নয়নের সরস সতেজ ভাব, দেহের সুগঠন, হৃদয়ের প্রশস্ততা, মেরুদণ্ডের সরলতা—সকলই যুবজনসামর্থ্যব্যঞ্জক। সে প্রশান্তধীরগম্ভীর-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তিনি কোন কথা কহিলেন না, নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

যোগেশ্বর আর পারিল না—সাগ্রহে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল "উনি কে মা?—উনি কি বা—বা?"

"হাঁ"—দুর্গাঠাকুরাণী এই একটি কথা বলিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; হাত কাঁপিতে লাগিল। উমা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে শ্বশ্রূর মস্তক আবৃত করিল।

সকলেই অবাক্—সকলেই বিস্ময়-বাহুল্যে নিস্তব্ধ!

"য়্যা—বাবা—বাবা—আমার বাবা!" এই বলিয়া যোগেশ্বর দৌড়িয়া যাইয়া পিতৃচরণতলে লুটাইয়া পড়িল।

"অমন ভাবে কাঁদিও না বৎস! আমি তোমার রোদন দেখিয়া সাম্‌লাইতে পারিব না। আমার এ অনেকদিনের অনেক যত্নের বালির বাঁধ। এতদিন ভাবিতাম, উহা খুব দৃঢ়, খুব কঠিন! আজ বুঝিলাম প্রবল বন্যায় প্রস্তরের বাঁধও ফাটিয়া যায়, বালির বাঁধ ত কোন্ ছার! তুমি কাঁদিও না, আমায় একটু স্থির হইতে দাও।"

যোগেশ্বর কিন্তু চরণ ছাড়িল না। অগত্যা দণ্ডী সেই [illegible] পড়িলেন, যোগেশের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উমা কাছে আসিয়া প্রণাম করিল।

"এস মা এস! আমার সংসারের পুণ্যের প্রতিমা, এস মা! আর তোমায় প্রণাম করিতে হইবে না। আমি তোমায় এইখান হইতেই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি উমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শেষে যোগে-

শ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, বাবা, আমি সংসারে না থাকিলেও তোমার সকল সমাচার পাইয়া থাকি। যে সময়ে তোমার গর্ভধারিণীর পীড়া হয়, সে সময় তোমাকে সংবাদ দিলে, তুমি আসিতে পারিতে না। পরে যখন বিনোদিনীর মৃত্যু হয়, তখনও আমি তোমায় সমাচার দিবার প্রয়োজন বুঝি নাই। শেষে শুনিলাম, তোমরা সকলে এইখানেই আসিতেছ; সুতরাং পত্রপ্রেরণেরও প্রয়োজন হইল না। তোমরা আসিয়াছ, তোমার গর্ভধারিণীরও কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা এখন কর। আমার জপের সময় হইল। প্রাতঃকালে মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে সাক্ষাৎ হইবে। তখন সকল কথা বলিব।"

এই বলিয়া মহাপুরুষ দুর্গাঠাকুরাণীর মস্তকে অলাবুপাত্র হইতে জল সেচন করিয়া, তাঁহার কপালে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গারোহণ।

রাত্রি তিনটা বাজিয়াছে, মাতা দুর্গাঠাকুরাণীর জানুপর্য্যন্ত শীতল হইয়াছে, মৃত্যুর সকল লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়াছে। দুর্গাঠাকুরাণী তখনও বেশ কথা কহিতেছেন; কিন্তু আর অধিকক্ষণ এমন ভাবে কথা কওয়া চলিবে না বুঝিয়া তিনি যোগেশ্বরকে কাছে ডাকিলেন, উমাকেও সম্মুখে আসিতে বলিলেন। দুই জনে বিছানার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইলে পর, ঠাকুরাণী উমার হাত দুইখানি ধরিয়া যোগেশ্বরের দক্ষিণ করের উপর রাখিলেন এবং বলিলেন,

"বাবা তুমি আমার যষ্টিধর, আমার কোলজুড়ান ধন—আমা সর্ব্বস্ব। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, তোমাকে দিবা মতন সামগ্রীও আমার আর কিছুই নাই। এই নেও, বাবা, আমার সংসারের পুণ্য, আমার নয়নের মণি, আমার বড় সোহাগের সামগ্রী আমার উমাধনকে, নেও বাবা! সুখে দুঃখে উমার [illegible] করিবে, উমার কাছে কোন কথা গোপন রাখিবে না, উমার মনে কখনও ব্যথা দিবে না, উমা ছাড়া কখনও থাকিবে না। কখনও ভুলিও না, উমা তোমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছে; কখনও ভুলিও না, উমা তোমার সংসার বজায় রাখিয়াছে। বাবা, স্ত্রীলোক সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু স্বামীকে পরানুরাগী দেখিলে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। উমা সে যাতনা সহ্য করিয়াও তোমার সংসারের ঠাট্ বজায়

রাখিয়াছে, শেষে তোমাকেও পাইয়াছে। উমাকে কখনও অনাদর করিও না, উমাকে কখনও কষ্ট দিও না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও,—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হও।”

—“মা, উমা! তোমায় আর কি বলিব মা! যে বাহাদুরী দেখাইয়াছ, তাহা মেয়েমানুষে সহজে পারে না। তুমি দেবী, তুমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তোমার পুণ্যে আমার শ্বশুরের বংশ রক্ষা পাইল, তোমারই পুণ্যপ্রভাবে আমার স্বামীর সংসার বজায় রহিল। তুমি মা সুখে থাক, স্বচ্ছন্দে থাক। তোমার যেন মনে কখনও অহঙ্কার না হয়, তোমার যেন স্বামিভক্তি অচল অটল থাকে, তোমার স্বামী যেন চিরকাল তোমারই হইয়া থাকে। আমার মতন পাকা চুলে সিন্দূর পরিয়া, পুত্রপৌত্রের মুখ দেখিয়া, সোনার হাটবাজার বসাইয়া তুমি যেন সুখ ভোগ করিতে পার। মা অন্নপূর্ণা তোমার মঙ্গল করিবেনই; তুমি চিরজীবী হইয়া থাক। তোমার হাতের নোয়া, তোমার মাছভাত, যেন চিরকাল বজায় থাকে।”

—“কৈ বেহান্ কৈ? আমি চলিলাম। আমার যোগু তোমার রহিল, আমার খোকারা তোমার হইয়া রহিল। তোমাকে আর কি বলিব, এই দুই রত্ন নিয়েই ত তোমারও সংসার! যোগু ও উমাকে ঘর-
ছেলে দুইটিকে মানুষ ক’রে, তুমি যেন আমার মতন পাকা মাথায় সিন্দূর পরে ৺কাশীলাভ করো। ইহার অধিক আমি আর আশীর্ব্বাদ জানি না।”

—“বেহাই মহাশয়! আমার যোগু একলা রহিল, আমি চলিলাম! আমি থেকেই বা কি করিতাম! তোমারই ছেলেমেয়ে তুমি দেখিবে, আমি তোমাদের কাছে যোগু ও উমাকে রেখে, সুখে মরিতে পারিব। আমার কোন কষ্ট নেই।